পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 5 Thursday, 5 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ৫ সংখ্যা ✱ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

## সংশয় কাটিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেন শিন্ডে, রাজি মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী হতে

**মুম্বই, ৪ ডিসেম্বরঃ** যাবতীয় দ্বিধা-সংশয়-জল্পনা কাটিয়ে বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ তৃতীয়বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী পদে সংশয় কাটিয়ে শপথ নিতে চলেছেন একনাথ শিন্ডে। এনসিপি-র অজিত পাওয়ারও একইসঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন বৃহস্পতিবার। বুধবার বিজেপির কোর কমিটির বৈঠকে দেবেন্দ্র ফড়নবিশকে বিধান পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এদিনই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানান ফড়নবিশ। উল্লেখ্য, আগামিকাল, বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে বিকেলে মহাসমারোহে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। শপথ অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির তাবড় নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীরা। এদিন সকালে বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পৌরোহিত্যে কোর কমিটির বৈঠকে দেবেন্দ্রর নামেই সিলমোহর দেন

দলীয় বিধায়করা। চন্দ্রকান্ত পাটিল ও সুধীর মুঙ্গান্তিকর আনুষ্ঠানিকভাবে দেবেন্দ্র সরিতা গঙ্গাধররাও ফড়নবিশের নাম প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবকে সমর্থন করেন পঙ্কজা মুন্ডে। বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে এইদিনটাকে ঐতিহাসিক ও উসবের দিন বলে ঘোষণা করেন। বৈঠকের শুরু থেকেই ফড়নবিশের নাগপুরের বাড়ির সামনে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা জমায়েত হতে শুরু করেন। ঢোল-কাড়া-নাগাড়া বাজিয়ে নাচগান শুরু হয়ে যায়। নাগপুর থেকে অসংখ্য বিজেপি কর্মী মুম্বই রওনা হতে শুরু করেছেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে। বিজেপি সভাপতি বলেন, রাজ্যে ফের একবার শুরু হতে চলেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। এদিন বৈঠকে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পরেই উচ্ছ্বসিত বিজেপি বিধায়করা বিধান ভবনের ভিতরের জয় শ্রীরাম, ভারতমাতা কি জয় এবং দেবা ভাউ তুম আগে বাড়ো স্লোগানে বাতাস ভারী করে তোলেন। উল্লেখ্য, এবার রাজ্যে ১৪৯টি আসনে লড়াই করে ১৩২টি আসনে জিতেছে বিজেপি। যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এছাড়াও তদারকি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের শিবসেনা ৫৭টি এবং অজিত পাওয়ার গোষ্ঠীর এনসিপি ৪১ আসনে জয়ী হয়।

## বাংলাদেশ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত, ঢাকায় যাচ্ছেন বিদেশ সচিব

**নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ ডিসেম্বরঃ** সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ। পদ্মাপারের দেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুরা হামলার শিকার হয়েছেন। সেদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইউনূস প্রশাসনকে বারবার বার্তা পাঠিয়েছে ভারত। এবার বাংলাদেশ সফরে যাচ্ছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি। ১০ ডিসেম্বর তিনি ঢাকা যেতে পারেন। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর প্রথম ভারতের কোনও পদস্থ আধিকারিক সেদেশে পা রাখবেন। ভারতের তরফে সরকারিভাবে এই নিয়ে এখনও কোনও ঘোষণা হয়নি। তবে বিক্রম মিশ্রির বাংলাদেশ সফরের কথা জানিয়েছেন ইউনূস প্রশাসনের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বুধবার (৪ ডিসেম্বর) তিনি বলেন, ''বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশে আসবেন ভারতের বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি।'' ঢাকায় বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মহম্মদ জসীম উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন ভারতের বিদেশ সচিব। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা এবং চিন্ময় দাসের গ্রেফতারি নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইউনূস প্রশাসনকে বারবার বার্তা দিচ্ছে ভারত।

## সরানো হল রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানকে
# গেলেন দময়ন্তী সেনের চেয়ারে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ** ফের রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদল। সবথেকে চারটে গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল করা হয়েছে। সরানো হল গোয়েন্দা প্রধান রাজাশেখরনকে। তাঁকে পাঠানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের

ট্রেনিংয়ে। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই শিয়ালদহে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় উঠে এসেছিল ভিন রাজ্যের যোগের কথা। তারপর কসবাকাণ্ড, সেখানেও বিহার যোগ উঠে আসে। রাজ্যে একের পর এক ঘটনায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। নবান্নের সভাঘরে রাজ্য পুলিশ ও সিআইডি-র একাংশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিতেও দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীকে। রাজ্যের ডিজির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ''আমি সিআইডি রদবদল করব। পুরোটাই। আর যাঁর যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, অভিযোগ পেলে ক্রস চেক করো। কেউ কেউ মিথ্যা কথা বলেও অভিযোগ করে। অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করো। কেউ তাতে বাধা দেবে না। আর কেউ বাধা দিলে আমি শুনবও না।'' আর তারপরই এই রদবদল। এডিজি ওয়ান রাজাশেখরনকে রাজ্য পুলিশের ট্রেনিংয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দময়ন্তী সেন, যিনি রাজ্য পুলিশের ট্রেনিংয়ে চলে গিয়েছিলেন, তাঁকে এডিজি আইজি পলিসি মেকিং পদে আনা হল। অর্থাৎ রাজ্য পুলিশের নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় এবার দময়ন্তী। এডিজি আইজি ইবি থেকে রাজীব মিশ্রকে এডিজি আইজি অর্গানাইজেশন এবং মর্ডানাইজেশন পদে আনা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, এটা একটা রুটিন রদবদল। তবে নতুন গোয়েন্দা প্রধান কে, তা এখনও রাজ্যের তরফে নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। কিন্তু এর পিছনেও রাজনৈতিক তত্ত্ব খাঁড়া করছেন বিরোধী দলনেতা। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন, আর তুলে ধরলেন রাজনৈতিক তত্ত্ব। রাজ্য পুলিশের রদবদলের নির্দেশিকার পরই সুকান্ত লিখলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ কয়েকটি সিদ্ধান্তে বোঝা যাচ্ছে, তৃণমূল অন্দরে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন হয়েছে।' সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'প্রিন্স অফ ক্যামাকস্ট্রিটের প্রভাব পুলিশ ফোর্সে এতদিন বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখত। প্রিন্সের ঘনিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিকের বদলি এটা বুঝিয়ে দিল মুখ্যমন্ত্রী এখন গোটাটাই একা হাতে নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রশাসন ও দল দুটোই।' সুকান্ত খোঁচা দিয়ে লিখলেন, ''এরপরও বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর কতটা প্রতীয়মান হবে?'

## বাড়ছে রাগ, জমছে অভিযান!
# দীর্ঘ 'নীরবতার' পর ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ** ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি জুনিয়র চিকিৎসকদের। মেডিক্যাল কাউন্সিলে অভীক দে, বিরুপাক্ষ বিশ্বাসের পুনর্বহালে তপ্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্র। শুক্রবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের পরিকল্পনা ডব্লবিজেডিএফ-এর। এদিন আরজি করে সাংবাদিক বৈঠক করে জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট। এদিকে তিলোত্তমা কাণ্ডের পর একাধিক অনিয়মের অভিযোগে অভীক, বিরুপাক্ষর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্য ভবনের গঠিত কমিটির রিপোর্টে অভীক, বিরুপাক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের সুপারিশও করা হয়েছিল বলে খবর। অভীকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে কমিটির রিপোর্টে লেখা রয়েছে, 'অভীক দে'র বিরুদ্ধে ভয় দেখানো, অনৈতিক উপায় অবলম্বন সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগের বাস্তবতা রয়েছে। এরপরও অভীক দে'র রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের এথিক্যাল অ্যান্ড পেনাল কমিটিতে যুক্ত থাকা এবং রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ফার্মাসি কাউন্সিলের সদস্য পদ প্রাপ্তি দুর্ভাগ্যজনক। তাই দুটি পদ থেকেই তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হোক'। একইসঙ্গে, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রভাব খাটানোর অভিযোগের বাস্তবতা মিলেছে বলে কমিটির রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। এমবিবিএসের সব বিষয়ে অনার্স পাওয়া ডাক্তারির পড়াশোনায় বিরল ঘটনা বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, সুশান্ত বিশ্বাস নামে এক চিকিৎসক লিখিত বয়ানে স্বীকার করেছেন, অভীক দে'র প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখিয়েই অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি সবকটি

বিষয়ে অনার্স পেয়েছেন! একইসঙ্গে এসএসকেএমে অভীক দে'র নিজের পিজি কোর্সে ভর্তি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সূত্রের খবর, রুরাল সার্ভিস কোটায় এসএসকেএমে পিজি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পান অভীক। বর্ধমানের অনাময় হাসপাতালে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সাল থেকে ১ নভেম্বর ২০২৩ সাল পর্যন্ত অনাময়ের রেডিওডায়াগনসিস বিভাগে কাজ করেছেন বলে দাবি করেছেন অভীক। যদিও অনাময়ের সুপার কমিটিকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, সেই সময় সেখানকার রেডিওডায়াগনসিস বিভাগে অভীক দে নামে কেউ কাজ করেননি! বিরুপাক্ষ বিশ্বাসের চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের পক্ষে সওয়াল করেছিল স্বাস্থ্য ভবনের তদন্ত কমিটি। তোলাবাজি-সহ নানা অভিযোগে রাজ্যের একাধিক থানায় এফআইআর রয়েছে বিরুপাক্ষের বিরুদ্ধে। তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ, সরকারি কোনও পদে থাকারই উপযুক্ত নন বিরুপাক্ষ! চিকিৎসকদের প্রশ্ন, এরপরও কী ভাবে অভীক-বিরুপাক্ষের পুর্নবহাল সম্ভব? সন্দীপ ঘোষের মতো এই দু'জনের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য ভবনের গড়ে তোলা কমিটির রিপোর্টে কেন আমল দিল না ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল।

## হয়ে গেল কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন
# মমতার বক্তব্যে উঠে এল ২৬ দিন অনশনের প্রসঙ্গ

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ** ৩০ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন হয়ে গেল বুধবার। আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে তার জন্য বসেছিল চাঁদের হাট। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অতীতের স্মৃতিচারণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায় উঠে আসে ২৬ দিনের অনশনের প্রসঙ্গও। এবারের ফেস্টিভ্যালে বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে মনোজ মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম হালদার, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহার মতো ব্যক্তিত্বদের। তাঁদের কথা বলতে গিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে বলেন, ২৬ দিনের অনশনের সময়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন তপন সিনহা! অনশন প্রসঙ্গে বলেন, ''আজকের দিনে আমি ২৬ দিনের একটা অনশন শুরু করেছিলাম। তখন তপনদার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু উনি আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, আমার আন্দোলনকে অভিনঃদন জানিয়ে। সেই চিঠি এখনও রেখে দিয়েছি। এই হিসেবে তপনদাকে চিনতাম।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো ছিলেনই, পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গৌতম ঘোষ, দেব, যীশু

সেনগুপ্ত, জুন মালিয়া থেকে শুরু করে চিরঞ্জিত, শতাব্দী রায়, পাওলি দাম, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত মল্লিক, দুলাল দে, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশানি মুখোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া ছিলেন টেলিভিশনের একাধিক কলাকুশলীরা। অন্যদিকে, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মতো দেশের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এবারের থিম কান্ট্রি ফ্রান্স। সে দেশের ২১টি ছবি দেখানো হবে। উদ্বোধনী ছবি হিসেবে দেখানো হচ্ছে তপন সিনহার 'গল্প হলেও সত্যি'। আর এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন জুন মালিয়া এবং যীশু সেনগুপ্ত। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ, বিদেশি ছবির পাশাপাশি বাংলা ছবিকেও যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁর কথায়, ''বাংলায় অনেক প্রতিভা আছে। বিদেশি কলাকুশলীদের সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের কলাকুশলীরা কাজ করলে অনেক বেশি কাজের পরিসর বাড়বে। ভারতীয় সিনেমাও উপকৃত হবে।'' এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায়ের ছবির 'ইতি মা' গানটি মনোনীত হয়েছে অস্কার নমিনেশনের টপ ৭৯ গানের তালিকায়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন খোদ পরিচালক ও সুরকার। চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে যোগ দিতে পারেননি তাঁরা। ধনধান্য স্টেডিয়ামের বাইরে মোতায়েন পুলিশকর্মীরা তাঁদের জানান, অত্যন্ত ভিড়ের কারণে ভিতরে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে আমন্ত্রণের কার্ড থাকা সত্ত্বেও, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে রিজার্ভড আসন সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ভিতরে প্রবেশ করতেই দেওয়া হয়নি।

## বাংলা ছাড়ার 'আশ্বাস' দিলেও আজও জামিন মিলল না পার্থর

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ** সুপ্রিম কোর্টে চলছে শুনানি। কিন্তু, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের প্রসঙ্গ উঠতেই বারবার তাঁর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে 'প্রভাবশালী' তকমা। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে যে পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সেই আবহে তাঁর মতো ব্যক্তিকে জামিন দিলে সমাজে ঠিক কী বার্তা যেতে পারে তা ভাবাচ্ছে দেশের শীর্ষ আদালতদের বিচারপতিদেরও। এ নিয়ে স্পষ্ট প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। যদিও এদিন পার্থর জামিন নিশ্চিত করতেই শুরু থেকেই শক্ত হাতে ব্যাট চালাতে দেখা যায় আইনজীবী মুকুল রোহতগীকে। মুকুলের দাবি, প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে বন্দি রয়েছেন পার্থ। এমনকী যে জায়গা থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে সেই জায়গার মালিকানাও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নয়। সে ক্ষেত্রে এবার তাঁকে জামিন দেওয়া উচিত বলে মত তাঁর। কিন্তু, পার্থর দুর্নীতি প্রমাণে শুনানির শুরু থেকেই একাধিক যুক্তি দিতে থাকেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু। কিন্তু, বিচারপতি সূর্যকান্তের দাবি, পার্থর জামিন প্রসঙ্গে অবশ্যই সামাজিক প্রভাবের কথা মাথায় রাখতে হবে। স্পষ্ট বলেন, ''আমাদের দেখতে হবে উনি মুক্তি পেলে তদন্তের উপর প্রত্যক্ষভাবে কীভাবে প্রভাব পড়তে পারে। আমরা আপাতত একটা ব্রেক (জামিন আটকানো প্রসঙ্গে) দিতে পারি। কিন্তু, অনির্দিষ্টকালের জন্য হতে পারে না।'' এরপরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় মুক্তি পেলে তদন্ত কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে তা ইডি আইনজীবীর কাছে জানতে চান বিচারপতি সূর্যকান্ত। কারণ এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি। আর ঠিক সেই সময়ই একেবারে অন্য যুক্তি দিতে দেখা যায় মুকুল রোহতোগীকে। 'প্রভাবশালী' তকমা এড়াতে সাফ বলেন, প্রয়োজনে তাঁর মক্কেল ভিন রাজ্যে গিয়ে থাকবেন। অন্যদিকে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু জানান দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে চার্জ ফ্রেম করা হবে।

## 'মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিক', বিজেপি বিধায়কের দাবির পাল্টা ফিরহাদ, 'বাবার দেশ নয়'

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ** বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার বিরোধিতা করেছে ভারত। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ব্যাপক প্রতিবাদ হচ্ছে। বুধবার বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে এই ইস্যুতে মন্তব্য করে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকার আবার এমন দাবি করেছেন যে তাতে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। কড়া আক্রমণ করেছে তৃণমূলও। বিজেপি বিধায়ক চান, এদেশের সব মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিতে। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তিনি আর্জি জানাবেন যাতে সব মুসলিমদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশের সব হিন্দুদের এদেশে আনা হয়। অসীমের কথায়, ''অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাতে গেলে একমাত্র উপায় এনআরসি। সারা ভারতে এটি লাগু করতেই হবে। বাংলাদেশে যদি হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে মুসলিমদের সমস্যা হয় তাহলে ভারত সরকারের উচিত হিন্দুদের এদেশে নিয়ে আসা। আর এখানকার মুসলিমদের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া।'' অসীম সরকার তাঁর মন্তব্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেছেন। বিজেপি বিধায়কের দাবি, কমপক্ষে ১৭ হাজার মৌলবী এদেশে কাজ করছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে উগ্রপন্থীদেরও এখানে পাঠানো হচ্ছে। তারা আবার শুধু এ রাজ্যে নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে লাভ-জিহাদ ছড়াচ্ছে। এসব কিছু জেনেও না জানার ভান করে আছেন মুখ্যমন্ত্রী বলে দাবি বিধায়কের। ভোটের জন্য মমতা নীরব থাকেন বলেন অভিযোগ অসীমের। বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেছেন, ''অসীম সরকারের বাবার দেশ নয় ভারতবর্ষ। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করলেই এসব করতে পারে না। কারণ সংবিধানে তা বলা নেই।'' তিনি এও বলেন, যে দেশই হোক, সব জায়গায় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুদের। আর বাংলাদেশে যা হচ্ছে তার প্রতিবাদ গোটা দেশ করছে, বাংলাও করছে। যা ঘটছে তা লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনকও বটে। ফিরহাদের কথায়, ''বাংলাদেশে যা হচ্ছে তাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে। সেখানে এখন কোনও সরকারই নেই, আর মহম্মদ ইউনুসের ক্ষমতা নেই কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার।'' তবে দ্রুত এইসব ঘটনার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন কলকাতার মেয়র।

# স্বর্ণমন্দিরে সুখবীর সিং বাদলের উপরে চলল গুলি, সৃষ্টি হয় আতঙ্কের পরিস্থিতি

**অমৃতসর, ৪ ডিসেম্বরঃ** অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র পরিসরে বুধবার সকালে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে, যেখানে শিরোমণি আকালি দল-এর প্রবীণ নেতা এবং পাঞ্জাবের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের ওপর গুলি চালানোর চেষ্টা করা হয়। তিনি তখন 'শাস্তিমূলক' ডিউটি পালন করছিলেন, যার মধ্যে তাকে মন্দিরের সুরক্ষা প্রহরায় বসানো হয়েছিল। এই ঘটনার পর, আতঙ্কিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও, পুলিশের তৎপরতায় ঘটনা অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পায়। বুধবার সকালে, সুখবীর সিং বাদল মন্দিরে তার নিয়মিত ডিউটি পালন করছিলেন। তিনি তখন শাস্তি হিসেবে প্রহরায় বসেছিলেন, যেখানে তাকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই সময়েই নরেন সিং চৌরা নামের এক ব্যক্তি, যিনি এখন নিষ্ক্রিয় খালিস্তান মুক্তি সেনা দলের সদস্য হিসেবে পরিচিত, তার কাছে একটি পিস্তল ছিল। সে সুখবীর সিং বদালের দিকে লক্ষ্য করে গুলি করার চেষ্টা করেছিল। তবে, পুলিশ কনস্টেবল যিনি বদালের সাথে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তার তৎপরতায় চৌরাকে শক্ত হাতে আটক করা হয় এবং গুলি আকাশে চলে যায়, যা বড় বিপদ থেকে রক্ষা পায়। চৌরার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও তার গ্রেপ্তারি থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। নরেন সিং চৌরা, যিনি পাঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলার ডেরা বাবা নানক এলাকার বাসিন্দা, তিনি ২০০৪ সালে একটি অস্ত্র আইনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। এরপর ২০১৮ সালে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তির পর থেকে, চৌরা বিভিন্ন সভাপতিও। তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাকে সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। সুখবীর সিং বাদলকে জেড-প্লাস নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে তার চারপাশে সশস্ত্র পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা

বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী যেমন দাল খালসা ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। এই ঘটনার পর, চৌরার নিরাপত্তা বাহিনী ও সুরক্ষিত অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে, পুলিশ জানিয়েছেন যে চৌরার লক্ষ্য ছিল একমাত্র সুখবীর সিং বদাল। তবে তার অপ্রত্যাশিত আক্রমণ দ্রুত থামানো সম্ভব হয়। সুখবীর সিং বাদল একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, যিনি শিরোমণি আকালি দল-এর অবস্থান নেন। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও, চৌরার আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করতে কিছুটা সময় নিয়েছিল পুলিশ, তবে তার তপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। চৌরা, যিনি বর্তমানে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথে জড়িত, তার এই আক্রমণের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, তার এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করছিলেন। এই ঘটনার সাথে অমিত শাহ বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা আবার শুরু হয়েছে। পাঞ্জাব রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে গত কয়েক বছরে। এর মধ্যে, খালিস্তানি গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব পুনরুজ্জীবিত হওয়ার চেষ্টা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া, এই ধরনের আক্রমণের পেছনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা এবং চৌরার দ্রুত গ্রেপ্তারি এই ঘটনায় অনেকাংশে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করেছে। ইতিমধ্যে, পাঞ্জাব সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘটনা তদন্তের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে ঘটে যাওয়া এই গুলি চালানোর চেষ্টা একটি বড় রাজনৈতিক আক্রমণের চেষ্টার অংশ ছিল, তবে পুলিশের তপরতায় তা ব্যর্থ হয়েছে। এই ঘটনার পর, পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিবেশে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে সুখবীর সিং বদাল ও তার দলের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার জন্য কোন বিশিষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়নি, তবে এটি একটি উদ্বেগজনক সংকেত যা রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

## ঝুলে বহু মামলা, নারী সুরক্ষায় কতটা উদাসীন বাংলার সরকার, হিসেব দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ** নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠিক কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তা নিয়ে নানা সময়ে ফলাও করে বলেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। এদিকে এবার কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী অভিযোগ তুলেছেন মহিলাদের নিরাপত্তায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প রূপায়ণ করছে না। কার্যত বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী সাংবাদিক বৈঠকে অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৪৯ হাজার ৫৮০টি ধর্ষণ ও পকসো মামলা বকেয়া রয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ধর্ষণ ও পকসো মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ১১টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট চালু করার বিষয়ে পদক্ষেপ করেনি। ২০২২ সালের ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট অনুসারে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মামলায় পশ্চিমবঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার ৮.৯ শতাংশ। উদ্বেগজনকভাবে বিষয়টি যথেষ্ট কম। সেই সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অপরাধের ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৩০টি মামলা কার্যত ঝুলে রয়েছে। দেশের মধ্যে এই সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। মোট মামলার মধ্যে ২.৫ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। ৯৭.৫ শতাংশ মামলা ঝুলে রয়েছে। এই হারও দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ধর্ষণ ও শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বন্ধের জন্য ফাস্ট ট্র্যাক স্পেশাল কোর্ট তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ প্রকল্প রয়েছে। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০ শতাংশ খরচ দেয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্য সব মিলিয়ে ১২৩টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি বিশেষ বিশেষ পকসো কোর্ট। বাকি ১০৩টি ধর্ষণ ও পকসো মামলার কোর্ট। তবে রাজ্য সরকার ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত কোনও কোর্ট চালু করেনি। তবে সরকারের দাবি এই রাজ্যে অনেকগুলি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট ও পকসো আদালত তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের নিজের তহবিল থেকেই

## যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় অস্ত্র সংবরণের আবেদন রাষ্ট্রপুঞ্জের

দামাস্কাস, ৪ ডিসেম্বর ঃ গত সপ্তাহ থেকে সিরিয়াতে নতুন করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির রিপোর্টে ৩ দিনের এই যুদ্ধে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। ভয়ঙ্কর এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে উভয়পক্ষকেই অস্ত্র সংবরণের আবেদন জানানো হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধে যুযুধান দুই পক্ষের একদিকে রয়েছে, দুই বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী 'হায়াত তাহরির আল-শাম' এবং তাদের সহযোগী ' জইশ আল-ইজ্জা'-র যৌথবাহিনী। সোমবার থেকে আরও এক জনপদ হামা দখলের জন্য সর্বশক্তিঃ দিয়ে ঝাপিয়েছে তারা। এমত অবস্থায় সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সেনাবাহিনী, রুশ বায়ুসেনা এবং ইরানের মিলিশিয়া যৌথভাবে এই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেন, ' অসামরিক নাগরিক এবং পরিকাঠামোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সব পক্ষকে সক্রিয় হতে হবে। প্রায় ১৪ বছর ধরে সিরিয়ার মানুষ সংঘাত সহ্য করে যাচ্ছেন। আর রক্তপাত নয়, এখন এর একটি রাজনৈতিক সমাধান তাঁদের প্রাপ্য।''

## ভারত ও চিনের নতুন করে সুসম্পর্ক স্থাপনে জয় শঙ্কর যা বললেন

নয়াদিল্লি,৪ডিসেম্বরঃসেই ১৯৪৭ সাল থেকেই সীমান্ত নিয়ে সমস্যা রয়ে গেছে ভারত ও চিনের মধ্যে। এই নিয়ে ছোট বড়ো যুদ্ধ হয়েছে একাধিকবার। এই পরিস্থিতিতে দুই দেশই চাইছে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে। এই নিয়েই সংসদে বিবৃতি দিলেন বিদেশমন্ত্রী জয় শঙ্কর। জয়শংকর বলেন,'ভারত এবং চিনের সম্পর্ক বহু দিকেই এগিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলির কারণে তা প্রভাবিত হয়েছে। আমরা প্রথম থেকেই স্পষ্ট করে এসেছি যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যে সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতাবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি সেনা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় এবার অন্যান্য ইস্যু নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবেন। তবে এর মধ্যে আমাদের জাতীয় সুরক্ষার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। সম্প্রতি চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে দেখা করেছি আমি। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে এটা ঠিক হয়েছে যে এবার শীঘ্রই বিশে প্রতিনিধি এবং সচিব পর্যায়ের আলোচনা শুরু করা যাবে দুই দেশের মধ্যে।' মনে হচ্ছে এবার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের পথে এগিয়েছে দুই দেশ। চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য চিনকে তিনটি সূত্র দিয়েছেন তিনি।(১) উভয় দেশেরই প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাকে সম্মান জানাতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে।(২) কোনও দেশেরই একক ভাবে স্থিতাবস্থা বদলে ফেলা উচিত নয়।(৩) অতীতে যে সব চুক্তি বা সমঝোতা দুই দেশের মধ্যে রয়েছে, তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। জয়শংকর বলেন, 'আমি সংসদকে জানাতে চাই, পূর্ব লাদাখে ধাপে ধাপে গোটা এলাকায় সো প্রত্যাহার করা হয়েছে। ডেপস্যাং এবং ডেমচক থেকে সেনা সরানোর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

## নৌবাহিনীর অঙ্গীকার দেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ নৌবাহিনী দিবসে সাহসী এই বাহিনীর জওয়ানদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, নৌবাহিনীর অঙ্গীকার দেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ৪ ডিসেম্বর দিনটি নৌবাহিনী দিব হিসেবে পালিত।এই উপলক্ষ্যে বুধবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, নৌবাহিনী দিবসে, আমরা ভারতীয় নৌবাহিনীর বীর জওয়ানদের অভিবাদন জানাই, যারা অতুলনীয় সাহস এবং উসর্গের সঙ্গে আমাদের সমুদ্র রক্ষা করেন। তাঁদের অঙ্গীকার আমাদের দেশের সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে। ভারতের সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ইতিহাসেও আমরা গর্ব করি।

## বুধবার সকালে কেঁপে উঠলো ছত্তিশগড়ের একাধিক জায়গা , রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.৩

রায়পুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ বুধবার ভূমিকম্প অনুভূত হল ছত্তিশগড়ের একাধিক জায়গায়। বুধবার সকালে অনুভূত হওয়া এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৩। ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি বা জাতীয় ভূমিকম্প কেন্দ্রের তরফে জানা গেছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল হল তেলেঙ্গানার মুলগু জেলা। বুধবার সকালে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৫.৩। বিজাপুর, সুকমা, দান্তেওয়াড়া এবং বস্তার জেলায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। এদিন সকাল ৭.২৭ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় । তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

## বিক্ষোভের জেরে পিছু হটলেন ইওল, সামরিক আইন প্রত্যাহার দক্ষিণ কোরিয়ায়

সিওল, ৪ ডিসেম্বর ঃ দেশ জুড়ে বিক্ষোভ আর চাপের মুখে পড়ে সামরিক আইনের (মার্শাল ল) বিষয়ে পিছু হটল দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার। কার্যকর করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাহার হল সামরিক আইন। মঙ্গলবার সামরিক আইন চালু করার কথা ঘোষণা করেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল। তার পরই শুরু হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভ, প্রতিবাদের মুখে পড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয় ইওলের সরকার।অবশেষে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার দেশজুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতমঙ্গল সেদেশের রাষ্ট্রপতি সামরিক আইন চালু করার কথা ঘোষণা করেন। এর ব্যাখ্যা হিসাবে তিনি বলেন, উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উন-এর মদতে বিরোধীরা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে। দেশকে কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে সুরক্ষা দিতে এবং দেশে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিঃ নির্মূল করতেই এই আইন জারি করা হচ্ছে। তাঁর ভাষণের পরই দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয় বিক্ষোভ। হাজার হাজার মানুষের জমায়েতে অশান্ত হয়ে ওঠে অ্যাসেম্বলি ভবন চত্বর। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়। সামরিক আইন প্রত্যাহারের পক্ষে ভোট দেন তিনশো সদস্যের মধ্যে ১৯০ জন।

## বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনারের

ঢাকা, ৪ ডিসেম্বর ঃবাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ ও তাঁর স্ত্রী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিএনপি-র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।জানা গেছে, সেদেশের রাজনৈতিক দল বিএনপি-র নেত্রী খালেদা জিয়ার গুলশনের বাসভবনে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার সৈয়দ আহমেদ মারুফ বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রধান বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সেইসঙ্গে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেন হাইকমিশনার।জানা যাচ্ছে, এদিনের এই সাক্ষাপর্বে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক-সহ উভয় দেশের পারস্পরিক একাধিক বিষয় আলোচনা উঠে আসে।

## আবহাওয়া

সপ্তাহের শেষে ফের পারদ-পতনের ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। চলতি সপ্তাহের শেষেই জমিয়ে শীতের আমেজ ফিরতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত তিন থেকে চার ডিগ্রি কমতে পারে রাতের তাপমাত্রা। তবে এখনই জাঁকিয়ে শীত পড়ার সম্ভাবনা নেই। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও দক্ষিণবঙ্গে পরবর্তী তিন দিনে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি নামতে পারে পারদ। আগের দিনের তুলনায় বুধবার কিছুটা কমেছে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৩ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা৫৪মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৩ মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৪৯মনিট

## বিয়ে তো নয় শুধুই টাকার খেলা

নিজস্বপ্রতিবেদন,৪ডিসেম্বরঃ এমনিতেই বিয়েছে যৌতুক নেওয়া আইনত নিষিদ্ধ। ৫০ হাজারের বেশি ক্যাশ লেনদেন করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বিয়ের অনুষ্ঠানে জলের মতো অর্থ ব্যয়ের এমনই এক ছবি এবার দেখা গেল উত্তরপ্রদেশের মিরাটে। যেখানে 'বিয়ের পিঁড়ি'তে বসা বরকে নগদে দেওয়া হল ২.৫ কোটি টাকা। জুতো চুরির অনুষ্ঠানে শ্যালিকা পেলেন ১১ লক্ষ। বিরাট বিরাট বাক্স থেকে নোটের বান্ডিল বের করে তা রীতিমতো বিলানো হচ্ছে। টাকা ব্যয়ের এহেন বহর দেখে থ নেটিজেনরা। কবি ভারত চন্দ্র রায় বহু বছর আগেই বলেছিলেন - পৃথিবী টাকার বেশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের এক বিয়ের অনুষ্ঠানে চলছে বেলাগাম টাকা বিলি। অনুমান করা হচ্ছে, মীরাটের ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কোনও রিসর্টে বসেছিল এই বিয়ের আসর। ভিডিওতে কনেপক্ষের তরফে এক ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ' গাড়ির মধ্যে ২.৫৬ কোটি টাকা ক্যাশ রাখা রয়েছে। নিয়ে নিন। এর মধ্যে ৭৫ লক্ষ টাকা গাড়ি বাবদ। চাইলে গুনে নিতে পারেন।' এর পর বরের জুতো চুরির অনুষ্ঠানে শ্যালিকার হাতে ধরানো হয় ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলে ১১ লক্ষ টাকা।

## যেতে পারলেন না সম্ভলে, দিল্লি ফিরতে বাধ্য হলেন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃউত্তর প্রদেশের সম্ভলে যাওয়ার পথে আটকে দেওয়া হল লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাকে। বুধবার সকালে দিল্লি-মেরঠ এক্সপ্রেসওয়েতে, গাজীপুর সীমানায় আটকে দেওয়া হয় রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা-সহ কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে। পুলিশ তাঁদের সম্ভলে যেতে বারণ করেছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।শেষমেশ সম্ভলে যেতে পারলেন না রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা, গাজীপুর সীমানা থেকেই তাঁরা দিল্লি ফিরতে বাধ্য হন। রাহুল গান্ধী বলেছেন, আমরা সম্ভলে যাওয়ার চেষ্টা করছি, পুলিশ যেতে দিচ্ছে না, তাঁরা আমাদের অনুমতি দিচ্ছে না। এলওপি হিসাবে, সেখানে যাওয়া আমার অধিকার, কিন্তু তাঁরা আমাকে বাধা দিচ্ছে। আমি একা যেতে প্রস্তুত, আমি পুলিশের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁরা অনুমতি দিচ্ছে না।প্রিয়াঙ্কা এদিন বলেছেন, সম্ভলে যা হয়েছে তা ঠিক নয়। রাহুল গান্ধী বিরোধী দলনেতা, তাঁর সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে এবং তাঁকে এভাবে থামানো যাবে না। পুলিশের কাছে কোনও জবাব নেই। হয়তো উত্তর প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন যে তাঁরা এতটুকুও সামলাতে পারছে না। প্রসঙ্গত, বুধবার সকাল থেকেই গাজীপুর সীমানায় মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা গাজীপুর সীমানায় পৌঁছলে পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। পুলিশের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় কংগ্রেস নেতাদের। শেষমেশ দিল্লিতে ফিরতে বাধ্য হন রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা।

## মহারাষ্ট্রের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা করব, ভরসা দিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিস

মুম্বই, ৪ ডিসেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের জনগণকে ভরসা দিলেন ভাবী মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। তাঁর কথায়, মহারাষ্ট্রের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা করব আমরা। বুধবারই দেবেন্দ্র ফড়নবিস সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হয়েছেন। মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার ফ।নবিস বলেছেন, আমি আপনাদের সবাইকে বলতে চাই, আগামী দিনে কিছু কিছু আমাদের ইচ্ছার বিষয় হবে এবং কিছু বিষয় আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হবে, কিন্তু আমাদের সবাইকে রাজ্য ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে হবে। আমরা মহারাষ্ট্রের সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ করার চেষ্টা করব। শেষ পর্যন্ত, আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাই।ফ।নবিস আরও বলেছেন, ''আমরা গর্বিত যে ২০১৯-এর পরে একজনও বিধায়ক আমাদের ছেড়ে যাননি এবং সবাই একসঙ্গে থেকেছেন এবং আমরা ২০২২ সালে সরকার গঠন করেছি। এবারও মহাযুতি ঐতিহাসিক জনাদেশ পেয়েছে। টানা তিন মেযাদে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মোদীজি। আমি ওয়ার্ড স্তরের নেতা হিসেবে শুরু করেছিলাম এবং এখন তৃতীয় মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছি।

## সুখবীরের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন মনীশ, তদন্তের দাবি জানালেন কংগ্রেস নেতা

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃঅমৃতসরের স্বর্ণমন্দির চত্বরে শিরোমণি অকালি দলের অন্যতম প্রধান নেতা সুখবীর সিং বাদলের ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কংগ্রেস সাংসদ মনীশ তিওয়ারি। এই ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বুধবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মনীশ তিওয়ারি বলেছেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয়। শ্রী অকাল তখত সাহিব শিখদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় স্থান এবং সুখবীর সিং বাদলকে আক্রমণ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।উল্লেখ্য, বুধবার সকালে শিরোমণি অকালি দলের অন্যতম প্রধান নেতা সুখবীর সিং বাদলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এক হামলাকারী। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির চত্বরে ঘটনাটি ঘটেছে। তবে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন সুখবীর। গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। উপস্থিত লোকজন হামলাকারীকে ধরেও ফেলেছেন।

## পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৮ অগ্রহায়ন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ১৯ অগ্রহায়ন, চান্দ্রঃ ৩ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩ পোইনু, আসামঃ১৮ অঘোন, মুসলিমঃ২-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ০৪ঃ৩৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৪৮ঃ৩৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪৫ঃ৫৫(৪) এবং অস্তঃসন্ধ্যা ০৭ঃ৩১ঃ৫৫(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃতৃতীয়া ( জয়া) দুপুর ঘ ০০ঃ২৯ঃ৩৬ দং ১৬২২০ পর্যন্তনক্ষত্রঃপূর্বাষাঢ়া সন্ধ্যা ঘ ০৫ঃ২০ঃ২৯ দং ২৮৯৩২.৫ পর্যন্ত পরে উত্তরাষাঢ়াকরণঃগর দুপুর ঘ ০০ঃ২৯ঃ৩৬ দং ১৬২২০ পর্যন্ত পরে বণিজ রাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৮ দং ৪৫২৭২৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃগণ্ড বিকাল ঘ ০২ঃ৪৪ঃ৩৬ দং ২১৩৯৫০ পর্যন্ত পরে বৃদ্ধি অমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ০৪ঃ৪০ থেকে - ০৬ঃ৪৭ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৩০ঃ৩৩ থেকে - ০৮ঃ১৩ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২২ঃ১৮ থেকে - ১২ঃ৩১ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪১ঃ৪৮ থেকে - ০৬ঃ৩৪ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ২০ঃ৫৯ থেকে - ০৩ঃ২৫ঃ২৯ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৬ঃ৪৭ঃ৩৬ থেকে - ০৭ঃ৩০ঃ৩৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ১৪ঃ০৩ থেকে - ০৩ঃ২২ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ০৫ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ৪৮ঃ১১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ০৭ঃ০৭ থেকে - ১১ঃ০০ঃ১১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৬ঃ৪২ থেকে - ১২ঃ৪৭ঃ১৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ৪৫ঃ৪১ থেকে - ১০ঃ০৬ঃ১২ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ৪৫ঃ৪১ থেকে - ০৪ঃ২৫ঃ১১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৭১৮৪০৫৫ (১৮) ১ পদচন্দ্রঃ৯২৫২৪৭ (২১) ২ পদমঙ্গলঃ৩১০৩২১৭ (৮) ৩ পদবুধঃ৭১৪২৪৯ (১৭) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২৩৩২১৮ (৫) ১ পদশুক্রঃ৯২৩১৮ (২১) ২ পদশনিঃ ১০১৫৩৭২৫ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১১০৫১ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১১০৫১ (১৩) ১ পদবুধ বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃবৃশ্চিক রাশি সকাল ০৬ঃ৫৯ঃ০২ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ০৯ঃ০৪ঃ১৮ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০ঃ৫১ঃ১২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১২ঃ২৪ঃ৩৬ পর্যন্ত। মীন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৫ঃ৩৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৩৬ঃ১৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৫ঃ৩৪ঃ৩৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৭ঃ৪৭ঃ৫৭ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্র ১০ঃ০৩ঃ৩৯ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্রি ১২ঃ১৫ঃ০০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৫ঃ১০ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩৯ঃ২১ পর্যন্ত।

## কার্শিয়াং এর রাস্তায় নেমেছে সামান্য ধস

কার্শিয়াং,৪ডিসেম্বরঃকার্শিয়াং এর রাস্তায় নেমেছে সামান্য ধস। তাই আজ ঝুঁকি নিতে চাইছে না পর্যটন দপ্তর। রাস্তা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত শিলিগুড়ি কাশিয়ারং যাতায়াত আপাতত বন্ধ। সম্প্রতি সিকিমে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে প্রচন্ড সমস্যায় এবং চিন্তিত পর্যটন দপ্তর। পাহাড়ের কোন জায়গায়, যদি পাথর গড়িয়ে পড়ে পাথ নামে তবে যাতায়াত বন্ধ করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা কাশিয়াং এ আছেন তাদের যদি শিলিগুড়ি আসার তারিখ থাকে, তবে তাদের ঘোরপথে শিলিগুড়ি নিয়ে আসা হবে। কারণ বিগত কয়েকদিন ধরে ধস এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে প্রচন্ড বিব্রত পর্যটন দপ্তর। বারবার একই ঘটনা ঘটে যাওয়ায়, চাপে পড়ে যাচ্ছে তারা। ঢালা পর্যটক ঢুকছে পাহাড়ে, এবং তাদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কিভাবে দেওয়া যাবে আপাতত এটা নিয়েই পর্যটন দপ্তরের ভাবনা পেরেছে। রংপোতে গাড়ি উল্টিয়ে যারা যারা নিহত হয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের জন্য আলাদা করে চিন্তা-ভাবনা করতে চাইছে পর্যটন দপ্তর। তবে এক কর্তা জানিয়েছেন এটার জন্য কাউকে দায়ী করা যায় না, রাস্তা ঠিক করা হলেও যেকোনো সময় যে কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই আমাদের আগের থেকেই তৈরি হতে হবে। এবার পর্যটনের জোয়ার এসেছে পাহাড়ে, তাই আমরা চেষ্টা করছি যাতে পর্যটকদের শারীরিক দিকটা র দিকেও নজর রাখা যায়। তাই আপাতত আজকের থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং সড়ক পথ।

## জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন রাষ্ট্রপতি, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

পুরী, ৪ ডিসেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বুধবার পুরীতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাচীন এবং পবিত্র শ্রী জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। শ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রাকে পুজো দেন রাষ্ট্রপতি। ঘুরে দেখেন মন্দির চত্বর। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি এবং অন্যান্য কর্তা-ব্যক্তিরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।এছাড়াও পুরী গজপতি মহারাজ দিব্যসিংহ দেব, জেলা প্রশাসক প্রবতী পারিদা এবং পুরীর সাংসদ সম্বিত পাত্রও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, সবার সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়েছি।

## গুয়াহাটিতে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার হেরোইন, গ্রেফতার এক

গুয়াহাটি, ৪ ডিসেম্বর ঃগুয়াহাটি মহানগরে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে লক্ষাধিক টাকার সন্দেহজনক হেরোইন। মাদক কারবারে জড়িত অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে মহানগরীর পল্টনবাজার থানা এলাকার উলুবাড়িতে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এক অভিযান

## আলু পাচার রুখতে তৎপর বেচারাম

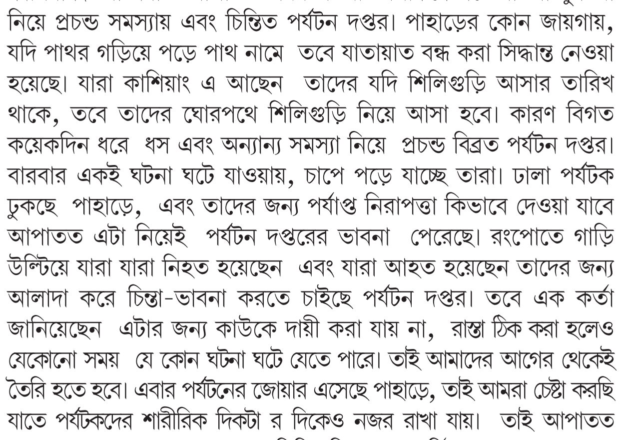

দুরন্তবার্তা,কলকাতা,৪ডিসেম্বরঃ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আলু পাঠাতে নিষেধ করেছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে আলু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সমস্যা তৈরী হয়েছে রাজ্য সরকারের। হিম ঘরের মালিকেরা এই নিয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন। তবে সূত্র মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে ভিন রাজ্যে আলু পাচার হচ্ছে। এবার মাঠে নামলেন কৃষিমন্ত্রী বেচারাম মান্না।প্রয়োজনে রাতপাহারা দেবেন আলু পাচার রুখতে, এমনটা জানিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি সারপ্রাইজ ভিজিটে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে গিয়েছিলেন। বাংলা-ওড়িশা সীমানা দিয়ে প্রচুর পণ্যবাহী গাড়ি যাতায়াত করে। বুধবারও তাঁর সারপ্রাইজ ভিজিট দেওয়ার কথা। তবে কোথায় হানা দেবেন, কখন হানা দেবেন সে-সব তথ্য গোপন রাখা হয়েছে। তার এই তৎপরতায় কিছুটা ক্ষুন্ন বাংলার আলু ব্যবসায়ীরা। মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আলু পাচার না রুখতে পারলে রাজ্যে আলুর দাম কমানো যাবে না। তিনি বলেন, ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বরের মধ্যে ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৯৪ মেট্রিক টন আলু বাইরে চলে গিয়েছে। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে রাজ্যে। রাজ্যকে বিপাকে ফেলতে এক শ্রেণীর আলু ব্যবসায়ী ধর্মঘট চালানোর কৌশল নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর অভিযোগ, ভিন রাজ্যে আলু নিয়ে যাওয়ার জন্য কর্মবিরতির নামে রাজ্য সরকারকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। রাজ্য সরকারকে অন্ধকারে রেখে মালদহের মাইতাপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি, কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধা দিয়ে ব্যাপক আলু বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা বন্ধ করতেই হবে।

## হতাশ পর্যটকরা

দুরন্তবার্তা,পূর্বস্থলীঃহতাশ পর্যটকরা।দেখা মিলছেনা পরিযায়ী পাখির।মিললেও সংখ্যায় কম।নদী ভরে গেছে কচুরিপানায়।হারাতে বসেছে পূর্বস্থলীর চুপির পাখিরালয়।একই সঙ্গে মরসুমে আর্থিক সমস্যায় নৌকার মাঝিরাও।যদিও প্রশাসনের উদ্যোগে নদীর কচুরিপানা পরিস্কার করা হবে বলে খবর।শীতের শুরুতেই পূর্বস্থলীর চুপির ছাড়ি গঙ্গায় ভিড়। জমায় বিদেশী পাখিরা।ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যায় লেসার হুইসলিং,ব্ল্যাক আইরিশ,লিটল গ্রিব,বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস সহ নানান প্রজাতির পাখিদের।বিগত কয়েক বছর ধরে বিদেশি পাখিদের আবাসস্থল ছাড়ি গঙ্গা ভরে গেছে কচুরিপানায়।ফলে পর্যাপ্ত খাবার পেতে সমস্যায় পাখিরা।এছাড়াও কচুরিপানার কারনে পাখি দেখাতে পর্যটকদের নিয়ে যেতে পারছেনা নৌকা।পাখি দেখতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে পর্যটকদের।অনেক বার মরসুমের শুরুতে মাঝিরা নিজেদের উদ্যোগে কচুরিপানা সাফ করেছে,প্রশাসনও উদ্যোগী হয়েছে,তবুও ছাড়ি গঙ্গায় বেড়ে যায় কচুরিপানা। পর্যটক ও এলাকা বাসীদের আশঙ্কা নদীর কচুরিপানা সাফ না করা হলে আগামীদিনে চুপি থেকেমুখ ফিরিয়ে নিতেপারে পরিযায়ী পাখিরা।

# বাংলার প্রথম বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসু

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃভারতের স্বাধীনতা আঃেদালনের সর্বকনিষ্ঠ মহান বাঙালি বিপ্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসই এক কিংবদন্তী যুব প্রতিভা। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম। তিনি বাংলার প্রথম বীর শহিদ। অগ্নি যুগের অগ্নি শিশু বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান আমাদের মনকে ছুঁয়ে বারে বারে হৃদযকে স্পর্শ করে আবেগে কাঁদায, ভারত মায়ের বীর সন্তান নব যৌবনের প্রতীক একজন তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। ১৮৮৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কাছে হাবিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদিরাম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। ঠিক এক বছর পর তার বাবা কে হারালেন। বড় দিদি অপরুপা দেবী ভাইকে মায়ের যত্ন দিয়ে আগলে রাখলেন। মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের বিচরণ ভূমি। মেদিনীপুরে ক্ষুদিরামের বিপ্লবী জীবনের অভিষেক ঘটে। ক্ষুদিরাম যখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন তখন তার শিক্ষক ছিলেন বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ১৯০২ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রভাবে মেদিনীপুরে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেই সংগঠনের নেতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। ক্ষুদিরাম সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ক্ষুদিরামের স্বপ্ন যেন সফল হল।১৯০২ সালে অরবিন্দ ঘোষ গুপ্ত সমিতির কাজে মেদিনীপুর শহরে এলেন। তিনি তখন সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। ১৯০৩ সালে ভগিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশ্য সভায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বিপ্লবী তরুণ প্রজন্ম তাঁর নিকট প্রেরণা লাভ করল। কিশোর ক্ষুদিরাম এই সমস্ত বিপ্লবী আলোচনা সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। কলকাতায় বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বাংলা কে দুই ভাগে ভাগ করলেন। শুরু হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। ক্ষুদিরাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এক মহান সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। ১৯০৬ সালে মেদিনীপুর জেলখানার সামনে কৃষি ও শিল্প মেলার আয়োজন করা হয়। সেখানে ক্ষুদিরাম সোনার বাংলানামে একটি প্রচারপত্র বিলি করেন। হঠা পুলিশের নজরে পড়েন। বুদ্ধির জোরে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বিপ্লবীদের পরামর্শে তিনি ধরা দিলেন। পুলিশ তার উপর অত্যাণচার শুরু করল। শত অত্যাচারেও তিনি একটি কথাও প্রকাশ করলেন না। অবশেষে আইনজীবিদের সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।তখন মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ড। এই ইংরেজ প্রশাসক ভারতীদের উপর নানা অত্যাচার শুরু করল। মাত্র ১২ বছরের বালক সুশীল সেন কে নির্মমভাবে প্রহার করায় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল। এক গোপন সভায় বিপ্লবীরা ঠিক করলেন অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আর তার দাযিত্ব দেওয়া হল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকির উপর। ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মজফফরপুর পৌঁছালেন।সেদিন ছিল ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল। যে পথে কিংসফোর্ড সাহেব ফিরতেন সেখানে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। তারা ফিটন গাড়ি আসার অপেক্ষায় ছিলেন। একটু পরেই গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়ির দিকে বোমা ছুঁড়লেন। আগুন ধরে গেল ফিটন গাড়িতে। দুইজনেই খুব খুশি। কিন্তু তাদের হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। যে গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েন সেই গাড়িতে সেদিন কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন না । বোমার আঘাতে মিসেস কেনেডি ও তাঁর কন্যা মারা গেলেন। এই সংবাদ শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ক্ষুদিরাম পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। সকাল পর্যন্ত পঁচিশ মাইল হেঁটে ওয়াইনি নামে একটি স্টেশনে পৌঁছান। যখন একটা চায়ের দোকানে তিনি এক গ্লাস জল চেযেছিলেন, তখন তিনি দুজন পুলিশ কনস্টেবল এর মুখোমুখি হন। তাদের সন্দেহ হওয়ার জন্য ক্ষুদিরাম কে আটক করার চেষ্টা করে। ক্ষুদিরাম তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। তখন তার দুটো রিভলভারের একটা পড়ে যায়। অন্য রিভলভারটা দিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলে একজন পুলিশ কনস্টেবল পিছন দিক থেকে ক্ষুদিরাম কে ধরে ফেলে। ক্ষুদিরামকে ধরা পড়তে হল। শুরু হল বিচারের নামে প্রহসন।ঁদিনটা ছিল ১৯০৮ সালের ১১ই আগস্ট। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িযেও ক্ষুদিরাম ছিলেন নির্ভীক। শেষ ইচ্ছে জানতে চাওযা হল। ক্ষুদিরাম হাসলেন। সেই হাসি বড় করুণ। তাঁর শেষ ইচ্ছে--দেশের স্বাধীনতা। আর শেষবারের মতো বললেন--বঃেদ মাতরম। বাংলা কাব্যে, সাহিত্য ও সংগীতে ফাঁসির মঞ্চে আত্ম বলিদান এর মধ্য দিয়ে বাংলার প্রথম বীর শহিদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু অমরত্বের শিলালিপিতে স্বাক্ষর করেন।

# ঘুটিয়ারীশরিফ থেকে উদ্ধার ২ কোটি টাকার হেরোইন,আটক এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ৪ ডিসেম্বর ঃ আবার বারুইপুর পুলিশ জেলার সাফল্য।এবার বারুইপুর পুলিশ জেলার ক্যানিং থানার ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে উদ্ধার ২ কোটি টাকার হেরোইন। এক যুবককে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। কোথা থেকে আনা হয়ে ছিল ওই মাদক? কোথায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল? নেপথ্যে আর কে কে রয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দঃ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারি শরিফ এলাকা থেকে মাদক পাচারের অভিযোগ আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। বহুবার একাধিক অভিযুক্ত ধরা পড়েছে। গোপন সূত্র মারফত সম্প্রতি বারুইপুর জেলা পুলিশের কাছে খবর পৌঁছায় যে ঘুটিয়ারি শরিফ থেকে বড় অঙ্কের মাদক পাচারের ছক রয়েছে একটি পাচার চক্রের। বিষয়টি জানা মাত্রই নিজেদের মতো করে ফাঁদ পাতে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং এর এসডিপিও রামকুমার মন্ডলের নেতৃত্বে ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারি শরিফে হানা দেন পুলিশের বিশেষ টিম। আর সেখান থেকে সন্দেহভাজন এক যুবককে আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই যুবকের নাম আবদুল মোল্লা। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২ কেজি হেরোইন ও নগদ টাকা। উদ্ধার হওয়া হেরোইনের বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি টাকা।পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত যুবক পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের বাসিন্দা। কার সূত্র ধরে ক্যানিংয়ে এল এই যুবক? এই মাদক পাচারের সঙ্গে কার কার যোগ রয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ধৃতকে জেরা করলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলবে বলে আশাবাদী পুলিশ।ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

# জোড়া চুরির হদিস করল নববারাকপুর থানার পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ লক্ষাধিক টাকার সোনার চেন, দুল, আংটি, নেকলেস, গলার লকেট, শাখা পলা বাধানো উদ্ধার সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করল নিউ বারাকপুর থানার পুলিশ। নিউ বারাকপুর পুরসভার অন্তর্গত ১ নং ওয়ার্ডের কিশোর সংঘের কাছে একটি বাড়িতে গত দুর্গাপুজোর সময় বাড়ির সমস্ত লোকজন বাইরের রাজ্যে ঘুরতে গিয়েছিল। সেইসময় ফাঁকা বাড়ি পেয়ে কিছু সোনার জিনিস চুরি হয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে হাবড়া থানার সুদিপ্ত দে (৩৬) এবং বারাসত থানার অলোক রায় .(৫০) নামক দুজনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে চুরি যাওযা. সোনার জিনিস পত্র উদ্ধার করে পুলিশ। অন্যদিকে বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ডঘর শহরপুর এলাকায় আরো একটি ফাকা বাড়িতে ভয়াবহ চুরির ঘটনায় পুলিশ তদন্তে নেমে নিউবারাকপুর থেকে সোমনাথ তালুকদার (৪২)নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে বেশ কিছু সোনার জিনিস পত্র উদ্ধার করে। বুধবার আসামী দের ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে জেল হেফাজতে পাঠান হয় এদিন। পুলিশ সূত্রে খবর উভয় আসামীদের পূর্ববর্তী ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে। এবং আরো ও কোনও চুরি করেছে কিনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

# গ্রামীন রাস্তায় অবাধে বালির ট্রাক্টর চলাচল! রাস্তা অবরোধ গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ গ্রামীন রাস্তায় অবাধে বালির বোঝাই ট্রাক্টর চলাচলে ট্রাক্টরের আওয়াজে নাকাল অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রতিবাদে এদিন ভোরে খড়িবাড়ির সীমান্তবর্তী এলাকা পানিট্যাঙ্কির বাজারুজোতে পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির সামনে রাস্তা অবরোধ করে বালিবোঝাই ট্রাক্টর রুখল গ্রামবাসীরা। পানিট্যাঙ্কি বাজার থেকে দুলালজোত পর্যন্ত রয়েছে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীন সড়ক। অভিযোগ, মেচী নদী থেকে প্রতিনিযত ভোর ৪ থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত বিহার, নক্সালবাড়ির ট্রাক্টর মিলিয়ে প্রায় ২০০টি বালিবোঝাই ট্রাক্টর ছুটেছে , এই রাস্তায় রয়েছে দুইটি বিদ্যালয়। ট্রাক্টরের আওয়াজে মানুষের ঘুম হচ্ছে না তেমনি স্কুল পড়ুয়াদের পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে। রাস্তার অবস্থা বেহাল থাকায় যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি শীতের মরসুমে মেচী নদীতে বালি পাথর তোলায় কুড়োর জল শুকিয়ে যাওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। স্থানীয়দের দাবি , ট্রাক্টরের সংখ্যা কমানো এবং রাস্তাটি দ্রুত সংস্কার করুক প্রশাসন। প্রায় ৫ ঘন্টা ধরে চলে পথ অবরোধ। পরে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। যদিও সমস্যা সমাধান না হলে ট্রাক্টর চলাচল পুরোপুরি বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

# পুলিশকর্তার বদলিতে 'পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব' দেখছেন সুকান্ত

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ ব্যানার্জি পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আর কতটা দৃশ্যমান হবে? বুধবার রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধান-সহ একাধিক পুলিশকর্তাকে বদলির পর সেই বিজ্ঞপ্তি যুক্ত করে মন্তব্য করলেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডলে সুকান্তবাবু লিখেছেন, সম্প্রতি, এটি ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের 'ক্ষমতা কেন্দ্র' স্থানান্তরিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির ধারাবাহিকতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। পুলিশ বাহিনী আগে বিরোধীদের কণ্ঠকে দমন করতে এবং রাজ্যে ব্যাপক দুর্নীতি ঢাকতে নিযন্ত্রিত ছিল 'প্রিন্স অফ ক্যামাক স্ট্রিট'-এর প্রভাবে। যাই হোক, যুবরাজের ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের বদলি করে মুখ্যমন্ত্রী দল ও প্রশাসনের উপর তাঁর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করছেন। সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার প্রধানের বদলির পর মমতা এখন রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধানকেও বদল করলেন।

# বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে বিশেষ টিকিট-চেকিং ড্রাইভ চলছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ দেখা গেছে, মেট্রো রেলের কিছু যাত্রী অননুমোদিতভাবে যাতায়াত শুরু করেছেন। গত এক মাসে, মেট্রো রেলের টিকিট চেকিং স্কোয়াড টিকিটবিহীন ভ্রমণের জন্য ১৭৫ জন যাত্রীকে জরিমানা করেছে। যাত্রীদের যথাযথ ভ্রমণ কর্তৃপক্ষের সাথে ভ্রমণ করার জন্য এবং স্টেশন চত্বর এবং ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই ধরনের অনিয়মিত ভ্রমণ বন্ধ করতে মেট্রো রেলওয়ে ব্যাপক টিকিট চেকিং ড্রাইভ চালু করেছে।

# আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত ভাঙর

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৪ ডিসেম্বর ঃ আবারও তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড় । আরাবুল ইসলাম অনুগামীদের মারধর করার অভিযোগ উঠল শওকত মোল্লা অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙরের হাতিশালা থানার কাঁটাতলা উত্তরপাড়া এলাকায়। অভিযোগ , গত সোমবার আরাবুল ইসলাম দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভাঙ্গড় ২ নম্বর ব্লক অফিসে যায়। আর সেই দিন আরাবুল ইসলামের সাথে তার অনুগামীরা যায় ব্লক অফিসে। আরাবুল ইসলামের সাথে যাওয়ার অপরাধে তার অনুগামীদের বাড়ি ভাঙচুর এবং তার অনুগামীদের মারধর করার অভিযোগ উঠল শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা রাকেশ রায় চৌধুরীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়।

# সুন্দরবনের কুলতলিতে ম্যানগ্রোভ কেটে অবৈধ ভেড়ি নির্মাণ বন্ধ করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৪ ডিসেম্বর ঃ রাজনৈতিক দলের মদতে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল শেষ করার আবার অভিযোগ উঠলো। আর এই ভাবে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল শেষ করার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানালো পরিবেশ প্রেমীরা। সুন্দরবনে এখন নদী তীরবর্তী এলাকায় একাধিক চিংড়ি চাষের ভেড়ি তৈরি করা হয়েছে। আর চিংড়ি চাষের জন্য ভে।রি এলাকা বাড়াতে মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে একাধিক ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগ উঠল বেআইনি ভেড়ি মালিকদের বিরুদ্ধে। সুন্দরবনের কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫ নম্বর গরাণকাটি গ্রামে চলছে এই ভাবে ভেড়ি তৈরির কাজ। মঙ্গলবার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ,শাসক তৃণমূল নেতাদের মদতে এই সব কাজ হচ্ছে। জানা যায়, সু ন্দরবনের মাতলা নদীর চরে আগেই পালান নস্কর নামে এক গ্রামবাসী ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি তৈরি করেন। তারপর সেই ভেড়িটির এলাকা বাড়াতে আধুনিক মেশিন দিয়ে ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ শুরু করেন। সেচ দপ্তরের জমি দখল করে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর থেকে সেখানে ভেড়ির জন্য ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ চলছিল বলে অভিযোগ। কেউ যাতে কিছু টের না পায় তাই ম্যানগ্রোভ কাটার পর তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হতো কাঁদা। আর এই বিষয়টি

জানাজানি হতেই কুলতলির পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে খতিয়ে দেখে কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ,শাসক তৃণমূল নেতাদের মদতেই এই বে- আইনি ভেড়ি মালিকরা ম্যানগ্রোভ কাটছে।স্থানীয় সিপিআইএম নেতা উদয় মণ্ডল বুধবার বলেন, তৃণমূলের মদতে মাতলা নদীর চরের জায়গা দখল করে ম্যানগ্রোভ কেটে ভেড়ি করা হচছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শাহাদাত শেখ বুধবার বলেন, এখন বিরোধীদের কাজ সরকারের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অভিযোগ তোলা। আসলে আমাদের সরকার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সুন্দরবন জুড়ে ম্যানগ্রোভ বসাচ্ছে। কুলতলির গরাণকাটি গ্রামের ভেড়ির বিষয়টা আমাদের নজরে এসেছে। বন দপ্তর ও পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। আইন আইনের কাজ করবে। এতে যদি কেউ দোষী হয় পুলিশ তাঁর ব্যবস্থা নেবে। আমরা সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ বসিয়ে সুন্দরবনকে বাঁচাতে বদ্ধ পরিকর। আর পরিবেশ প্রেমীদের মতে সুন্দরবনের বনাঞ্চল বাঁচাতে এখনই এগুলো বন্ধ হওয়ার দরকার আছে।

# ক্ষেত-মজুরের কাজ করে পঞ্চায়েত প্রধানের দাযিত্ব সামলাচ্ছেন ধনেখালির ববিতা সরেন

মলয় সুর, ধনেখালি, ৪ ডিসেম্বর ঃ ধনেখালি ১ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান তিনি। নাম ববিতা সরেন। রাজ্য যখন পঞ্চায়েতের পদাধিকারীদের একাংশের সম্পত্তি নিয়ে তুমুল চর্চা চলছে, সেখানে ব্যাতিক্রম ববিতা। তার ঘর দেখলে অবাক হবেন সকলে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বসে কথা বলতে হচ্ছিল। ২০১৮ সালে ববিতা উপ প্রধান ছিলেন। ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৬৬৫ ভোটে জেতার পর হযেছেন প্রধান। রাজ্যে সরকার বদল হওয়ার পর এই তরুণী যোগদেন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে । ২০১৮ তে পঞ্চায়েত ভোটে জেতার পর উপপ্রধান নির্বাচিত হন। বিশেষ কারণে তৎকালীন প্রধান শেখ শফিকুল ইসলাম টানা অনুপস্থিত থাকায় ২০১৯ সাল থেকেই অস্থায়ীভাবেই প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন ববিতা। গত বছর পঞ্চায়েত ভোটে জেতার পর পাকাপাকিভাবেই প্রধানের পথ পান। পরপর দুবার ক্ষমতায় থাকলেও সাম্মানিক ভাতা ছাড়া কিছুই নেননি তিনি। বৃষ্টি হলেই তার ভাঙ্গা ঘরের চাল বেয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়লেও নিজের জন্য সরকারি ঘর নেন নি তিনি। ১৫ টি গ্রাম নিয়ে ধনেখালি ১ নম্বর

পঞ্চায়েত । ২৫ হাজার মানুষের বাস। নিজের দু ঃখ ভুলে হাসিমুখে এই মানুষদের পাশে সবসময় পাওয়া যায় তাকে। প্রধান হিসেবে তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারেন গোটা রাজ্যে। ববিতার মা জবা সরেন জন্মের ন মাস পর মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হন। বাবা থেকেও নেই। তবে বাবা ডাকার সুযোগ পাননি তিনি। মা জবা খেতমজুর। মাঠে কাজ করে সংসার চালান তিনি। মামাদের সহযোগিতায় পড়াশোনা ববিতার। ১৯৯৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর ২০০০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এরপর ২০০৭ সালে ধনেখালি কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। প্রথমেই সকালবেলা তিনি চলে যান খেতমজুরের কাজ করতে। বেলা বাড়লে জমির কৃষি কাজ থেকে উঠে এসে বসেন পঞ্চায়েত অফিসে। ববিতা বলেন, আমার মাথা গোঁজার জন্য একটি ঘর আরেকটি চাকরির খুব প্রয়োজন। মা আর আমার জন্য দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলি আমি খুশি। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে অসংখ্য অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমাকে বিবেচিত মনে করে পঞ্চায়েতে দায়িত্বশীল পদে বসানোর জন্য। আমি কোনদিন ভাবতে পারিনি এই পদে বসতে পারব। এরকম ঘটনা নজির বিহীন।

# ৪০ ফুটের খোলা পাতকুয়োয় পড়ে মৃত্যু শিশুর, হাওড়ার নিশ্চিন্দর পূর্ব আনন্দনগরে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রায় ৪০ ফুটের খোলা পাতকুয়োয় পড়ে মৃত্যু হলো এক বছর

তিনেকের শিশুর, হাওড়ার নিশ্চিন্দার পূর্ব আনন্দনগরে উত্তেজনা। অভিযোগ দায়ের না হলেও ঘটনার তদন্তে পুলিশ। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার নিশ্চিন্দার পূর্ব আনন্দনগরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন খেলতে খেলতে হঠাৎই প্রায় ৪০ ফুটের খোলা পাতকুয়োর মধ্যে পড়ে যায় শিশুটি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিশ্চিন্দা থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা ছুটে আসেন। কুয়োয় নেমে তল্লাশি চালানো হয়। পাতকুয়োর জল বের করে পরে দুপুর আড়াইটে নাগাদ শিশুটির নিথর দেহ উদ্ধার হয়। সাঁপুইপাড়া বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবব্রত মণ্ডল বলেন, পঞ্চাযেতের কাজ করার সময় খবর পাই তিন বছরের একটি শিশু খেলতে খেলতে একটা খোলা পাতকুয়োর ভিতর পড়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে পঞ্চায়েতের কাজ বন্ধ করে অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছাই। এর আগেও পাতকুয়োয় পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সবসময় মানুষকে সচেতন করা হয়। কিন্তু মানুষ সচেতন হচ্ছে না। বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের সদস্য বাবলু বণিক বলেন, পাতকুয়োয় নামতে অনেক সমস্যা হয়েছিল। ভিতরে গ্যাস ছিল। জল অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। অবশেষে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তিন বছর বয়সী শিশুটির নাম মানো সিং। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন পাতকুয়োটি খোলা অবস্থায় ছিল তাও তদন্ত করছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় বিকেল পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

# সাঁকরাইলের গোডাউনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ চিনা রসুন বাজেয়াপ্ত করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার সাঁকরাইলের একটি গোডাউনে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ চিনা রসুন বাজেয়াপ্ত করলো পুলিশ। এই ঘটনায় গোডাউনের ম্যানেজারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ চিনা রসুন মজুদ রাখার ঘটনায় ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে হাওড়া সিটি পুলিশ। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়ার সাঁকরাইলের ধুলাগোড়ের ওই গোডাউনে হানা দেয় পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকার নিষিদ্ধ রসুন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম উপেন্দ্র যাদব (৪৫)। তিনি সাঁকরাইলের ধূলাগোড়ের বাসিন্দা। যে গোডাউনে নিষিদ্ধ রসুন রাখা হয়েছিল সেই গোডাউনটি ধুলাগোড়

ট্রাক টার্মিনাল এলাকায়। গোডাউনের মালিকের খোঁজ চলছে। ওই গোডাউনে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন উপেন্দ্র। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার দুপুরে ধুলাগোড় ট্রাক টার্মিনালের কাছে ওই গোডাউনে অভিযান চালায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ২৫৪ ব্যাগ নিষিদ্ধ চিনা রসুন। প্রতিটি ব্যাগে ছিল ১৮ কেজি রসুন। ওই রসুনের বাজার মূল্য ৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। কোথা থেকে এই রসুন এলো বা তা কোথায় পাঠানো হবে তা জানার জন্য পুলিশ ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা এবং এসেনসিয়াল কমোডিটিজ আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে করা হয়েছে।

# সরকারি নির্দেশ মেনে কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হচ্ছে না ধান,উঠল অভিযোগ

এজাজ আহম্মেদ,ভরতপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ ভরতপুর কৃষকদের সাহায্য করতে রাজ্যে চালু আছে কৃষকবন্ধু প্রকল্প। যে প্রকল্পের মাধ্যমে টাকা পান কৃষকরা। কৃষকরা যেন দাম পান এবং মধ্যস্বত্বকারীরা ওই ধান কৃষকদের থেকে অল্প দামে কিনে চড়া দামে বিক্রি করতে না পারে। কালোবাজারি রুখতে এই পদ্যক্ষেপ করেছে তাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার নির্ধারিত নির্দেশ মেনে কেনা হচ্ছে না সহায়ক মূল্যে ধান। তাই বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন চাষিরা। ভরতপুর ১ ব্লকের কিষাণ মাণ্ডির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কৃষকদের অভিযোগ সরকারি ভাবে চাষি প্রতি ৩০ কুইন্টাল করে ধান নেওয়ার কথা জানান হলেও এদিন তা মানা হয়নি। এদিন চাষির পরচা দেখে কতটা পরিমাণ ধান কেনা হবে তা নির্ধারণ করা হয়। ফলে অনেকে মাণ্ডি থেকে ধান ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কোন নোটিশ ছাড়াই প্রশাসন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে চাষিদের দাবি। স্থানীয় কৃষকেরা জানা গিয়েছে, অনলাইনে আবেদন করার পর এদিন সাত সকালেই অনেক চাষি ধান নিয়ে কিষাণ মাণ্ডিতে চলে আসেন। এরপর সকাল ১০টার পর অফিস খুললে চাষিদের ধান বিক্রির স্লিপ বিলি করা হতে থাকে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রোজেক্ট অফিসার চাষিদের জানান, অনলাইন আবেদনে ৩০ কুইন্টাল প্রতি চাষির কাছে ধান কেনার কথা থাকলেও এখানে তা মানা হবে না। এদিন যে চাষি তাঁর জমির রেকর্ড যতটা পরিমাণ দেখাতে পারবেন। সেই চাষির কাছে থেকে সেইমত ধান নেওয়া হবে। অথচ অধিকাংশ চাষি গড়ে ৩০ কুইন্টাল করে ধান নিয়ে মাণ্ডিতে চলে এসেছিলেন। ফলে ক্ষুব্ধ চাষিদের সঙ্গে তর্ক বাধে সংশ্লিষ্ট প্রোজেক্ট অফিসারের। এই খবর ভরতপুর ১ বিডিও দাওয়া শেরপাকে জানান হলে বিডিও কিষাণ মাণ্ডিতে চলে আসেন। তিনি চাষিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে চাষিরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিডিও চাষিদের জানান, চাষির যা জমির পরিমাণ রয়েছে তাতে ৩০ কুইন্টাল ধান হতে পারে না। ৩০ কুইন্টালের থেকে কারও ধান কম হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। যদিও চাষিরা দাবি করেন, অনেকে জমি বন্ধক নিয়েও চাষ করেছেন। আবার এদিন জমির সমস্ত পরচা সঙ্গে আনা হয়নি। এনিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিডিও বলেন, সরকারি নির্দেশ মেনেই এদিন সহায়ক মূল্যে চাষিদের কাছে ধান কেনা হচ্ছে। যদিও স্থানীয় তালগ্রামের চাষি কাশেম সেখ বলেন, অফিসাররা যে যুক্তি দিচ্ছেন তাতে কয়েক কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারছি। বাকি ধান ফের গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে। বিনোদিয়া গ্রামের মুনফা বিবি বলেন, বিডিও সাহেবও কোন কথা শুনছেন না। সরকার প্রতি চাষির কাছে ৩০ কুইন্টাল ধান নেওয়ার কথা বললেও এখানে নেওয়া হল না। অথচ সমস্ত ধানই নিজের জমির। তবে এমন ঘটনা আগে কোনদিন হয়নি। এদিনই প্রথম দেখলাম।

# স্বদেশ চক্রবর্তীর প্রয়াণে হাওড়ার ক্ষতি হলো, বাম নেতার স্মৃতিচারণ করে মন্তব্য মন্ত্রী অরূপ রায়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ স্বদেশ চক্রবর্তীর প্রয়াণে হাওড়ার ক্ষতি হলো, বাম নেতার স্মৃতিচারণ করে মন্তব্য মন্ত্রী অরূপ রায়ের। 'হাওড়ার উন্নয়নে স্বদেশ চক্রবর্তীর বিরাট ভূমিকা ছিল। ওনার মৃত্যুতে হাওড়ার বিরাট ক্ষতি হলো।' এক শোকবার্তায় বলেন তিনি। গত মঙ্গলবার সকালে অরূপবাবু প্রয়াত বিশিষ্ট বাম নেতা স্বদেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বদেশ চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ করেন তিনি। অরূপ বাবু বলেন, 'প্রয়াত স্বদেশ চক্রবর্তী একজন বড় মাপের মানুষ ছিলেন। একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। পাহাড়প্রমাণ ব্যক্তিত্ব ছিল ওনার। উনি কাজও করেছিলেন অস্বীকার কোনও জায়গা নেই। মানুষকে একদিন না একদিন তো চলে যেতেই হয়। ওনার বয়সও হয়েছিল। চোখের সমস্যায় উনি ভুগছিলেন। আমি এর আগে দু'বার ওনার বাড়িতে ওনাকে দেখতে এসেছিলাম। হাওড়ার উন্নয়নে স্বদেশ বাবুর বড় ভূমিকা

ছিল। ওনার প্রয়াণে ক্ষতি হলো। অনেকবার অনেক পরামর্শ উনি আমাকেও দিয়েছিলেন। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরীকেও উনি বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। উনি যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমি কোনওদিন ওনার সঙ্গে দেখা করিনি। এটা আমার প্রিন্সিপাল। কিন্তু পরবর্তীকালে আমি ওনার কাছে এসেছি। ওনার সঙ্গে কথা বলেছি। অনেক আলোচনাও করেছি। মানুষ হিসেবে উনি বড় ভালো মানুষ ছিলেন।' প্রসঙ্গত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য তথা হাওড়া জেলার প্রাক্তন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ ও হাওড়া পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে প্রয়াত হন। মৃত্যকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। স্বদেশবাবুর প্রয়াণে রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মঙ্গলবার প্রয়াত নেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

# সুন্দরবনে আবার বাঘের কামড়ে গুরুতর আহত মৎস্যজীবি কলকাতার হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৪ ডিসেম্বর ঃ সুন্দরবনে বাঘের কামড়ে নিহত ও আহতদের মিছিল অব্যাহত। এবারে সুন্দরবনে বাঘের কাম। থেকে বেঁচে ফেরা এক মৎস্যজীবি বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঁঞ্জা লড়ছে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েবাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঁঞ্জা লড়ছেন সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠ বৈকুন্ঠপুর পঞ্চায়েতের নগেনাবাদের মৎস্যজীবী শুকদেব সাঁপুই (৫৪)।গত ২৯ শে নভেম্বর চারজন সঙ্গী মনোরঞ্জন সাঁপুই, বিশ্বজি মন্ডল,গনেশ মিদ্যা ও শুকদেব সাঁপুই মাছ ও কাঁকড়া ধরতে যায়।সুন্দরবনের ঠাকুরান নদীর পার্শেমারী জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরার সময় জঙ্গল থেকে বাঘ বেরিয়ে এসে পিছন থেকে শুকদেব সাঁপুই এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তৎক্ষনা তাঁর পাশে থাকা সঙ্গীরা চিকার করতে থাকেও হাতে থাকা নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘকে সামনে থেকে আক্রমন করলে বাঘ শুকদেবকে ছেড়ে জঙ্গলের ভেতর চলে যায়। তাঁর পর শুকদেবের সঙ্গীরা তাকে নিয়ে তাদের গ্রামে চলে আসে এবং প্রথমেই স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসা করার পরে স্থানীয় চিকিৎসক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে বলেন। আর তাঁর পরে বুধবার সকালে প্রথমে কলকাতার মেডিকেল কলেজে পরে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসা চলছে। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বুধবার সন্ধ্যায় তাঁর শরীরে অস্ত্রপ্রশার করেন চিকিৎসকেরা। শুকদেবের পরিবারে স্ত্রী, এক কন্যা ও দুই জন নাবালক ছেলে আছে। বিকল্প কর্মসংস্থান না পেয়ে সুন্দরবনের বহু মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজে যায়। তাছাড়া এখানে

থাকা বাকি মৎস্যজীবীরা পেটের টানে সুন্দরবনের জঙ্গলে যায়,মাছ ও কাঁকড়া সংগ্রহ করতে। আর বারে বারে বাঘের আক্রমণের শিকার হয়। একপরিসংখ্যান থেকে জানা গেল, সুন্দরবনে এইবছরের প্রথম থেকে এখনো পর্যন্ত ১৭ জন মৎস্যজীবী বাঘে ও কুমির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। নিহতের সংখ্যা ১০ জন। সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত দের পাশে থেকে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। সেই সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বুধবার বলেন,গত বছর ৩ রা অক্টোবর কুলতলির শান্তিবালা দেবী বনাম রাজ্য সরকারের মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য রায় দিয়েছেন, বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলে ক্ষতি পূরনের ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সময় কোর না বাফার কোথায় মৃত্যু হয়েছে এ সব দেখার দরকার নেই। বাঘের আক্রমণ হলেই মৃতকে ৫ লক্ষ টাকা ও আহত হলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন দিতে হবে। সঙ্গে পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি দেওয়ারও সার্কুলার আছে রাজ্য সরকারের। এই বছরের একজন ও বনদপ্তরের সহযোগিতায় কোনো সাহায্য পায়নি বা পায়নি ক্ষতিপূরন। তিনজন ক্ষতি পূরন পেয়েছেন তাও আদালতের দারস্থ হয়ে। গত ৩ রা জুলাই কুলতলির মৎস্যজীবী হরিপদ দাস এখনও কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, হাতির আক্রমনে মৃত্যু হলে বা বাইসনের আক্রমনে মৃত্যু হলে বনদপ্তর ৭ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়। কিন্তু বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ দেয় না। নির্দিষ্ট সার্কুলার ও আদালতের আদেশ থাকা সত্বেও প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে হাইকোর্টে গিয়ে মামলা লড়ে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়। বছরের পর বছর এরকমই চলছে। সুন্দরবনের মানুষের প্রতি এ এক অদ্ভুত অমানবিক আচরণ। বনদপ্তরের এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধেআমাদের সংগঠন দীর্ঘ দিন ধরে লড়ছে, আদালতে এবং রাস্তায়। আমাদের দাবী বাঘের আক্রমণে আহত বা নিহত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া বাঘের আক্রমণে গুরুতর আহত শুকদেব সাঁপুই এর সরকারি চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করতে হবে। চিকিৎসা পরিষেবা চলাকালীন সংসারের জন্য অর্থিক সাহায্য করতে হবে। বাঘের আক্রমণে মৃত্যু মিছিল বন্ধ করে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

# পানীয় জলের অপচয় নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য

পানীয় জলের অপচয় এবং অপব্যবহার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিধানসভায় আজ বিভাগীয় মন্ত্রী পুলক রায় জানিয়েছেন, পানীয় জলের বেআইনি ব্যবহার নিয়ে ইতিমধ্যে ৪০০র বেশি এফআইআর করা হয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ জানানোর জন্য দুটি ফোন নম্বরও দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার প্রশ্ন উত্তর পর্বে তিনি জানান জল অপচয় বন্ধ করতে সরকার সচেষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রতিনিয়ত এবিষয়ে নজর রাখছেন। অনেকে পানীয় জলকে ব্যাবসায়ীক কাজে ব্যাবহার করে অপচয় করছে। তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান আজ সকাল পর্যন্ত এধরণের ২০,০০০ অভিযোগ জমা পড়েছে। ১৯৯৬২ টা জায়গায় ৪০৭ টা এফ আই আর করা হয়েছে। জল অপচয় নিয়ে অভিযোগ জানাতে দুটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করার কথাও তিনি জানিয়েছেন ৮৯০২০৫২২২২২ এবং ৮৯০২০৬৬৬৬৬.

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
**দুরন্ত বার্তা**
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

# অগ্নিযুগে বিপ্লবী পত্রপত্রিকায় ইংরেজ নিষেধাজ্ঞা

## ভারতের ওপরে পশ্চিমী কূটনৈতিক চাপ

**সম্পাদকীয়**

ভারতের ওপরে পশ্চিমী চাপ যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী টুড্রো ভারতেরর বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। খলিস্তানপন্থী নিজ্জরের নিহত হওয়ার ঘটনাটাকে ভারতের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি। ভারত থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে কানাডার মাটতে বসে ভারত বিরোধিতা আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছ খলিস্তানপন্থীরা। তাদের সঙ্গে যোগ রয়েছে পাকিস্তানে র আইএসআই গুপ্তচর সংস্থার। এদিকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে নিজ্জর একজন কানাডার নাগরিক। তাঁকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা হত্যা করেছে সেই প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্তে সেই প্রমাণ কানাডা সরকার দেখ াতে পারেনি। কানাডার পরে ইজরায়েল যুদ্ধে ভারত ইডরায়েলের পক্ষ নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলতেই মধ্য প্রাচ্যের ইসলামিক দেশগুলি ভারতের সিদ্ধান্তে একেবারে খুশি নয়। ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, তুরস্ক সবাই কিন্তু পাকিস্তানের পাশে উপস্থিত। পাকিস্তান জঙ্গিদের নিয়ে একটি কথা বলছে না তারা। এমনকী হামাস নিয়ে তারা কোনও কথা বলতে নারাজ। উল্টে তারা হামাসকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইজরায়েলকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সমর্থন করে ভারত বিবৃতি দিতে শুরু করলে প্যালেস্টাইন সমর্থকেরা ভারতের বিভিন্ন দূতাবাসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কাতার এদিকে ভারতের আটজন প্রাক্তন নৌ অফিসারকে ইজরায়েলের হয়ে গুপচতর বৃত্তি করার দায়ে ফাঁসির সাজা দিলেও ভারত সেই সব নৌ বাহিনীর প্রাক্তন অফিসারদের মুক্তি করে নিয়ে এসেছে এ্ং কাতারের সঙ্গে ভারত ব্যবসা বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করেছে।। আসলে ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতেই ইসলামিক দেশগুলি ভারতকে জব্দ করার কৌশল নিতে শুরু করেছে। এদিকে পশ্চিমী দেশগুলি ভারতের ওপরে চাপ দিচ্ছে তার কারণ ভারত যেন রাশিয়ার লবি থেকে বের হয়ে এসে পশ্চিমী দেশগুলিকে সমর্থন করে। ভারতের নিরপেক্ষতাকে তারা সুবিধাবাদী নীতি বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতের ওপরে পশ্চিমী চাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। রাশিয়াকে জব্দ করতে তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমেরিকা। এখন বহু দেশকে বাধ্য করছে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল না কিনতে। জাপান যদিও রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনে না। কিন্তু তবুও জাপান কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধকে সমর্থন করছে না। জাপান এবং ভারত চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যেভাবে গোঁ ধরে বসে রয়েছে তাতে ইউক্রেন যুদ্ধ সহজে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। ইউক্রেন যুদ্ধ চলতেই থাকবে। পাশাপাশি ইজরায়েল যুদ্ধ চলতে থাকবে। তার ফলে এখ ন বিশ্বে দটো যুদ্ধ ফ্রন্ট তৈরি হয়ে গেল। ওদিকে আর একটি যুদ্ধের ফ্রণ্ট খুলতে চেষ্টা করছে যুদ্ধবাজরা। তার ক্ষেত্র প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের সীমান্তকে উপলক্ষ্য করে চিনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে দক্ষিণ এশিয়াতে যদি একটি যুদ্ধ ফ্রন্ট সৃষ্টি করা যায় তাহলে যুদ্ধ বাজদের বাজার গরম হয়ে উঠবে এবং কোটি কোটি ডলার আয় হতে থাকবে। বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। এসেছে তদারকি সরকার মহম্মদ ইউনূস সরকার। তবে এটা জানতে পারা গিয়েছে যে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনূসের হাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বেশ অস্থির। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইউনূস একন কাঠের পুতুল মাত্র। আওয়ামি লিগ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা যা মনে করছে তাই করতে শুরু করে দিয়েছে। বিএনপি এবং জামায়েতে ইসলামী নেতা এবং সমর্থকেরা একন বাংলাদেশকে ইসলামি দেশে পরিণত করার চেষ্টা করছে। বিপন্ন সেখানকার হিন্দু বাঙালিরা। তারা এখন সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হতে শুরু করেছে। ফলে ভারতের ওপরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে আমেরিকাসহ ইউরোপের দেশগুলি ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। জার্মান সরকার ইউক্রেনকে বুলেট সরবরাহ করতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটেন ইউক্রেনকে সেনা এবং অস্ত্র দুই দিয়ে সহযোগিতা করছে। ভারতের সবচেয়ে বেশি ভয় হচ্ছে চিনকে। যদিও চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নতি হতে শুরু করেছে। রাশিয়া ভারত চিন মৈত্রী সেতু করছে। সীমান্ত বিবাদ মিটিয়ে চিন ভারত একই টেবিলে বৈঠক করুক এটা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন চান। তবে চিন তার আগ্রাসী নীতি ত্যাগ করছে না। চিনের চেয়ারম্যান ভারত সফর করলেও চিন পরিস্কার করে বলে দিয়েছে তারা তাদের স্বার্থের দিতে তাকিয়ে কাজ করবে। সেখানে কোনও রকম আপোষ করা হবে না।

## অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

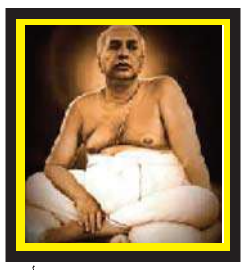

অনুকূল ঠাকুর বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। সৎ সাহস থাকা দরকার। সৎ সাহস থাকতে ভালো কাজ করা যায়। সৎ সাহস থাকলে শক্তি অর্জন করা যায়। মায়ের কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

## রামকৃষ্ণদেব কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে পারবে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্ববাসীকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ।

## প্রায় দেড়বৎসর কাল নিরুদ্রপে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা চলেছিল

**রবীন্দ্রকুমার শীল**

প্রায় দেড়বৎসর কাল নিরুদ্রপে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা চলেছিল। এক পরে খোলাখুলি সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচার শুরু হলে পুলিশ ও ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল এবং তাদের টনক নড়ে উঠল। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে মেহচন্দ্র কানুগো তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে ফরাসী দেশে চলে যান বোমা তৈরি প্রণালী শেখবার জন্য। হেমচন্দ্র ছিলেন মেদিনীপুর শাখার কর্মী। মানিকতলা ছিল প্রধান যুগান্তর কেন্দ্র। কিন্তু প্রথমে বোমা প্রস্তুত এখানে হতো না। বোমা তৈরির প্রথম চেষ্টা হয়েছিল দেওঘরের রোহিণীতে। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং চেষ্টা করতে গিয়ে রংপুরের ঈশান চক্রবর্তীর পুত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী মারা যান। প্রফুল্লর মৃত্যুর পরে কলকাতায় এসে বোমা তৈরির কাজ শুরু হয়। ঢাকুরিয়ার জীর্ণ একতলার ছোট বাড়িতে চেষ্টা হয়েছিল বেশ কয়েকদিন। বাড়িটির স্থান কোথায় ছিল এবং কার বাড়ি ছিল তা অবশ্য জানা যায়নি। বিপ্লবীদের আড্ডা বসত দেবব্রতের বাড়িতে, কখনও বা টাউন স্কুলে আবার কখন বা গঙ্গার ঘাটে। তখন অরবিন্দ থাকতেন রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে। প্রয়োজন হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। বছরে একবার সম্মেলন কর্মীদের সম্মেলন হতো। তাতে প্রেসিডেন্ট হতেন পি মিত্র। সেখানে অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমার উপস্থিত থাকতেন। যুগান্তর লেখকদের মধ্যে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার, ভূপেন্দ্রনাথ এবং দেবব্রত। অরবিন্দও মাঝে মধ্যে লিখতেন। তিনি আবার ভালো বাংলা লিখতে পারতেন না। ১৯০৭ সালে ১১ এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম ছিল -‘ এসো অরাজকতা’ তাতে লেখা ছিল-‘অরাজকতা সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি,- ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব’। (বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্তরে খোলাখুলি প্রচার করা হতো। দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করতে হবে। ১৯০৬ সালে ২৬ আগস্ট সংখ্যায় লেখেন দেবব্রত বসু তাঁর যোগাক্ষ্যাপার পত্রে-‘‘ বিপ্লবের জন্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ সহজে করা যায় এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে বিস্ফোরণ তৈরি করা সম্ভব।’’ ( বরীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯৩)। যুগান্ত্ত ন্তরে বারীন্দ্রকুমার লিখতেন-‘ বর্তমান রণনীতি’। মাল মসলা সংগ্রহ করতেন, ক্যামনের ‘রুশ-জাপান যুদ্ধ’ বই থেকে। পরে এটা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৭ সালে যুগান্তর পত্রিকার ওপরে ইংরেজ সরকারের আঘাত এসে পড়ল। ১৯০৭ সালের ৭ জুন সতর্ক বার্তা দেওয়া হল যুগান্তর পত্রিকাকে। কারণ ২ জুন ১৯০৭ সালের সংখ্যায় সরকার বিরোধী লেখার প্রকাশ করা হয়েছিল। ভুপেন্দ্রের ডাক পড়ল লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর পূর্ণ চন্দ্র লাহিড়ীর কাছ থেকে। ১২৪ এ ভারতীয় পেনাল কোড’এ দুটো প্রকাশিত প্রবন্ধকে ঘিরে মামলা শুরু হল। একটি হচ্ছে ‘ভয়-ভাঙ’ এবং আর একটি হচ্ছে ‘লাঠিশক্তি’ যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ জুন ১৯০৭ সালে। সেই সময়ে মুখ্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ডি এইচ কিংসফোর্ড। ভূপেন্দ্রনাথ সব প্রবন্ধ প্রকাশের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে দোষ স্বীকার করলেন। ফলে ২৪ জুলাই ১৯০৭ সালে তাঁর এক বছর জেল হয়। ভূপেন্দ্রনাথের সাহসিকতার প্রশংসা করে ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকায় অরবিন্দ একটি প্রবন্ধ লিখলেন তার নাম হচ্ছে ‘‘One more for the Alte ’’। সেখানে তিনি লিখলেন-éòTo meet persecution with indifference, to take punishment quietly as a matter of course, with erect head and undimmed eyes, this is the sprit in which we must conquer, (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History

কেহোড়
কেশরঞ্জন
যুগান্তর
JUGANTAR
নাই, নাই, সে পথিক নাই—
রাজঘাটে যমুনার তীরে বীর সন্তানের মরদেহ ভস্মীভূত
বিদায় বাপু

of The Indian Indepenedence Movement, Page-25) ’’ ৯ আগস্ট ১৯০৭ সালে কলেজ স্কেয়ারে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছিল। সেখানে বেশ কিছু মহিলা অংশ গ্রহণ করে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী যিনি ৬১, হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধি রোড) বসবাস করতেন। যোগ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী, লীলাবতী দেবী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন। চিকিৎসক প্রাণ কৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সভায় পত্রপাঠ করেছিলেন যা লিখে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর পুত্রের সম্মানে। কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন যে কবিতা লিখেছিলেন আনন্দ মোহন বসুর স্ত্রী স্বর্ণপ্রভা দেবী। সভায় ভূপেন্দ্রনাথের মায়ের হাতে একটি প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটাই হচ্ছে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বতঃস্ফূর্ত মহিলাদের প্রতিবাদ সভা।

আদালতে বিচারের সময় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন-‘এই বিদেশী সরকারের আদালতকে আমি স্বীকার করি না।

I have done what I thought to be duty to my country-you may mete out any punishment you like. I shall bear it cheerfullyóó (বিপ্লবী যুগান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। পৃষ্টা-৪৫)।

১৯০৭ সালে ৮ জুন আবার ইংরেজ সরকার সতর্ক বার্তা পাঠালো ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকাকে। ৩০ জুলাই গোয়েন্দা বিভাগের সুপারিটেন্ডেট মিস্টার ইলিস ১২, নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়াবের (রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি) ২-১ ক্রীক রো সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে উপস্থিত হয়ে ঘর তল্লাশির কাজ শুরু করলেন। সেখান থেকে কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিল পুলিশ শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে। ১৬ আগস্ট ১৯০৭ সালে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আবার কিছু অফিসার এসে উপস্থিত হল। তারা হেমচন্দ্র বাগচীকে গ্রেফতার নোটিশ দিয়ে বলেন, অরবিন্দকে গ্রেফতার করতে এসেছেন। অপরাধ, অরবিন্দ বন্দেমাতরম পত্রিকায় ‘‘Politics for the Indians’’ ২৭ জুন শহর সংস্করণে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করা হয় ২৬ জুলাই। সিদ্ধান্ত হয় অরবিন্দ ধরা দেবেন। তাঁকে পদ্মপুকুর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেই সময়ে ‘সঞ্জীবনী’র কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং হেমেন্দ্র মোহন বোস অরবিন্দের হয়ে জামিন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আদালত তা অগ্রাহ্য করলো। পরে বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বোস এবং নীরোদচন্দ্র মল্লিক রাজা (সুবোধ মল্লিকের কাকা) অরবিন্দকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ কালে অরবিন্দ মুক্ত হন। ‘‘Police, in course of their search, could not found any documentary evidence against Aurobindo. But there was a press copy of a reply to a letter in the file Bande Mataram office stating that “ after the return of our Editor Aurobindo Ghose, who is now out of Calcutta, we shall reply to your letter” finding the same, Charu Chandra and Subodh Mallik brought it out from the file and burnt it. As such there was no positive proof that Aurobindo was the editor of the paper. In his judgement dated September 23, 1907 Mr. Kingsford stated, “ the inference I draw is that the evidence is inconclusive. I find in it nothing which is materially inconsistent with the theory that Arabinda is a mere member of the Ediotrial staff and that he is without responsibility for and without cognizance of the articles charged (Alipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-26).” সেই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অরবিন্দকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন - ‘অরবিন্দের লহ প্রণাম’। কবিগুরু স্বয়ং সুবোধ মল্লিকের বাড়ি ১২ নম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখ ানে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ, মনমোহন ঘোষ (অরবিন্দের বড় ভাই), রাজা সুবোধ মল্লিক, নিরোধ মল্লিক এবং চারু চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সবাই কবিকে সাদরে গ্রহণ করেন। কবি অরবিন্দকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাত চাপড়ে দিলেন এবং হেসে বললেন, -‘‘you noble minded! Did you play false with meóó অরবিন্দ তার উত্তরে বলেছিলেন-‘‘Not for longóó সেই সময় কবি সকলের সঙ্গে আলোচনা করা কালে চারুচন্দ্র বলেন-‘‘We did not allow him to go to jail. We have burnt one or two important papers. This is only the beginning. Your poem will not go in vainóó. SAlipur Conspiracy Case An Outline of the Sensational Trial in The History of The Indian Indepenedence Movement, Page-27Vবিপিনচন্দ্র পাল ওই মামলায় অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাঁর ছয় মাস সাজা হয়েছিল ( ১৯-৯-১৯০৭)। পরে ‘বন্দেমাতরম’ ইংরেজ পুলিশ ম্যানেজিং বিভাগের কর্তা হেমেন্দ্রনাথ বাগচী এবং মুদ্রক অপূর্ব কৃষ্ণ বোসকে গ্রেফতার করে ১২৪এ ভারতীয় পেনাল কোড অনুযায়ী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য। তাঁদের তিন মাস করে জেল হয়।

## চিনকে রুখতে ভারত জাপান মৈত্রী

**অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়**

জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাপান ভারত মৈত্রী অটুট থাকবে। শিনজো আবে ভারত সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাকে বাস্তবে পূরণ করা দেওয়া হবে। তার ফলে চিন বেশ খানিকটা ক্ষুব্ধ। চিন চাইছে এশিয়াতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে। কিন্তু কোয়াড বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে চিন এখন বিকস গোষ্ঠী করার চেষ্টা করছে। বিকস গোষ্ঠীতে রাশিয়া থেকে শুরু করে ইরাককে রাখা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে চিন। কিন্তু ভারত তাতে থাকতে রাজি হচ্ছে না। চিনকে পরিস্কার করে বলে দিয়েছে সীমান্ত সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে। চিন এখন ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে আগ্রহী। কিন্তু অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিন কোনও কথা বলতে আগ্রহী নয়। অরুণাচল প্রদেসের ওপরে চিনের নজর রয়েছে। চিন কিন্তু সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী হলেও ভারত সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। অতীতে চিন ভারত আক্রমণ করেছিল। ভারতের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়। তিব্বতকে কেড়ে নেয় চিন। একন পর্যন্ত চিন কৈলাস ও মানসসরোবর ওপরে অধিকার কায়েম করে রেখেছে। এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে চিন সরকার বন্ধুত্বে বজায় রাখতে শুরু করেছে। কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করতে ভারত প্রতিবাদ করেছিল। চিন সেই কথায় কোনও রকম কর্ণপাত না করে আর্থিক করিডর তৈরি করেছে এবং সেখানে চিনা সেনা মোতায়েন করেছে। চিনের সেনার গাড়ি সেখানে রাখা হয়েছে

নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। ভারত সরকার থেকে চিন সরকারকে বলে দেওয়া হয়েছিল আর্থিক করিডর অঞ্চলটি ভারতের অংশ। পাকিস্তান ইচ্ছাকৃতভাবে কাশ্মীর দখল করে রেখে দিয়েছে। পাক কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে। নাহলে কিন্তু ভারতকে এ ব্যাপারে আগামি দিনে ভাবতে হবে। কীভাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর পাকিস্তানের কাছ থেকে ফেরত নেওয়া যায় তা নিয়ে বহু বার সেনা কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সেনা কর্তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে বারবার পাকিস্তানের কাছে আবেদন রাখতে হবে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত দেওয়ার জন্য। প্রয়োজন হলে চিন, রাশিয়া এবং আমেরিকার সঙ্গে কথা বলতে হবে। এমনকী পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের সঙ্গে ভারত সরকার কথা বলতে পারে। এদিকে নয়া পাকিস্তান সরকারের বিদেশ মন্ত্রী বলতে শুরু করে দিয়েছেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে ভারত পাকিস্তানের বৈঠকের প্রয়োজন রয়েছে। আগামি দিনে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত দেওয়া নিয়ে কথা বলতে পারে। তাছাড়া আর কোনও বিষয় নিয়ে কাশ্মীরের ব্যাপারে কথা বলতে ভারত ইচ্ছুক একেবারে নয় সেটা পরিস্কার করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে বহু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। এবারে ভারত দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে আগামি দিনে কাশ্মীর ভারতকে ফেরত দিতে হবে । নাহলে অন্য কথা ভাববে ভারত সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান এখন ভারতকে ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। যদি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয় তাহলে পাকিস্তানের অর্থনীতিতে একেবারে ধস নামতে শুরু করবে। সেই কারণে পাকিস্তান এখন যুদ্ধ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে ভারতের ওপরে সবচেয়ে বেশি চাপ আসতে শুরু করেছে। এদিকে ইসরায়েল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্মত্রী নেতানিয়াহুর বন্ধুত্ব রয়েছে। ফলে ইসলামিক দেশগুলি ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করলেও জাপান ভারতের পাশে রয়েছে সেটা পরিস্কার করে দিয়েছে জাপ প্রধানমন্ত্রী।

## অরাজনৈতিক আন্দোলনই রাজনৈতিক সাফল্য দিল তৃণমূলকে

**শুভঙ্কর দাস ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনীতি নাগরিক জীবনের ওপর সর্বাধিক বেশি প্রভাব ফেলে। রাজনীতিবিদদের নেওয়া নীতির ওপর নির্ভর করে সাধারণের জীবনযাপন। ফলে রাজনীতির প্রবাহমানতার থেকে দূরে সরে থাকা আদতে গণতন্ত্রবিরোধী। এতে বহুদলীয় থেকে আরো বেশি একদলীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে সমাজ এগিয়ে যায়। গণতন্ত্রের পরিধি সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি বিধানসভা কেঃ দ্রর উপনির্বাচনের ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে অরাজনৈতিক মনোভাব সমাজে বৃদ্ধি পেলে বিরোধী দলের পরিধি শেষ হয়ে যায়। আর জি কর কাণ্ডে সান্ধ্য ভ্রমণের মতো করে হেঁটে আর সংবাদমাধ্যমের বুমের কাছে বাইট দিয়ে আগেই ঘোষণা করে দেওয়া যে এটা অরাজনৈতিক মিছিল, এখানে কোনোভাবেই রাজনীতি ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে আদতে শাসকদলেরই হাত শক্ত করা হয়েছে। আন্দোলনের মঞ্চে বামপন্থী নেতারা নীরবে বিচরণ করলেও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। এমন কি আর জি কর কাণ্ডে বিজেপির যাবতীয় কর্মসূচীকে তৃণমূল থেকে বেশি কটাক্ষ করেছে অরাজনৈতিক আন্দোলনের মাথারা। যাদবপুরের ৮বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে খঞ্জনি বাজিয়ে নেচে গেয়ে হয়তো সাময়িক জনপ্রিয়তা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই রাজনৈতিক ঐক্যমত গড়ে তোলা যায় না। সে ক্ষেত্রে দরকার রাজনীতির মঞ্চ। কিন্তু সেই মঞ্চকেই বঞ্চিত করে রাত দখল হয়েছে। মরা গাঙে জোয়ার আসবে এই আশায় বামেরাও অরাজনৈতিক আন্দোলনকে মেনে নেয়। ফলে যে আন্দোলন সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাইয়ের মতো সর্বাত্মক গণ আন্দোলন হতে পারত। সেটা শেষে হয়ে উঠল স্রেফ চিকিৎসকদের দাবি দাওয়ার মঞ্চ। অলিগলি থেকে রাজপথ দাপিয়ে গণ কণ্ঠ হয়ে ওঠার কথা ছিল যে আন্দোলনের সেটা হয়ে দাড়াল নিছক হল ঘর মুখো কনভেনশন। উপনির্বাচনে ব্যর্থতা বঙ্গ বিজেপি ওপর চাপানোর আগে সমাজের উচিত নিজেদেরকে প্রশ্ন করা। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আবহে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে

জেলা সমিতিগুলোতে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। এমন কি দুটি জেলা পরিষদও দখল করেছিল ঘাস-ফুল। তৎকালীন শাসক জোট বামফ্রন্টের কাছে বার্তাটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল জনগণ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘাটলে দেখা যাবে যে ১৯৫৬ সালে মেঘনাদ সাহার অকাল প্রয়াণের ফলে ফাঁকা হয়ে যায় কলকাতার উত্তর - পূর্ব লোকসভা কেন্দ্র। বিহার রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে মিশিয়ে দিয়ে পূর্ব প্রদেশ গড়ার কংগ্রেসী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায় আম জনতা। সেই আবহেই হয় উপনির্বাচন। সেই নির্বাচনই হয়ে উঠেছিল জনমতের মঞ্চ। একটা জাতি সেদিন রাজনীতির প্রতি আস্থা রেখে বাম প্রার্থী মোহিত মৈত্রকে জয়যুক্ত করেছিল। বার্তাটা ছিল স্পষ্ট। বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে মিশিয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ নেওয়া থেকে পিছিয়ে আসেন তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। আসলে সেই সময় অরাজনৈতিক আন্দোলন নামক ভণ্ডামি ছিল না। আজকের সময় দাড়িয়ে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহারে যখন বহুদলীয় রাজনীতি বিদ্যমান সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ এক দলীয় রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। জেডিইউ, বিজেপি, আরজেডি,কংগ্রেস, এলজেপি এমনকি সিপিআইএমএলও বিহারের রাজনৈতিক মঞ্চ আলো করে থাকে। আসলে অরাজনৈতিক হলে একটা সুবিধা থেকে যায় সেটা হল খুব সহজেই শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে সুবিধাভোগী হওয়া যায়। অর্থাৎ মিছিলের নামে সান্ধ্য ভ্রমণে হেঁটে কয়েকটি ইউটিউব চ্যানেলে পুরুষতন্ত্রকে গালি দিলেই চটজলদি জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। আর সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা যায়। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন করা যায় না। কারণ সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে রাজনীতি। অন্যদিকে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটে দোস্তি আর পশ্চিমবঙ্গে এসে টিভি চ্যানেলে বসে কুস্তি করাটা মোটেও ভাল চোখে দেখেনি জনগণ। ফলে সিপিএম ও কংগ্রেসের ভরাডুবি অব্যাহত। রাজনীতির রণকৌশল আর আশি ও নব্বই দশকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সে সময় পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে লোক দেখানো বিরোধিতা অন্যদিকে কেন্দ্রে বিজেপিকে রুখতে বন্ধুত্ব করে জনগণকে বোকা বানানোর দিন শেষ। তৃণমূলের প্রতি সর্বস্তরের বিরোধিতা যদি সিপিএম ও কংগ্রেস না করতে পারে তবে এদের অবস্থা এসইউসিআই মতোই হবে।

# বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ বর্ধমানে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নিরীহ মানুষদের উপর কট্টোর মৌলবাদীদের উপর যে আক্রমন গত ৫ মাস ধরে চলছে এবং ইস্কনের সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে বর্ধমান শহরের কার্জন গেট সংলগ্ন ম্যান্ডেলা পার্কের সামনে বুধবার এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের সদস্যরা। এদিন পতঞ্জলি যোগ পিঠের যোগাচার্য্য স্বামী সন্তুদাস মহারাজ ক্ষোভের সাথে জানান, যাদের বেঁচে থাকার জন্য ভূ-খন্ড দিয়েছি আর সেখানে গত আগস্ট মাস থেকে বেছে বেছে হিন্দু জনতা, হিন্দু নর নারী এবং সেখানে সাধু-সন্তদের উপর হত্যা, লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারীর মতো ঘটনা ঘটছে। মন্দির ভাঙা মূর্তি ভাঙা এই সমস্ত চলছে বাংলাদেশে। এদিন তিনি হুঁশিয়ারি দেন অবিলম্বে যদি হিন্দুদের উপর আক্রমন বন্ধ না হয়, তাহলে এর চরম ফল পাবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মৌলবাদী উম্মাদরা। ভারত সরকার সমস্ত বিষয়ের উপর নজর রাখছে, ৩৫ হাজার সেনা সীমান্তে অতিরিক্ত মোতায়েন করা হয়েছে। যে জঙ্গি দেশের পথে বাংলাদেশ যাচ্ছে তার মাসুল তাদের গুনতেই হবে বলে এদিন হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

অপরদিকে বিশ্বহিন্দু পরিষদের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক চন্দন কাইতি জানান, যতদিন না হিন্দুদের উপর আক্রমন বাংলাদেশে বন্ধ করা হচ্ছে ততদিন তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। এমন কি বিশ্বহিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে ভারত সরকারকে বাংলাদেশের হিন্দু নিধনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে দাবী করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালাচ্ছে মুসলিম উগ্রবাদীরা, যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া নেপাল সহ একাধিক দেশও। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সংগঠনগুলি এবার সরব হতে শুরু করেছে।

# সারা দেশে আঠাশটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইডির হানা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ সারা দেশে আঠাশটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইডির হানায় চাঞ্চল্য। কাকতালীয় ভাবে বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এন আর আই স্টুডেন্টদের বিষয়ে হালহদিশ চললেও, জানা গেছে, আদালতে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বোলপুর, পশ্চিম বর্ধমান, কলকাতা সহ ইডি রাজ্যের আটটি প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে তদন্ত চালায়। একই সঙ্গে সারা দেশের কুড়িটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তদন্ত চালায় ইডি। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পীট বলেন, এমবিবিএস এর ভর্তির পুরো প্রক্রিয়াটা ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের নিয়ম অনুসারে এবং তাদেরও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ নজরদারি ও তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়। তাই ভর্তির বিষয়ে কোনো অনিয়মের সুযোগ থাকা সম্ভব নয়। অনাবাসী ভারতীয়রা যেন মেডিকেল পড়ার সুযোগ পান, যার জন্য রাজ্যে NRI কোটা আছে। তবে ২০২১ সাল থেকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কোন NRI ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়নি বা তারা ভর্তি করতে পারিনি। নিয়ম অনুসারে NRI কোটাতে কেউ ভর্তি না হলে, প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি গ্রহণ করে ওই সিটগুলোতে জেনারেল ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা যায়। সেভাবেই আমাদের কলেজে ছাত্র ভর্তি হয়। তাই কেন্দ্রীয় তদন্তের কোন প্রভাব শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি। পাশাপাশি, এমবিবিএস কোর্সে ভর্তিতে ম্যানেজমেন্ট কোটা বলে কোন কোটা নেই। সমস্ত ভর্তি প্রক্রিয়াটাই হয় ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিল বা স্বাস্থ্য দপ্তরের allot-ment letter এর উপর ভিত্তি করেই। তাদের এই allotment letter ছাড়া কাউকে ভর্তি করে নি বলে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। তাছাড়া ম্যানেজমেন্ট কোটা বলে কিছু নেই। প্রতি বছর সরকারি নিয়ম মেনে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীকে এমবিবিএস এ ভর্তি করতে হয়। যেটা স্টেট কোটা নামে পরিচিত।

# সাঁকো ভাঙা! সাইকেল ঘাড়ে ঝুঁকি নিয়ে নদী পেরিয়ে স্কুলে যায় পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর ঃ নেই পাকা সেতু, পারাপারের একমাত্র ভরসা ছিল বাঁশের সাঁকো, তা-ও ভাঙা। স্কুলপড়ুয়ারা জামাকাপড়, জুতো হাতে নিয়ে জল পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাইকেল ঘাড়ে করে নদীর জল ডিঙিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। কোলের শিশুকে নিয়ে নদী পেরিয়ে যাতায়াত করেন মায়েরা। সব মিলিয়ে চরম ভোগান্তি ও চরম সমস্যায় সাধারণ বাসিন্দারা। তবে পাশে থাকার আশ্বাস সদর বিডিও-র। বাঁশের সাঁকো ভাঙা, তাই নদীর জল পেরিয়েই চলছে স্কুলে যাতায়াত। ঘটনাটি জলপাইগুড়ির সাহেববাড়ি প্লেনঘাটি-সংলগ্ন এলাকা। এই এলাকার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পাঙ্গা নদী। সারা বছর ধরে কমবেশি জল থাকে। এলাকার উদ্যোগে নদীর উপর বাঁশের সাঁকো তৈরি হলেও তা বর্ষাকালে জলের তোড়ে ভেঙে যায়। ফলে ওই এলাকার স্কুল, কলেজ, অফিস কাছারি ও ব্যবসায়ী লোকজন প্রায়ই সমস্যায় পড়েন। কাছেই মুন্নাজ হ্যাপি হোম স্কুল। স্কুলের সময়ে দেখা গেল ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই নদী পার হচ্ছে। ছাত্রদের ট্রাউজার খুলে চটি হাতে নিয়ে নদী পার হতে দেখা গেল। সাগরিকা রায়, অভিজিত বর্মনের বলেন, কম সময়ে আমাদের স্কুলে যাওয়ার এটাই রাস্তা। নদীর উপর বাঁশের সেতু ভেঙে যাওয়ায় এভাবেই জল পেরিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। এভাবে না গেলে তিন-চার কিলোমিটার পথ ঘুরে স্কুলে যেতে হত। রুপালী রায়, শচীন রায়েরা বলেন আমরা অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। বাজার থেকে শুরু করে নানা কাজে আমাদের নদীর ওপারে পাঙ্গা সাহেব বাড়ি এলাকায় যেতে হয়। তাড়াতাড়ি যাওয়ার এটাই রাস্তা। এই নদীর উপর সেতু হলে ভালই হয়। যদিও এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, খুব শীঘ্রই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার মানুষজনের সুবিধার্থে প্রয়োজনে আপাতত বাঁশের সাঁকো তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমস্যা সমাধানে যা প্রয়োজন তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন তিনি।

# হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলির বকেয়া কর সংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তিতে রাজ্য জরিমানা এবং সুদ মুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের হোটেল এবং রেস্তোরাঁগুলির বকেয়া কর সংক্রান্ত সমস্যা নিষ্পত্তিতে রাজ্য সরকার জরিমানা এবং সুদ মুকুবের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৭ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বকেয়া প্রমোদ কর এবং বিনোদন কর ২০২৫ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিলে এই ছাড় মিলবে। এই মর্মে সংশ্লিষ্ট আইনের এক সংশোধনী রাজ্য বিধানসভায় আজ গৃহীত হয়েছে। বিলের উপরে বলতে গিয়ে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য জানান, প্রমোদ ও বিনোদন কর নিয়ে রাজ্যের ৯০০ টি হোটেল রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে ৫৯০০ টি মামলা বিভিন্ন আদালত ও ট্রাইবুনালে বকেয়া রয়েছে। এই বাবদ সুদ আসল মিলিয়ে রাজ্য সরকারের বকেয়া প্রাপ্য করের পরিমাণ ২১.৮৬ কোটি টাকা। নতুন আইন করে জরিমানা এবং সুদে ছাড় দিলে রাজ্য সরকার বকেয়া বিনোদন কর এবং প্রমোদ কর বাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা এইসব হোটেল রেস্তোরাঁর কাছ থেকে আদায় করতে পারবে বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন। এর আগে বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিরোধী পক্ষের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সরকারের মূল উদ্দেশ্য কে সমর্থন করলেও কয়েকটি বিষয়ে পরিবর্তন করতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, যারা কর বকেয়া রেখেছে তাদের জন্য ১০০ শতাংশ সুদ এবং জরিমানার ছাড় দিলে যারা সঠিক সময়ে কর মিটিয়েছেন তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই ১০০ শতাংশের বদলে ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়ার তিনি প্রস্তাব দেন। যদিও এই প্রস্তাব সরকার পক্ষ গ্রহণ করেনি। তবে প্রথমে বিলে উল্লেখিত কর মেটানোর সময়সীমা সংক্রান্ত বিষয় শংকর বাবুর আনা একটি সংশোধনী সরকারপক্ষের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের আনা সংশোধনীর সঙ্গে মিলে যায়। এই সংক্রান্ত সংশোধনী গ্রহণ করে বকেয়া কর্ম মেটানোর সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ মার্চ ২০২৫ করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। আলোচনা শেষে ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় গৃহীত হয়।

# শিশুর মুখ থেকে একহাত রড বের করে যমকে 'ছুটি' দিলেন বাংলার ডাক্তাররা

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ মা কাজে ব্যস্ত। বাড়ির মধ্যেই নিজের মনে খেলা করছিল একরত্তিটা। কিন্তু কে জানতো সামনেই তার জন্য অপেক্ষা করছে বড় বিপদ। মুখ ফুঁড়ে ঢুকে গেল লোহার রড। দৃশ্য দেখে ততক্ষণে জ্ঞান হারানোর পথে মা। মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে করছে মেয়ে মৌমিতা দাস। চিৎকার আর কান্নার আওয়াজ শুনে ততক্ষণে ছুটে এসেছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। তড়িঘড়ি মৌমিতাকে নিয়ে যাওয়া হয় হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চিকিৎসকরা তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেন। বছর তিনেকের ছোট্ট মৌমিতার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার ভবানীপুর থানার বাড়-উত্তরহিংলী গ্রামে। মঙ্গলবার দুপুরে বাড়িতেই নিজের মনে খেলা করছিল একরত্তিটা। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, ঘরে যখন মৌমিতার মা রান্নার কাজে ব্যস্ত তখন আলমারির নিচে থাকা লোহার রড নিয়ে দৌড় দেয় একরত্তিটা। আচমকা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তখনই মুখের ভিতর গলার ঠিক উপরে ভয়ঙ্করভাবে গেঁথে যায় লোহার রডটি। দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে যায় মায়ের। চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরাও। সঙ্গে সঙ্গে মৌমিতাকে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাকে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। অবিলম্বে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। তড়িঘড়ি গঠিত হয়ে যায় মেডিকেল টিম। এদিন দুপুরে তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থপেডিক সার্জেন শিব শঙ্কর দে ও ইএনটি বিভাগের সার্জেন তিতাস করের তত্ত্বাবধানে হয় অস্ত্রোপচার। তা সফলও হয় শেষ পর্যন্ত। তাতেই মুখে হাসি ফুটেছে মা কল্পনা ও বাবা দীপক দাসের মুখে। অন্যদিকে চিকিৎসক শিবশঙ্কর দে বলেন, খুব সাবধানে অপারেশন করতে হয়েছে। এমনি সফল হয়েছে। আশা করছি ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

# উপাচার্য ঘেরাও ঘিরে বিশৃঙ্খলা, প্রতিবাদে রাজবংশীরা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর ঃ উপাচার্য অসুস্থ হতেই রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম বিশৃঙ্খলা। বুধবার রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে দেখান রাজবংশী শিক্ষক সংগঠনের নেতাকর্মীরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা। উপাচার্যকে হেনস্থার অভিযোগ তুলে শাসক দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান রাজবংশীরা। তাঁদের দাবি, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে হেনস্থার অভিযোগ তুলে এবার আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেয় রাজবংশী নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিকিৎসক দীপক কুমার রায়কে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করেছে তৃণমূল নেতারা। এর পেছনে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর সরাসরি মদতে এই ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয় রাজবংশী শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের আরও বক্তব্য, রাজবংশী সমাজের প্রতিনিধি রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দীপক কুমার রায়কে শাসক নেতাদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। সারা দিনরাত ধরে তাঁকে ঘেরাও করে রাখায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। শাসক দলের নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তাদের দাবি, এভাবে রাজবংশীদের উপর হেনস্থা ও আক্রমণ বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাটবেন তাঁরা।

# স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে চুরি রুখতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে চুরি রুখতে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইজন্যে নতুন একটি অ্যাপ চালু করা হবে বলে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে জানানো হয়েছে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি হলে সঙ্গে সঙ্গে রোগী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যের সঙ্গে রোগীর ছবি স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠাতে হবে। রোগীর ছবি আসল কিনা এআই তা পরীক্ষা করে দেখবে। রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষা, অপারেশনের আগে ও পরে নিদৃষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে রোগীর ছবি ও ভিডিও তুলে দপ্তরে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। চিকিৎসার প্রতিটি ধাপে রোগী হাসপাতালে আছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে নিদৃষ্ট সার্ভারে রোগীর জিপিএস লোকেশন পাঠাতে হবে।

# হোটেল রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ করল মালদা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরার পর এবার বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য দরজা বন্ধ করল মালদার হোটেল-রেস্তোরাগুলি । সম্প্রতি বাংলাদেশের কয়েকটি ঘটনায় ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা এবং ধর্মীয় উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মালদার হোটেল ব্যবসায়ীরা এক কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁদের স্পষ্ট বার্তা, আগে দেশ, পরে ব্যবসা। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যতদিন না বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে, ততদিন ওপারের নাগরিকদের জন্য মালদার হোটেল এবং রেস্তোরাঁর দরজা বন্ধ থাকবে। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক হামলা, ধর্মীয় উগ্রতা, এবং ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেফতারি ভারতীয়দের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার নংঃ এমসি/ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ/৩০আর/২৪-২৬/বিডিসি ক্লিনিং, বিড নংঃ জিইএম/২০২৪/বি/ ৫৬৫৮৯৬০ তারিখঃ ২৭.১১.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছেঃ **বিডের বিবরণ (আইটেম ক্যাটাগরী) ঃ** পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - গণপরিবহন স্থান; সাধারণ পরিচ্ছন্নতা (সুইপিং, মপিং, ডাস্টিং); ইনডোর, পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - গণপরিবহন স্থান; কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিডিসি স্টেশনে মেশিন ওয়াশিং; অভ্যন্তরীণ, পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - গণপরিবহন স্থান; কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিডিসি স্টেশনে আবর্জনা অপসারণ; আউটডোর, পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - গণপরিবহন স্থান; কাজের ক্ষেত্র অনুযায়ী বিডিসি স্টেশনে ডাস্টবিন পরিষ্কার; অভ্যন্তরীণ, পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা - ফলাফল ভিত্তিক - গণপরিবহন স্থান নিকাশী; লাইন পরিষ্কার; আউটডোর। **বিডের ধরন ঃ** টু প্যাকেট বিড। **আনুমানিক বিড মূল্য ঃ** ₹ ২,০৩,৪৯,৩৪৩.৫১; **বিড শেষ হওয়ার তারিখ/সময় ঃ** ১৮.১২.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৭টাতে। **বিড খোলার তারিখ/সময় ঃ** ১৮.১২.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে। **বিড অফারের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে) ঃ** ৯০ (দিন)। **অফিসের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশন। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **প্রস্তাবদাতার ন্যূনতম বার্ষিক গড় টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ১০১ লাখ। **একই/সমতুল পরিষেবাতে প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা ঃ** ০৩ বছর; **সমতুল কাজে অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন ঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্নওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ (স্টার্ট আপ) -এর ক্ষেত্রে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার কাছে থেকে যেসকল নথি পেতে হবে ঃ** অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়; দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি -১ (এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি২ (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ৩(এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি ৪ (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। *কোনো দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভারের বিষয়ে ছাড় পেতে চাইলে, এই বিষয়ে প্রামাণ্য নথি যা ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবে ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য তা অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২দিন। **আর্থিক নথি যেখানে দরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে দেখানো হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ঃ** হ্যাঁ আছে। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থরাশি ঃ** ₹২,৫১,৭৪৬। **ইপিবিজি বিশদ ঃ পরামর্শদাতার ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ২৬।
HWH-458/2024-25
**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# খেলার মাঠ বিক্রি করার অভিযোগ জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে! ৬ জন জমি মাফিয়াকে আটক করল গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ আবার জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য! এবারে খেলার মাঠ দখল করতে এসে গ্রামবাসীদের রোষের মুখে জমি মাফিয়ারা। রীতিমতো জমি মাফিয়াদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল গ্রামবাসীরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকা জুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক অঞ্চলের পূর্ববাঞ্ঝাপাড়া এলাকায়। জমি মাফিয়াদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে মালদা থানায় খবর দেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসে মালদা থানার পুলিশ বাহিনী এবং জমি আপনাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জমি মাফিয়াদের উদ্ধারের সময় হিমশিম খেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকেও। এদিকে গ্রামবাসীদের দাবি, পূর্ববাঞ্জাপাড়া এলাকায় একটি খেলার মাঠ রয়েছে সেই খেলার মাঠ জমির রেকর্ডে গোচর বলে উল্লেখ রয়েছে। গোচর কথার অর্থ হলো যেখানে গরু চলাচল করবে। এই জমির পরিমাণ প্রায় ১৫ বিঘার উপরে। এক শ্রেণীর জমি মাফিয়ারা রীতিমতো সে জমির রেকর্ড বদলে নিজেদের নামে করে নিয়েছে বলে অভিযোগ এবং সেই খেলার মাঠ অর্থাৎ গোচর জমি দখলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ। এই নিয়ে বুধবার বিকেলে ছয় জন জমি মাফিয়া এই মাঠ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে আসলে এতেই গ্রামবাসীদের সন্দেহ হয়। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ছয় জন জমি মাফিয়াকে আটক করে এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। তাদের দাবি, এই খেলার মাঠ পূর্ব পুরুষ কাল থেকে গোচর উল্লেখ রয়েছে রেকর্ডে কিভাবে এখন জমি মাফিয়া নিজেদের নামে করে নিল আমরা তা জানি না। আমাদের দাবি এই খেলার মাঠ যেন গ্রামবাসীদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে থাকে। এই নিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে মালদা থানায় একটি লিখতে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালদা থানা পুলিশ এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ছয় জন জমি মাফিয়াকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

# বিডিও-র নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ, কাঠগড়ায় পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ বিডিওর নাম করে প্রতিটি আবাস প্লাসের উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে দাবি পঞ্চায়েত প্রধানের। এমন এক ভিডিয়ো ভাইরাল সমাজমাধ্যমে । ঘটনা বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের। জানা গেছে, সম্প্রতি বৈষ্ণবনগরের একটি রেস্তোরাঁয় কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদের ডেকে পাঠান কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবদুল আহাদ। এরপরেই তিনি প্রতিটি পঞ্চায়েত সদস্যকে উদ্দেশ্য করে প্রতিটি আবাস প্লাস যোজনার উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে তোলার নির্দেশ দেন। ভাইরাল ভিডিয়োয় প্রধান আব্দুল আহাদকে বলতে শোনা যাচ্ছে, কালিয়াচক তিন নম্বর ব্লকের বিডিও তাঁকে এবং অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত-আট জন প্রধানকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখনই বিডিও প্রধানদের বলেছেন প্রতিটি উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে তুলতে হবে। যদিও, পরে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই ব্যক্তি। এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর বলেন, তৃণমূল বড় দল। নির্দল থেকে ঢুকে কোনও ভাবে প্রধান হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নির্দেশ দিয়েছে যে কেউ দুর্নীতি করুক তাঁদের দল রেয়াত করবে না। ঘটনায় ইতিমধ্যেই জেলাশাসকের দফতরে ইমেল মারফত অভিযোগ জানিয়েছে কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে জেলা শাসকের নির্দেশে।

# আবাস যোজনায় বাড়ি প্রত্যাখ্যান পঞ্চায়েত প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর ঃ আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে যেখাবে সারা রাজ্য জুড়ে উত্তাল, সেখানে স্ত্রীর নামে আবাস যোজনার বাড়ি এলেও তা নিতে প্রত্যাখ্যান করলেন বর্ধমান ১ ব্লকের রায়ান ১ পঞ্চায়েতের প্রধান কার্তিক বাগ। জানা গেছে কার্তিক বাবুর টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি রয়েছে এলাকায়, পাশাপাশি রয়েছে মাটির বাড়িও। পাকা বাড়ি না থাকায় কয়েক বছর আগে তিনি স্ত্রীর নামে সরকারি আবাস যোজনায় একটি ঘরের আবেদন করেন। তখন তিনি পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন না। কিন্তু গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি দাঁড়ান এবং জয়লাভ করে পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হন। যেহেতু তিনি বর্তমানে প্রধান হিসাবে রয়েছেন তাই তার স্ত্রীর নামে আসা আবাস যোজনার ঘর নিতে অস্বীকার করেন তিনি। কার্তিকবাবু জানিয়েছেন, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে চান তার ঘরটি কোন দরিদ্র মানুষ পাক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র মানুষের পাশে সব সময় থেকেছেন এবং দলের কর্মীদেরও দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। কাজেই মুখ্যমন্ত্রীর বার্তাকে সম্মান জানিয়ে নিজে মাটির বাড়িতে থাকলেও বাড়ি পাওয়ার উপযুক্ত অন্য কোন দরিদ্র মানুষ তার স্ত্রীর নামে আসা বাড়িটি যাতে পায় সেটাই তার কাম্য। প্রধানের এই আত্মত্যাগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন তার পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। যেখানে পাকা দু-তিন তলা ঝাঁ চকচকে বাড়ি থাকা সত্ত্বেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধান, ব্লক সভাপতি, অঞ্চল সভাপতির নামে আবাস যোজনার বাড়ি এসেছে বলে রাজ্য জু়ে চাঞ্চল্য পরেছে, সেখানে রায়ান ১ পঞ্চায়েতের প্রধানের এই দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেই মনে করছে এলাকাবাসী।

# মাদক সহ গ্রেপ্তার এক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি পৌর নিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের মারোয়ারী ভবনের কাছে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার হেফাজত থেকে এক কেজি ৩০০ গ্রাম মাদক উদ্ধার করল স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জানা গেছে, একটি বাইক করে ওই ব্যক্তি মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে অপেক্ষারত ছিল। গোপন সূত্রে মাদক হাত বদলের খবর পেতেই এই অভিযান চালায় স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ। অভিযানে মিলে গেল সাফল্য, এক কেজিরও বেশি পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয় ধৃতের কাছ থেকে। ধৃতের নাম হরিদাস বর্মন, (৪০)। ধৃত দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি থানার পানিটাংকি এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর ধৃত পানিটাংকি থেকে শিলিগুড়িতে ওই মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে এসেছিল।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার বাতিলকরণ**

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/পিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, ১৪, স্ট্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নং. ইপিসি-০১-সিএও-সি-ইআর-২০২৩, যেটি ১৮.১২.২০২৪ তারিখে বিকাল ৫ টায় বন্ধ হওয়ার কথা ছিল, এতদ্বারা প্রশাসনিক কারণে তা বাতিল করা হল।
CON-77/2024-25
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Office of the councilor**
**Dhuliyan Municipality**
**P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad**
**Notice Inviting E-Tender**
**Ref: DHLYN/Pipe_GRNT/08/2024-2025**
The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e- tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: **20.12.2024 at 18:00 Hrs.**
For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyan Municipality website **www.dhuliyanmunicipality.org**
**Chairman/EO**
**Dhuliyan Municipality**

**Notice invting e-Tender**
**Office of the Pradhan**
**Jamalpur-II Gram Panchayat**
**Nutangram, Jamalpur , Purba Bardhaman, PIN - 713408, (Under Jamalpur Dev. Block.)**
e-Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 5th SFC 2023-2024 & 15th C.F.C. 2024-2025 fund. **Tender Online : - Ref Nit No- 627/Jam-II/ 24, 626/Jam-II/ 24 Dated- 04.12.2024**. Publish Date **05/12/2024 at 12.30 P.M**. Document download/sale start date **07/12/2024 from 01.00 P.M**. Bid submission start date **07/12/2024 from 02.00 P.M**. Bid submission end date **27/12/2024 upto 04.00 P.M** Document download/sale end date **27/12/2024 upto 04.00 P.M**. Bid Openning Date (Technical) **30/12/2024 at 11.00 A.M**. Bid Openning Date (Finance) To be notified later. Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
**Sd/- Prodhan**
**Jamalpur-II Gram Panchayat**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **D.G. (Bustee), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EEBS/HQ/X/92/1/24-25/132 (1st Call)** Name of the Work: **Out side renovation, Roof treatment and allied work of Pay & Use Toilet at Gangulipukur Bus Stand in Ward No.-92, Br.-X.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 1,62,953.59**. Earnest Money: **₹ 3,500.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of Bid: **12.12.2024 upto 11 a.m.** Bid opening date & time for technical proposals: **14.12.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.12.2024 (5 p.m.)** from the websites: **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The **C.M.E. (SWM), KMC** invites e-Tender online item rate two bid system for the following work: **NIT No.: SWM-II/POOL/09/2024-25 Tender ID: 2024_KMC_778610_1** Name of the Work: **Thorough body repairing with paintings and renovation of Traveller Bus WB19E 5519 under Pool Garage/SWM-II.** Estimated Amount: **₹ 4,48,282.00**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **21.12.2024 upto 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.12.2024 (5 p.m.)** from the websites: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E.(SWM-I), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: SWM-I/E.E/09/BR-XIV/24-25** Name of the Work: **Providing Wall and Gate for protection of Bohd shed and other ancillary civil works in Ward No.-131 under Br.-XIV under SWM-I Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **₹ 2,88,410.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Time of Completion: **30 days**. Price of Tender: **Nil**. Bid submission start (online) date & time: **05.12.2024 – 2 p.m.** Bid submission closing (online) date & time: **16.12.2024 – 2 p.m.** Bid opening for technical proposal (online) date & time: **18.12.2024 – 2 p.m.** The tender documents will be available on and from **04.12.2024 (1 p.m.)** from the websites **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmcgov.in**

The **Dy. Ch. Engr. (SWM-II), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/15** Name of the Work: **Repairing & replacement of damaged Polyvinyl Glowsign Board due to Cyclone at Gopal Chatterjee Road, J. K. Ghosh Road, Ramesh Dutta Road, Narendev Park, Masjid Bari, Tala Park, Pareshnath Compactor Stations under SWM Deptt., KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,92,611.14**. Earnest Money: **₹ 5,900.00**. Period of Completion: **10 days**. **(2) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/14** Name of the Work: **Repairing of Glow Sign Board at 67/2, B. T. Road, Raja Manindra Road, Washing Dock, 137, M. D. Road, Laha Colony, 11/1, Canal East Road etc. Compactor Stations under SWM Deptt., KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,85,460.34**. Earnest Money: **₹ 5,800.00**. Period of Completion: **15 days**. **(3) NIT No.: KMC/SWM-II/E/24-25/13** Name of the Work: **Replacement of old damage outdoor light fittings and Tube lights at different Compactor Stations in North Kolkata area under SWM Deptt., KMC.** Estimated Amount: **₹ 2,97,931.82**. Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **12 days**. Last date and time of submission of Bid: **14.12.2024 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **D.G. (S&D), KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works: **(1) NIT No.: KMC/GRBU/SO-29/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Removing deposited materials from Screen chamber & Dry pit at Jinjira Bazar MPS under GRBU (S&D) for 6 months.** Estimated Cost: **₹ 1,97,314.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **183 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.12.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 at 5 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in** **(2) NIT No.: KMC/(S_D)/VIII/24-25/02** Name of the Work: **Restoration and raising of M. H. at different places under Br.-VIII.** Estimated Cost: **₹ 3,75,670.08**. Earnest Money: **₹ 7,550.00**. Period of Completion: **30 days**. Bid submission start date (Online): **06.12.2024 at 3 p.m.** Last date and time of submission of Bid (Online): **13.12.2024 at 3 p.m.** Date and time of opening of Technical Bid: **16.12.2024 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 at 3 p.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E.(E)/S&D, KMC** invites e-Tender online item rate in two bid system for the following works: **(1) NIT No.: KMC/S_D/KASBA/HST/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Repairing and overhauling with replacement of damaged components of 2 Nos. 1 Ton capacity Indef baby link chain electric hoist at Kasba Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation**. Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **07 days**. **(2) NIT No.: KMC/S_D/KMPS/DP/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Complete repairing including replacement of damage and burnt out spare parts of 3 Nos. DWF Submersible motor starter panels including other electrical works at Kamdahari Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **07 days**. **(3) NIT No.: KMC/S_D/BSTP/STR/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Manufacturing, supply with installation of 5 Nos. MS strainer with other allied works at Baghajatin Sewege Treatment Plant.** Estimated Amount: **₹ 2,98,945.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **10 days**. **(4) NIT No.: KMC/S_D/UDPS/SCR/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Disposal of prolonged stagged scrap materials from DLPS, UDPS, TDPS and Ambedkar Drainage Pumping Station to condemn store with surface dressing behind the Pump house of UDPS.** Estimated Amount: Part (A) – **₹ 1,62,386.00**, Part (B) – **Open quotation.** Earnest Money: **2% of tender amount.** Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **14.12.2024 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 4). For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (For Sl. No. 1 to 4). **(982/24-25)**

## টলি-বলি

# প্রেমিকাসহ প্রাক্তন প্রেমিককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

অনেক দিন ধরেই অভিনয় নিয়ে সেভাবে চর্চায় নেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন অভিনেত্রী নার্গিস ফাকরি। তবে এবার অভিনয় নয়, বোনের কারণে খবরের শিরোনামে অভিনেত্রী। তাঁর বোন আলিয়া ফাকরির বিরুদ্ধে উঠেছে জোড়া খুনের অভিযোগ। নার্গিসের বোন নাকি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক ও সেই প্রেমিকের বর্তমান প্রেমিকাকে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। অভিনয়জগতের চেনা মুখ নার্গিস। বোনের সূত্রে তাই তাঁর নাম জড়িয়ে গিয়েছে এই খুনের ঘটনায়। তবে এ ঘটনা নিয়ে তিনি কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।

কয়েক দিন ধরে নার্গিস ব্যস্ত তাঁর আসন্ন ছবি 'হাউসফুল ৫'-এর প্রচার নিয়ে। নার্গিস তাঁর বোনের দিকে ওঠা অভিযোগ সংক্রান্ত কোনো মন্তব্য করেননি ঠিকই, তবে এই বিতর্কের মধ্যেই অভিনেত্রীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভেসে উঠেছে তাঁর আসন্ন

ছবিরই এক ঝলক। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ছবির সেই ঝলক পোস্ট করে নার্গিস লিখেছেন, 'আমরা আসছি।' ছবিতে নার্গিসের সঙ্গে আরও দুই অভিনেত্রী জ্যাকুইলিন ফার্নান্দেজ ও সোনম বাজওয়াকে দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন বোনের ঘটনায় কোনো রকম প্রতিক্রিয়া নেই নার্গিসের? অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছেন, একমাত্র বোন আলিয়ার সঙ্গে নাকি ২০ বছর আগেই সব যোগাযোগ বন্ধ করেছেন 'রকস্টার' অভিনেত্রী। তবে কী কারণে বোনের সঙ্গে নার্গিসের কোনো সম্পর্ক নেই, তা এখনো স্পষ্ট নয়। নার্গিসও নাকি বোনের এই ঘটনা সংবাদমাধ্যম সূত্রেই জানতে পেরেছেন। নার্গিসের বোন আলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা।

নিউইয়র্কের কুইনসে তাঁর জন্ম। সেখানেই থাকতেন তিনি। বছর আটেকের ছোট এডওয়ার্ড জ্যাকবস নামের এক তরুণের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে ছিলেন আলিয়া। কিন্তু সেই সম্পর্ক পরে ভেঙে যায়। তবে মেনে নিতে পারেননি আলিয়া। প্রাক্তন প্রেমিক নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়েছেন জানতে পেরেই প্রতিশোধের জেদ মাথায় চাপে তাঁর। গত ২ নভেম্বর জ্যাকবসের বাড়িতে আগুন লেগে যায়। সে সময় ওই বাড়িতে ছিলেন তাঁর বর্তমান প্রেমিকা অ্যানাস্টাশিয়া স্টার ইটেইনও। নিছক দুর্ঘটনা নয়, তদন্ত শুরু করে জানতে পারে পুলিশ। এই অভিযোগেই গ্রেপ্তার করা হয় আলিয়াকে।

## অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলির পুনর্নির্মাণ

তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন নং এর অংশ (ক) থেকে (চ) এর উত্তরে উল্লেখিত বিবৃতি। ১২২ শ্রী মনীষ জয়সওয়াল এবং শ্রী দর্শন সিং চৌধুরী ০৪.১২.২০২৪ তারিখে অমৃত ভারত স্টেশনের অধীনে স্টেশনগুলির পুনর্নবীকরণের বিষয়ে লোকসভায় উত্তর দেবেন

থেকে ভারতীয় রেলে রেলওয়ে স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য রেলপথ মন্ত্রক 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প' চালু করেছে। এই স্কিমটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির সাথে অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে স্টেশনগুলির বিকাশকে কল্পনা করে। এতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং স্টেশনগুলিতে সুবিধার উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমে তাদের বাস্তবায়ন জড়িত যেমন স্টেশন অ্যাক্সেসের উন্নতি, সঞ্চালন এলাকা, ওয়েটিং হল, টয়লেট, প্রয়োজনীয় লিফট এসকেলেটরন।

# 'আমার চুল মুফাসার মতোই ছিল'

'মুফাসা দ্য লায়ন কিং'-এ আবার হুংকার শোনা যাবে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের। 'দ্য লায়ন কিং'-এর পর এই অ্যানিমেশন ছবির হিন্দি সংস্করণে আবার জাদুকরি কণ্ঠে মাতাবেন তিনি। তবে এবার শুধু শাহরুখ একা নন, কিং খানের সঙ্গে থাকবেন তাঁর দুই ছেলে আরিয়ান ও আব্রাম। ২০১৯ সালে 'দ্য লায়ন কিং' ছবিতে আইকনিক চরিত্র 'মুফাসা'য় শাহরুখ খানের গলা শোনা গিয়েছিল। এ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বড় ছেলে আরিয়ান খান। দ্য লায়ন কিং ছবিতে 'সিম্বা' চরিত্রের জন্য কণ্ঠ দিয়েছিলেন আরিয়ান। এবার আবার 'সিম্বা'র চরিত্রে শোনা যাবে তাঁর কণ্ঠস্বর। 'দ্য লায়ন কিং'-এ বাবা-ছেলের জুটি দারুণ পছন্দ করেছিলেন দর্শক। এবার তাঁদের সঙ্গে 'মুফাসা দ্য লায়ন কিং'-এর জঙ্গলে যোগ দেবে আব্রাম।

ছোট 'মুফাসা'র হয়ে কণ্ঠ দিচ্ছে শাহরুখ-পুত্র। এ ছবির সঙ্গে শাহরুখ খানের এক বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে জানিয়েছেন হিন্দি সিনেমার এই মহাতারকা। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ভিডিওতে বলিউডের বাদশাহ জানিয়েছেন, 'এ চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে রিলেট করা যায়। কারণ, ও (মুফাসা) দয়ালু, মজবুত, শক্তিশালী, মিষ্টি স্বভাবের আর ভীষণই পারিবারিক একজন। আমরা সবাই নিজেদের মধ্যে এই গুণগুলো দেখতে চাই।' মজার ছলে শাহরুখ আরও বলেন, 'আমি যখন তরুণ ছিলাম, আমার চুল ''মুফাসার মতোই ছিল। তাই আমি নিজেকে ওর সঙ্গে মেলাতে পারি।' এ ভিডিওর পাশাপাশি গতকাল এক পোস্টার প্রকাশ করেছেন নির্মাতারা।

মুফাসা দ্য লায়ন কিং ছবির শাহরুখের প্রথম পোস্টার প্রকাশ করল ডিজনি। 'দ্য লায়ন কিং' ছবির প্রিকুয়েল ছবি 'মুফাসা দ্য লায়ন'কিং। এ ছবিতে 'মুফাসা'র সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর ছবিটি হিন্দি,

তামিল, তেলেগু ও ইংরেজি ভাষায় মুক্তি পাবে। 'মুফাসা দ্য লায়ন কিং'-এর হিন্দি সংস্করণে শাহরুখ আর তাঁর দুই ছেলে আরিয়ান ও আব্রাম ছাড়া আছেন সঞ্জয় মিশ্রা, শ্রেয়াস তলপড়ে, মিয়্যাং চ্যাং। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ব্যারি জেনকিনস।

## পুরোপুরি নগ্ন হয়েছিলেন 'বার্বি' তারকা

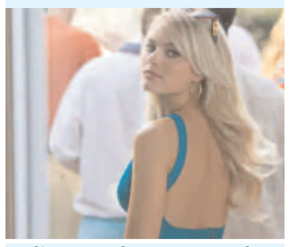

মার্টিন স্করসেজির বহুল প্রশংসিত সিনেমা 'দ্য উলফ অব দ্য ওয়াল স্ট্রিট'। ২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমাটি ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে সমালোচকদের প্রশংসাও পেয়েছিল। এ সিনেমার একটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পর্দায় হাজির হয়েছিলেন মার্গো রবি। সম্প্রতি চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন সাময়িকী ভ্যারাইটির সঙ্গে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে কথা বলেছেন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী। ছবিটি মুক্তির পর মার্গো রবির মতো প্রথম সারির একজন অভিনেত্রীর নগ্ন দৃশ্য নিয়ে বিস্তার আলোচনা হয়েছে। রবি জানিয়েছেন, গল্পের প্রয়োজনেই পুরোপুরি নগ্ন হয়েছিলেন তিনি। এমনকি পুরোপুরি নগ্ন হওয়ার আইডিয়াও পরিচালক স্করসেজির নয়! মার্গো রবি বলেন, 'স্করসেজি আমাকে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিতে বলেছিলেন। তবে দৃশ্যটির জন্য অন্য কিছু করা প্রয়োজন ছিল।' দৃশ্যটি শুটিংয়ের আগে নিজের কাঁধেই পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলেন রবি। চিত্রনাট্যে ছিল দৃশ্যটির শেষে লিওনার্দো ডি ক্যাপ্রিও অভিনীত চরিত্রটি তাঁকে চুম্বন করবেন। তবে রবি ঠিক করেন, তিনি তাঁকে (ডিক্যাপ্রিও) চড় মারবেন। দ্য উলফ অব দ্য ওয়াল স্ট্রিট' সিনেমাটি দিয়ে মার্গো রবির ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরে যায়। পরে তাঁকে দেখা যায় 'সুইসাইড স্কোয়াড', 'ম্যারি কুইন অব স্কটস', 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন হলিউড', 'বার্বি'র মতো সিনেমায়।

# মহেশ ভাট কন্যা পূজার সঙ্গে প্রেম ছিল রণবীর শোরের

বলিউড অভিনেত্রী পূজা ভাটের সঙ্গে প্রেম এবং বিচ্ছেদের পর ভয়ানক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন অভিনেতা রণবীর শোরে। এক সাক্ষাৎকারে প্রেমিকার বাবা মহেশ ভাটের বিরুদ্ধে উগরে দিয়েছেন ক্ষোভ এবং একগাদা অভিযোগ। সিদ্ধার্থ কান্নানের কাছে নিজের পুরোনো প্রেমের অতীত ইতিহাস খুলে বলেন শেখর হোম তারকা। অভিনেতার দাবি, বিচ্ছেদের পর মারধর করা হয়েছিল তাঁকে। শুধু তাই করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁকে নিয়ে মিথ্যা গল্প ফেঁদে ছিলেন মহেশ ভাট।'সে সময় যখন আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, আমি অনুভব করেছিলাম যে তাঁর প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, সেটাকে উনি খারাপ ভাবে ব্যবহার করেছিলেন। যখন সেই ঝামেলাটা হলো তিনি আমার বাবাকে বললেন, 'আমার মনে হয় আমাদের ব্যাপারটা এখানেই থামিয়ে দেওয়া উচিত। যা হয়েছে বাচ্চাদের মধ্যে। পরদিন উনি আমার ব্যাপারে ভুল তথ্য দিলেন মিডিয়াকে। আমাকে মদ্যপ নির্যাতনকারী ব্যক্তি হিসেবে সবার কাছে প্রচার করলেন। অথচ সব মিথ্যা!' বিগ বস

ওটিটি থ্রিতে দ্বিতীয় রানারআপ হওয়া তারকা আরও বলেন, 'তার ভাই আমাকে লাঞ্ছিত করেছে। তখনকার পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি বলতে পারি যে মহেশ ভাট আমার সঙ্গে খারাপ করেছেন। এগুলো সবই ২৫ বছরের পুরোনো গল্প, আমি এখন আর এগুলোর মধ্যে ঢুকতে চাই না।' পূজার সঙ্গে সম্পর্কছেদের পর অভিনেত্রী কঙ্কনা সেন শর্মাকে ২০১০ সালে বিয়ে করেন রণবীর। ২০১১ সালের মার্চে ছেলের জন্ম দেন কঙ্কনা। দাম্পত্য জীবনের পাঁচ বছর পর আলাদা থাকতে শুরু করেন কঙ্কনা-রণবীর। ২০২০ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আলাদা হলেও ছেলের দায়িত্ব সমানভাবে পালন করেন কঙ্কনা-রণবীর। শশীলাল নায়ারের 'এক ছোটি সি লাভ স্টোরি' সিনেমা দিয়ে রণবীর শোরের অভিনয়জীবন শুরু। সেই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন মনীষা কৈরালা।

এরপর 'খোসলা কা ঘোসলা', 'পেয়ার কা সাইড এফেক্টস', 'ভেজা ফ্রাই', 'হানিমুন ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড', 'সিং ইজ কিং', 'আ ডেথ ইন দ্য গুঞ্জ', 'সোনচিড়িয়া' এবং 'টাইগার থ্রি'র মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। কিছু দিন আগে আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমস থেকে অনুপ্রাণিত ক্রাইম-থ্রিলার সিরিজ শেখর হোমে অভিনয় করেছেন রণবীর শোরে। সিরিজের যৌথ পরিচালক রোহন সিপ্পি এবং সৃজিত মুখোপাধ্যায়। সিরিজে শার্লকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কে কে মেনন। কীর্তি কুলহারি, রসিকা দুগ্গল এবং দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যও আছেন সিরিজে। জিও সিনেমা স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে সিরিজটি।

# উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ০৬টি লোকোমোটিভে জলবিহীন ইউরিনাল প্রযুক্তি স্থাপন

মালিগাঁও, ০৪ ডিসেম্বরঃ লোকো পাইলটদের কাজের অবস্থা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ৬ (ছয়)টি ডব্লিউএজি-৯এইচসি ক্লাস লোকোমোটিভে উদ্ভাবনীমূলক জলবিহীন ইউরিনাল স্থাপনের দ্বারা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি লোকো পাইলটদের কাজের অবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করবে। প্রাথমিকভাবে সম্পদ সংরক্ষণ, সুবিধা এবং ট্রেন পরিচালনের সময় সুরক্ষা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মালদা টাউন (এমএলডিটি)-এর ইলেকট্রিক লোকো শেডে জলবিহীন ইউরিনাল স্থাপন করা হয়েছে। প্রায়ই ৭-৮ ঘণ্টার জন্য ক্রমাগতভাবে কাজ করে যাওয়া পণ্যবাহী ট্রেনের লোকো পাইলটদের জন্য এর আগে লোকোমোটিভের মধ্যে শৌচালয়ের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এর ফলে অনির্ধারিত স্টপেজের উপর নির্ভরশীল হতে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন, যা ট্রেনের সুরক্ষিত পরিচালন ও সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রভাব বিস্তার করতে পারত। জলবিহীন ইউরিনালে এমন একটি যান্ত্রিক শুষ্কতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা জলের

প্রয়োজনীয়তা দূর করে, স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার পাশাপাশি দুর্গন্ধ প্রতিরোধ করে। এগুলি একাধিক আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সজ্জিত, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্টেনলেস স্টিল ওয়্যার মেশ লাগানো ইপক্সি-কোটেড দুর্গন্ধহীন ইউনিসেক্স ডিজাইন, একটি পারফিউম ডিসপেন্সার এবং ইউরিনাল ম্যাট। এই ইউরিনালগুলিতে স্থানের উপর ভিত্তি করে অটোমেটিক এলইডি লাইট ও এগজস্ট ফ্যান চালানোর জন্য একটি মাইক্রোকন্ট্রোলার ভিত্তিক ব্যবস্থা, একটি অটো-সেন্সর ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং একটি ইউভি-কন্ট্রোলড বীজাণুনাশক ব্যবস্থাও রয়েছে। এই পদ্ধতির এক মূল সুরক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য হলো যখন ট্রেনটি থেমে থাকে এবং লোকোমোটিভ ব্রেক প্রয়োগ করা হয় তখনই শুধু প্রস্রাবাগারটি ব্যবহার করা যাবে, পরিচালনার সময় উচ্চস্তরীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে যে কোনও সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ হয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মালদা টাউন লোকো শেডের অধীনে পর্যায়ক্রমিকভাবে আরও ৫০টি লোকোমোটিভে আসন্ন মাসগুলিতে এই সুবিধা স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই উন্নয়ন দীর্ঘ সময়ের কর্তব্য পালনের সময় লোকো পাইলটদের সুবিধা ও আরাম বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জলের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করে স্থিতিশীল প্রচেষ্টার প্রতি অবদানও যুগিয়েছে। এর দ্বারা রেলওয়ে ব্যবস্থার মধ্যে সবুজ উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করা গেছে।

## ৩২ বছরে চলে গেলেন কোরীয় অভিনেতা পার্ক

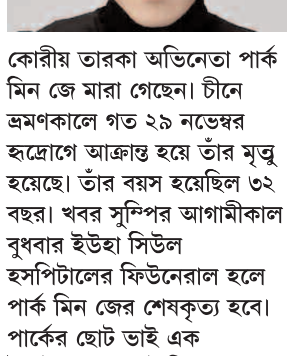

**কোরীয় তারকা অভিনেতা পার্ক মিন জে মারা গেছেন। চীনে ভ্রমণকালে গত ২৯ নভেম্বর হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর। খবর সুম্পির আগামীকাল বুধবার ইউহা সিউল হসপিটালের ফিউনেরাল হলে পার্ক মিন জের শেষকৃত্য হবে। পার্কের ছোট ভাই এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, 'আমাদের প্রিয় ভাই চলে গেছেন।**

**আশা করছি, আপনারা তাঁকে দেখতে আসবেন।' ২০২১ সালে 'আইডল দ্য ক্যু' সিরিজে অভিনয় করে পরিচিতি পেয়েছেন পার্ক মিন জে। পরবর্তী সময়ে 'লিটল উইমেন', 'নাম্বারস'সহ বেশ কয়েকটি সিরিজে অভিনয় করে খ্যাতি পেয়েছেন পার্ক। তাঁর সর্বশেষ কাজ 'স্ন্যাপ অ্যান্ড স্পার্ক'।**

**Name Change**

I, Mehboob Reza, Son of Ali Ahmed, Residing at 85, Jola Para Masjid Lane, P.S. & District Howrah-711101, do hereby solemnly declare that my name has wrongly been recorded as Mahabub Raza instead of Mehboob Reza in my School Certificate. I solemnly affirm and declared through this affidavit sworn before The Notary Public at Judges' Court Howrah on 02/12/2024. That Mehboob Reza and Mahabub Raza all are the same and one identical person.

**Name Change**

I, Ajay Hirawat (Old Name) S/o Bijay Kumar Hirawat Residing at Ankur Building, Flat No-15C, 15th Floor, 10,Lord Sinha Road, Near Emami Market,Shakespeare Sarani, Middleton Row S.O, District - Kolkata Pin- 700071 W.B. India shall henceforth be known as Ajay Kumar Hirawat (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-12-2024. Ajay Hirawat (Old Name) and Ajay Kumar Hirawat (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Jayanti Agarwal alias Jayanti Girdhari Agarwal (Old Name) D/o Girdhari Agarwal Residing at Tower -2, Flat No-231, South City Residency, 375 Prince Anwar Shah Road, Jodhpur Park, District - Kolkata, Pin- 700068, W.B. India shall henceforth be known as Jayanti G. Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 19/2024 Dated 04-12-2024. Jayanti Agarwal, Jayanti Girdhari Agarwal (Old Name) and Jayanti G. Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Bistu Das alias Bisthu Das (Old Name) S/o Joydeb Das Residing at South Baro Finga, Near Naba Unnayan Sangha Club, Baro Finga Dakshin Para, Vtc- North Dum Dum (M), P.o - Nimta, District - 24 Pgs(N), Pin- 700049 W.B. India shall henceforth be known as Bishtu Das(New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 20/2024 Dated 04-12-2024. Bistu Das, Bisthu Das (Old Name) and Bishtu Das (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Seahada Hossain W/o Aftab Hossain Residing at 3/H/7/1, Ibrahim Road, Ekbalpore, District - Kolkata Pin - 700023 West Bengal India shall henceforth be known as Shahda Hossain. I declare that Seahada Hossain and Shahda Hossain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-12-2024.

**Name Change**

I, Samrat Mallik (old name) son of Bipul Mallick, residing at VILL-PANPARA P.O AKAIPUR, P.S GOPAL NAGAR, Bongaon, 743710, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Samrat Mallick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/12/2024 vide an affidavit no 11. Samrat Mallick (new name) and Samrat Mallik (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Ajit Kumar Dewan S/o Jamini Dewan Residing at Barangabazar, P.o - Pratappur, P.s - Panskura, District - East Medinipur, Pin-721152 West Bengal India shall henceforth be known as Ajit Dewan and Ajit Dewan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-12-2024.

**Name Change**

I, Bipul Mallik (old name) son of Rajendra Nath Mallick, residing at VILL-PANPARA P.O AKAIPUR, P.S GOPAL NAGAR, Bongaon, 743710, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Bipul Mallick (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/12/2024 vide an affidavit no 12. Bipul Mallick (new name) and Bipul Mallik (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, KARIMAN SARDAR (Old Name) W/O AH AZIZ SARDAR, Residing at Daharkanda, P.O.-Hakimpur, P.S.-Swarupnagar, North 24 Parganas, Pin-743273, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KHODEJA KHATUN SARDAR (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 04-12-2024, KARIMAN SARDAR (Old Name) and KHODEJA KHATUN SARDAR (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Arun Robi Das (old name) son of Debi Prosad Rabidas, residing at 4/111, Kela Bagan Line, Jagatdal, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743125, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arun Rabidas (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Arun Rabidas (new name) and Arun Robi Das (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, GOPAL DEY (Old Name) S/O NARENDRA LAL DEY, Residing at 3 No Motilal Colony, North Dum Dum, P.S.-Airport, North 24 Parganas, Pin-700081, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as GOPAL LAL DEY (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 04-12-2024, GOPAL DEY (Old Name) and GOPAL LAL DEY (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Debi Prasad Rabi Das (old name) son of Dukhulal Rabi Das, residing at 4/111, Kela Bagan Line, Jagatdal, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743125, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Debi Prosad Rabi Das (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Debi Prosad Rabi Das (new name) and Debi Prasad Rabi Das (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, RESHMA PARWEEN (Old Name) W/O MD KALIM, Residing at G-332, Alif Nagar, P.O. & P.S.-Garden Reach, Kolkata, Pin-700024, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RESHMA PARVEEN (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 03-12-2024, RESHMA PARWEEN (Old Name) and RESHMA PARVEEN (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, SUBHASIS KUNDU, S/O SATISH CHANDRA KUNDU,RESIDING AT 3C POTTEY ROAD,TANGRA, KOLKATA - 700015, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASHIS KUNDU VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2024. THAT SUBHASIS KUNDU AND SUBHASHIS KUNDU BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, RANJIT BARUA (Old Name) S/O CHITTARANJAN BARUA, Residing at Block-D, Flat-D11, Type-II, Graham Road, Tollygunge Central Govt Qtr, P.O.& P.S.-Regent Park, Kolkata, Pin-700040, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RANJIT KUMAR BARUA (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit Dated 05-11-2024, RANJIT BARUA (Old Name) and RANJIT KUMAR BARUA (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Alibaddin Sekh, S/o-Tenu Sekh, resident of Vill. Hatisala Purbapara, P.o.-Hatisala, P.S.- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Alibuddin Sk to Alibaddin Sekh and henceforth I shall be known as Alibaddin Sekh in all purpose, vide affidavit No. 49 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 30.11.2024. Alibaddin Sekh and Alibuddin Sk both are same and identical person.

**Name Change**

I, BARIK SHEK (Old Name) S/O HALIMA KHATUN SARDAR, Residing at Vill-Chowrachar, P.O.-Biramnagar, P.S.-Basirhat, North 24 Parganas, Pin-743422, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL BARIK SHEKH (New Name) as declared before the Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat vide affidavit Dated 26-11-2024, BARIK SHEK (Old Name) and ABDUL BARIK SHEKH (New Name) both are same and one identical person.

**Name Change**

I, Jalil Sekh, S/o Ombar Sekh, resident of Vill. Hridaypur Uttarpara, P.o-Hridaypur, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Jalil Shaikh to Jalil Sekh and henceforth I shall be known as Jalil Sekh in all purpose, vide affidavit No. 16 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 22.11.2024. Jalil Sekh and Jalil Shaikh both are same and identical person.

**Name Change**

I, Santu Barui residing at Vill.+PO.- Bagdanga, P.S. - Freserganj Coastal, Dist.-South 24 Pgs WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name MANTU BARUI instead of MANTU, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, S 24 Pgs on 17/09/2024. MANTU BARUI and MANTU both are same and one identical person.

**Name Change**

I MOHAMMAD HASIMNAME, S/O MD QASIM, R/O 275 B.B.GANGULY STREET, 3RD FLORR, BLOCK-A, FL-26, PO BOWBAZAR, KOLKATA-700012,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HASIM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2024, THAT MOHAMMAD HASIMNAME AND MD HASIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I MOHAMMAD KASIMNAME, S/O MD NASIR, R/O 275 B.B.GANGULY STREET, 3RD FLORR, BLOCK-A, FL-26, PO BOWBAZAR, KOLKATA-700012, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD QASIM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2024,THAT MOHAMMAD KASIMNAME AND MD QASIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Dilip Som (old name) son of Surendra Chandra Som, residing at 194/C, Haltoo Kathgola, Near Delhi Public School, Kasba Road, Kolkata- 700042, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Kumar Som (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Dilip Kumar Som (new name) and Dilip Som (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Anusree Dilipkumar Som (old name) wife of Dilip Kumar Som, residing at 194/C, Haltoo Kathgola, Near Delhi Public School, Kasba Road, Kolkata- 700042, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anusree Som (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Anusree Som (new name) and Anusree Dilipkumar Som (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Deepasree Som (old name) daughter of Dilip Kumar Som, residing at 194/C, Haltoo Kathgola, Near Delhi Public School, Kasba Road, Kolkata- 700042, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Dipasree Som (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 03/12/2024. Dipasree Som (new name) and Deepasree Som (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Halder Ajitkumar Chandrakant (old name) son of Chandra Kanta Halder, residing at Vill.- Shimulpur, P.O.- Thakurnagar, P.S.- Gaighata, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743287, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ajit Kumar Halder (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/12/2024. Ajit Kumar Halder (new name) and Halder Ajitkumar Chandrakant (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Halder Supriyaben Ajitkumar (old name) wife of Ajit Kumar Halder, residing at Vill.- Shimulpur, P.O.- Thakurnagar, P.S.- Gaighata, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743287, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Supriya Halder (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/12/2024. Supriya Halder (new name) and Halder Supriyaben Ajitkumar (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, ANKURITA MAITRA BISWAS, DAUGHTER OF AMITAVA MAITRA, RESIDING AT GREEN WOOD HOUSING COMPLEX,BLOCK - A, FLAT 404, SHIBTALA KAIKHALI, RAJARHAT GOPALPUR (M), NORTH 24 PARGANAS - 700152,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANKURITA MAITRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2024. THAT ANKURITA MAITRA BISWAS AND ANKURITA MAITRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I MADHUPARNA PAUL CHOUDHURY, W/O DEBADAS PAUL, R/O FD 169 SECTOR III SALT LAKE CITY BIDHANNAGAR NORTH, NORTH 24 PARGANAS, 700106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHUPARNA PAUL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2024,THAT MADHUPARNA PAUL CHOUDHURY AND MADHUPARNA PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Subid Shaikh (old name) son of Sadhan Ali Sekh, residing at Chanditala, Banganagar, P.S.- Falta, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743513, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Subid Ali Sekh (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/12/2024. Md Subid Ali Sekh (new name) and Subid Shaikh (old name) both are same and identical person.

**Name Change**

I, Anika Upadhyaay (old name) wife of Rajesh Upadhyay, residing at Harijan Basti, 2 No. Airport Gate, Jashor Road, Italgacha Dum Dum (M), North 24 Pgs, Pin- 700079, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Anita Upadhyay (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 04/12/2024. Anita Upadhyay (new name) and Anika Upadhayay (old name) both are same and identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি, ATANU GHOSH , পিতা- LATE BANSHI GHOSH ঠিকানা- গ্রাম ভুরকুন্ডা পোস্ট অফিস বৈদ্যপুর থানা কালনা জেলা পূর্ব বর্ধমান, মাননীয় অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1ম শ্রেণি) কালনা কোর্টের নিকট এফিডেফিটের মাধ্যমে আমার পিতার নাম BANGSHI BADAN GHOSH যা ভুলবশত তার ডিড নং -I-6479/24, তাং-28.10.2024, BANGSHI GHOSH যা ভুলবশত তার ডিড নং -I-6478/24, তাং-28.10.2024, BANGSHI BADAN PODDER, যা ভুলবশত তার ডিড নং -I-5457 এর পরিবর্তে সঠিক নাম BANSHI GHOSH ঘোষণা করলাম। BANGSHI BADAN GHOSH, BANGSHI GHOSH, BANGSHI BADAN PODDER এবং BANSHI GHOSH সকলেই একই এবং অভিন্ন ব্যাক্তি।

**নাম পরিবর্তন**

আমি, SHIBPADA GHOSH, পিতা- LATE GAURHARI GHOSH ঠিকানা- গ্রাম ভুরকুন্ডা পোস্ট অফিস বৈদ্যপুর থানা কালনা জেলা পূর্ব বর্ধমান, মাননীয় অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1ম শ্রেণি) কালনা কোর্টের নিকট এফিডেফিটের মাধ্যমে আমার পিতার নাম GOURHARI GHOSH যা ভুলবশত আমার প্যান কার্ডে (No. BNKPG05650) ভোটার কার্ড নং AOT2366128, GOURHARI PODDAR যা ভুলবশত আমার পিতার আজীবনের কেনা এল.আর. পরচা, মৌজা- ভুরকুন্ডা, জে.এল. নং.119, খাতিয়ান নং.118 এবং জে.এল. নং.117, খাতিয়ান নং.৪৭ এ নথিভুক্ত, এর পরিবর্তে সঠিক নাম GAURHARI GHOSH ঘোষণা করলাম এবং ডিড নং - I-6477/24 তাং-28.10.2024 তে আমার এবং আমার নাম SHIBPADA GHOSH S/o GAURHARI GHOSH ঘোষণা করলাম। GAURHARI GHOSH, GOURHARI GHOSH এবং GOURHARI PODDAR সকলেই একই এবং অভিন্ন ব্যাক্তি।

**বিজ্ঞপ্তি**

আমি সুমিত বেরা, পিতা বিশ্বনাথ বেরা। ঠিকানা ১/৩ মনমোহন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৮, বর্তমানে কলকাতা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটে ৫ বছর কর্মরত। শিয়ালদহ কোর্ট বিল্ডিং এর সপ্তম স্থলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ 'ল' ক্লার্ক স্টেট কাউন্সিলের সদস্য পদের জন্য আবেদন করেছি। এ বিষয়ে আমার পক্ষে কারও কোনো রকম অভিযোগ থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবেন।

# পর্যটকদের জন্য স্বস্তির খবর, পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র খুলল এলাকার গাড়িচালকরাই

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ৩ ডিসেম্বর ঃ শীত পড়তেই পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ছে ডুয়ার্সে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটরা ছুটে আসেন শীতের ডুয়ার্স এলাকায়। আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর ডুয়ার্স সকল মানুষের পছন্দের জায়গা। ডুয়ার্সের ঘুরতে এসে, অনেক সময়ই পর্যটকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ ওঠে কিছু গাড়িচালকের বিরুদ্ধে। আর এতেই ভাবমূর্তি খারাপ হয় পর্যটনকেন্দ্রগুলির বিশেষ করে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে। পর্যটকদের ঘুরতে এসে যাতে কোনোভাবেই বাড়তি গাড়ি ভাড়া গুণতে না হয় ও কোনও দালাল চক্রের হাতে না পড়তে হয় তার জন্য মালবাজার মহকুমার চালসার টিয়াবন এলাকায় পর্যটক সহায়তা কেন্দ্র খুলেল এলাকার গাড়িচালকরাই। এই সহায়তা কেন্দ্র থেকে পর্যটকদের গাড়ি ভাড়া সহ যাবতীয় বিষয়ে সহযোগিতা করা হবে বলে জানা গেছে। ছোট গাড়ি চালক ইউনিয়নের নেতা কমল মুখী জানান, সহায়তা কেন্দ্রে এসে যোগাযোগ করলেই ন্যায্য ভাড়ায় গাড়ি পেয়ে যাবেন পর্যটকরা। তিনি আরও বলেন, 'এখন থেকেই পর্যটকদের যাবতীয় বিষয়ে সহযোগিতাও করা হবে। কোনও গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ উঠলেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। কোন পর্যটক আমাদের কাছে অভিযোগ জানালেই আমরা ব্যাবস্থা নেবো। পর্যটকেরা যাতে শান্তিমত ঘুরতে পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা'। পর্যটকেরা সংখ্যায় কম থাকলে শেয়ার গাড়িতেও ঘুরতে যেতে পারবে। তৃণমূলের মেটেলি ব্লক সভানেত্রী স্নোমিতা কালান্দি এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সমস্ত গাড়ি চালকেরাও উপস্থিত ছিলেন। সহায়তা কেন্দ্রে চাট দেখেই পর্যটকেরা গাড়ি ভাড়া বা শেয়ারে গাড়িতে করে জঙ্গলে ঘুরতে পারবে। এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়েছে পর্যটকেরাও।

## বিভিন্ন মেডিক্যাল ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিক্যাল ও হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসে

বৈঠক সারলেন কমিটি অফ সিকিউরিটি অডিটের চেয়ারম্যান সুরজিত কর পুরকায়স্থ। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আধিকারিদের সঙ্গে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিত সাহা, সুপার সঞ্জয় মল্লিক, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে সুপার চন্দন ঘোষ, সিএমওএইচ তুলসী প্রামাণিক, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি ট্রাফিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। বৈঠক শেষে সুরজিত কর পুরকায়স্থ জানান, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও রায়গঞ্জ মেডিক্যালের আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা হল। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু সমস্যা রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে আমরা বেশকিছু ভালো পরামর্শ পেয়েছি। ক্যামেরা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ সমস্ত বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। এদিন বৈঠক শেষে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন সুরজিত কর পুরকায়স্থ।

## ডিম উৎপাদনে রাজ্য শীঘ্রই স্বনির্ভর হতে চলেছে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ ডিম উৎপাদনে রাজ্য শীঘ্রই স্বনির্ভর হতে চলেছে। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে আজ রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ একথা জানিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেস সদস্য সমীরকুমার জানার প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ডিমের বার্ষিক চাহিদা ১ হাজার ৫২৮ কোটি। ডিমের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ডিম উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেই বিস্তারিত তথ্য দিয়ে মন্ত্রী জানান, গত ১১ মে পর্যন্ত ৮.৬ কোটি মুরগি ও হাঁসছানা বিভিন্ন ব্যক্তি, উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ডিম উৎপাদন বাড়াতে রাজ্যে মোট ১১৪ টি বেসরকারি খামার গড়ে উঠেছে। বার্ষিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০ কোটি। এছাড়া ৩ লক্ষ ক্ষমতাসম্পন্ন খামার থেকে প্রতিদিন ২.৫ লক্ষ ডিম পাওয়া যায়। ডিম উৎপাদনে রাজ্য দেশের মধ্যে চতুর্থ স্থানে রয়েছে। স্বপনবাবু জানান, হাঁস-মুরগির চিকিৎসার জন্য ভেটেরিনারি মোবাইল ইউনিট ও ক্লিনিক খোলা হয়েছে। এগুলির মাধ্যমে মানুষের দুয়ারে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের টোল-ফ্রি নম্বরে ফোন করলেই এই পরিষেবা মেলে।

## মেট্রো রেলওয়েতে গোপন ব্যালট নির্বাচন

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো হিসেবে চালু করা হয়েছে।

রেলওয়েতে গোপন ব্যালট নির্বাচন -III অনুষ্ঠিত হচ্ছে ০৪.১২.২০২৪ এবং ০৫.১২.২০২৪ তারিখে। মেট্রো রেলওয়েতে ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির লক্ষ্যে মোট ৩৩০৩ জন ভোটার তাদের ভোট দিচ্ছেন। শান্তিপূর্ণ প্রচারণা শেষ করে এবারের নির্বাচনে চারটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মেট্রো রেল ভবন, পার্ক স্ট্রিট, সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, সল্টলেক, টালিগঞ্জের অফিসার্স ক্লাব এবং নোয়াপাড়া প্রশাসনিক ভবনের ছয়টি বুথে ভোটাররা তাদের ভোট দিচ্ছেন। এই ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও সুষ্ঠু করতে আরপিএফ এবং রাজ্য পুলিশ কর্মীদের মোতায়েন করে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনিয়ন নির্বাচনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) একটি পাইলট প্রকল্প ১২.১২.২০২৪ তারিখে ভোট গণনা করা হবে।

**নোটিশ**

যে আমার ক্লায়েন্ট ঈশ্বর জয়সওয়াল, প্রয়াত রমেশ চাঁদ জয়সওয়ালের ছেলে, ২০এল, মতিলাল বসাক লেন, কলকাতা-৭০০১৫৪-এ বসবাসকারী, ৩০.০৫.২০০১ তারিখের একটি ১. কনভেয়েন্সের দলিল হারিয়েছেন এবং উল্লিখিতটি অতিরিক্ত অফিসে নিবন্ধিত ছিল। জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, শিয়ালদহ, জেলা ২৪ পরগণা (দক্ষিণ) এবং এটি বই নং ১, ভলিউম নং ৮৯, পৃষ্ঠা নং ১৫৫ থেকে ১৮৮, ২০০২ সালের জন্য নং ২৩৩০, ২. পরিবহনের দলিল নং-এ রেকর্ড করা হয়েছে। ১৫.০২.২০০০ তারিখে A.D.S.R অফিসে নিবন্ধিত শিয়ালদহ এবং ২০০০ সালের জন্য বই নং।, ভলিউম নং ২৩, এবং বিধিং নং ৮৫৯-এ নথিভুক্ত, ৩. A.R.A-এর অফিসে ১৩.০২.২০১৯ তারিখের উপহারের দলিল নিবন্ধিত।, কলকাতা এবং বই নং।, ভলিউম নং ১৯০১- ২০১৯, পৃষ্ঠা ৬০৭৭৮ থেকে ৬০৮০০, এবং ২০১৯ সালের জন্য নং ১৯০১০১০৯২, ৪. উপহারের দলিল তারিখ ০৭.১১.২০২০ এ নিবন্ধিত ।।, কলকাতা এবং ২০২০ সালের জন্য বই নং।, এবং ৪০৭৪ নং বইয়ে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ০৩-১২-২০২৪ তারিখে জি.ডি. এন্ট্রি নং ১৮৫ এর মাধ্যমে ফুলবাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেছে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয় বা কোন আপত্তি যাহাইহোক না কেন সমর্থনকারী দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবশ্যই এই তারিখ থেকে পাক্ষিকের মধ্যে অবহিত করতে হবে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ করা হবে বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার,
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

## আগুনে ভস্মীভূত যাত্রী প্রতীক্ষালয়

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন দিনাজপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কালেক্টরি অফিসের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে যাত্রী প্রতীক্ষালয়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যাবার ঘটনায় চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটে বুধবার ভোর রাতে। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। এরপরে পুলিশ ও দমকল বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বালুরঘাটের অফিস পাড়া বলে খ্যাত কালেক্টরী অফিসের সামনে এমন ঘটনা ঘটায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে বালুরঘাট শহরে। তবে ঠিক কি কারনে এই আগুন লেগেছে। শর্ট সার্কিট নাকি অন্য কোন কারণ সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

## অশান্ত বাংলাদেশ, ফুলবাড়ী ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বিএসএফের

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ি ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের আইসিপি । অশান্ত বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সীমান্তে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নজরদারি বিএসএফের। বাংলাদেশ ছাড়ছে পর্যটক থেকে ভিন দেশের ডাক্তারি পড়ুয়া। বাংলাদেশের অশান্তির আঁচ যাতে কোনভাবে এপারে এসে না পড়ে তাই সতর্ক সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ। অবৈধ অনুপ্রবেশ আটকাতে তৎপর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী।

ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকায় চলছে কড়া নজরদারি। যদিও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের ভেতরের অশান্তির প্রভাব পড়েনি এই সীমান্ত এলাকায়। এখনো স্বাভাবিক রয়েছে পণ্য আদান-প্রদান স্থল বন্দর ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে। বিনা বাধায় ভুটান এবং নেপাল থেকে পাথর বোঝাই ডাম্পার লরি প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। এমনকি বাংলাদেশ থেকেও আসছে গাড়ী তবে তুলনামূলক ভাবে কম । ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় এদিনও স্বাভাবিকভাবে পণ্য বোঝাই লরি যাতায়াত করতে দেখা যায়। শান্ত স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায়। তবে চিন্তায় রয়েছে এলাকার ব্যবসায়ীরা। মাঝের মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন ইস্যুতে অশান্তির কারণে ওপার থেকে মানুষের আসা-যাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। চিন্তায় রয়েছে এপারের সীমান্ত এলাকার মানুষরাও। তবে অশান্তির আঁচ যে পড়েনি সীমান্ত এলাকায় তা বলে দিচ্ছে দুই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনাদের আলাপচারিতাতে। এমন ছবিও ধরা পড়েছে। সীমান্তে বিএসএফ এবং বি জি বি খোস মেজাজে কথা বলছেন। সীমান্ত এলাকার ব্যবসায়ীদের দাবি একটা সময় ছিল প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ টি গাড়ি এই সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করত। যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো ছিল। তবে নতুন করে চিন্ময় দাস গ্রেপ্তারের পরেই নতুন করে অশান্ত হয়েছে বাংলাদেশ। যার কারণে অনেকেই বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসছেন ভারতে, যাদের মধ্যে রয়েছে পর্যটকেরা। সদ্য সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ফিরে আসা শিলিগুড়ির বাসিন্দা এই প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে থাকা আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম, এখন ভারতে ফিরে এলাম । অনেকে আবার বলছেন গোটা বাংলাদেশ জুড়ে এই অশান্তি নেই, কিছু কিছু এলাকায় ঘটেছে এমনটাই দাবি বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা নেপালের জনকপুর জেলার বাসিন্দার। বাংলাদেশে এম বি বি এস পড়ুয়া অমর চৌধুরীর, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এই ডাক্তারি পড়ুয়া জানান, ঢাকায় থেকে কিছু বোঝা না গেলেও। বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে দেখতে পারছি গ্রামের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে।

## গোষ্ঠীকোন্দলের চিত্র এবার হেমতাবাদে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ গোষ্ঠীকোন্দলের চিত্র এবার হেমতাবাদে। হেমতাবাদে ওয়েব কুপার সদস্য কালেশ্বর বর্মনকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগের তীর হেমতাবাদ ব্লক সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান দুলালের বিরুদ্ধে। কালেশ্বর বর্মন অভিযোগ করেন মুজিবুর রহমান দুলাল তাকে পার্টি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গী সাথীদের দিয়ে মারধর করেছেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি প্রথমে হেমতাবাদ গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতির কারণে তাকে রায়গঞ্জ গর্ভমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। যদিও দুলাল তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন পার্টি অফিসে ডাকা হয়েছিল কিন্তু তার পাশে পার্টি অফিসে যারা ছিলেন তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে কথা কাটাকাটি হয় এবং ধাক্কাধাক্কি হয়। এরই মধ্যে একটি পেরেক তার কপালে লাগে তাতে কিছু রক্তক্ষরণ হয়েছে তবে তাকে মারধরের কোন ঘটনা ঘটেনি। থানায় কোন লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি।

## পিচের ড্রামে গরু পাচার, ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি থেকে ফুলবাড়ি পিচের ড্রামে করে পাচার করছিল গরু। খবর পেয়ে গরু সহ ২ জনকে আটক করে পুলিশ। তবে পুলিশ অবাক হয়েছে। এই গরু বেশিরভাগ সময় যায় বাংলাদেশের। শিলিগুড়ি থেকে যাচ্ছিল ওই গরুগুলি। খবর পাওয়ার পরে ওত পেতে থেকে ওই দুজনকে আটক করে পুলিশ। তারা ওই গরুগুলি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

## নির্মীয়মান হাইকোর্ট সংলগ্ন জমিতে বসতি, সাত দিনের মধ্যে পরিসর খালি করার নির্দেশ বিডিওর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া জাতীয় সড়কের ধারে দ্রুত এগিয়ে চলেছে কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ। তবে হাই কোর্টের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে বারংবার বিচারপতিদের নজরে এসেছে কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ ভাবে থাকা বসতি। এরপরেই কোর্টের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন এবং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় দ্রুত অবৈধ বসতি উচ্ছেদ করে দেবার, সেই মতো গত দুমাস আগে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা বসতির বাসিন্দাদের জায়গা খালি করার নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়। নোটিশ পেয়েও ঘর বাড়ি অন্যত্র সরিয়ে না নেওয়ায় বুধবার জলপাইগুড়ি সদর বিডিওর নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী উক্ত এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান করতে গেলে বসবাসকারীরা নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন। যদিও অবৈধ ভাবে গড়ে তোলা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সদর বিডিও মিহির কর্মকারকে বলতে দেখা যায়। আপনাদের আগেও বলা হয়েছে হাই কোর্টের নির্দেশে এই জায়গা খালি করে দিতে হবে। তারপরেও আপনারা ঘর বাড়ি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাননি। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিডিও মিহির কর্মকার জানান, তিনবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তারপরেও উঠেনি, আজ বলছে দ্রুত জায়গা খালি করে দেবে। এদিকে নির্মীয়মান হাই কোর্ট সংলগ্ন এলাকায় বসত বাড়ি তৈরি করে বসবাসকারী সাব্বির ইসলাম বলেন, আমরা আগে জানতাম না, এখানে হাই কোর্ট হবে, আজকে বিডিও, পুলিশ সাত দিনের মধ্যে জায়গা খালি করার জন্য বলছে।

## আবার শিরোনামে অনিত থাপা, নতুন করে শুরু করতে চান তিনি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ আবার শিরোনামে

অনিত থাপা, নতুন করে শুরু করতে চান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী তার ওপর ভরসা করেন, তাই তাকেই আবার দায়িত্ব দেওয়া হল। আবার পাহাড়ের নেতৃত্ব অনিত থাপা হাতে। সম্মেলনে তিনি জানালেন পাহাড়ের মানুষ দ্বিধায় এবং দ্বিধাবিভক্ত। তারা কোন দিকে যাবেন বুঝতেই পারছেন না। তাই ভোটের ফলাফল ভালোভাবে যাচ্ছে না। হবে মুখ্যমন্ত্রী আমার উপর ভরসা রেখেছেন নেতৃত্ব আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমার সব কাজ এবং দায়িত্ব সবকিছু আমি ঠিকঠাক যাতে পালন করি, সেই কারণে। এদিন তিনি আরো জানালেন আগামী বিধানসভা নির্বাচন অনেক অনেক বড় লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উপর যেগুলো দায়িত্ব দিয়েছেন আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমার কোন সমস্যা হবে না। তাই আমার কাজ এবং কর্তব্য, থাকবে পাহাড়ের মানুষের উন্নয়নে। কিভাবে কি করা যায় সেটা নিয়ে আমি এক চিত্র তৈরি করব। যাতে পাহাড়ের মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝতে পারে। তাঁর সাথে ছিলেন পাহাড়ে কিছু রাজনৈতিক দলের সমর্থক।

## সান্দাকফু গিয়ে মৃত্যু পর্যটকের

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ৪ ডিসেম্বর ঃ সান্দাকফু বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল পর্যটকের। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে। ফের একবার প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা। বারবার পর্যটকের মৃত্যু হওয়ায় উদ্বিগ্ন পর্যটনমহল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম অঙ্কিতা ঘোষ (২৮)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার দমদমের অশোকনগরের মুকুন্দ দাস রোডের বাসিন্দা। দু দিন আগে তিনি বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যান। দার্জিলিং থেকে মানেভঞ্জন হয়ে তাঁরা সান্দাকফু গিয়েছিলেন। সেখান থেকে মঙ্গলবার ফিরে এসে রাতে টুংলিংয়ে ছিলেন। এদিন রাতে খেয়ে ঘুমোতে গিয়েছিলেন অঙ্কিতা। এরপর মধ্যরাতে আচমকাই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বন্ধুরা তাঁকে নিয়ে আসেন সুখিয়াপোখরি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ওই তরুণীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে দার্জিলিং জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে অঙ্কিতাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত বিরসা মুন্ডা আকাদেমি এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, জলপাইগুড়ি এর যৌথ উদ্যোগে আগামী ৪ - ৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত মাটিয়ালি ব্লকের অন্তর্গত বাতাবাড়িতে আয়োজিত মুন্ডারী নৃত্য ও সংগীত বিষয়ক কর্মশালা এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষ মুহূর্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী দুলাল মুর্মু, সভাপতি, বিরসা মুন্ডা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী সন্তু বিশ্বাস (ডব্লু.বি.আই.সি.এস), সদস্য সচিব, বিরসা মুন্ডা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী অমর বার্লা, সহ-সভাপতি, ভারত মুন্ডা সমাজ (পশ্চিমবঙ্গ শাখা), শ্রী ভগবান দাস মুন্ডা, সদস্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল আদিবাসী ডেভেলপমেন্ট এন্ড কালচারাল বোর্ড, শ্রী সুকদেও মুন্ডা, কোষাধ্যক্ষ,ভারত মুন্ডা সমাজ (পশ্চিমবঙ্গ শাখা) জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, জলপাইগুড়ি, শ্রী স্বরূপ বিশ্বাস, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, মাল, শ্রী ইন্দ্রজিত সাহা ও জেলার অন্যান্য বিশিষ্ট আধিকারিকবৃন্দ।

## রেলওয়ে কর্মীদের ভোটদান

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ রেলওয়ে কর্মীদের ভোটদান পর্ব শুরু হলো রামপুরহাটে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই ভোট গ্রহণ। তিন দিন ধরে এই ভোট হবে। অনেক রানিং স্টাফেরা যাতে ভোট দিতে পারেন, সেই জন্য এই ব্যবস্থা বলে রেলওয়ে সূত্রের খবর। মূলতঃ নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার জন্য শুধুমাত্র প্রতীক চিহ্নের ভোট দান হবে। এখানে কোন ব্যক্তি দাঁড়াতে পাবে না। মোট পাঁচটি প্রতীকের উপর সারা ভারত জুড়ে রেলওয়ে কর্মচারীরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট বা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। জানা গেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমর্থিত প্রতীকের ভোট হবে। মোট পাঁচটি প্রতীক থাকছে। সেগুলি হলো যথাক্রমে গাঁইতি, পতাকা, মুষ্টি বদ্ধ হাত, চক্র ইত্যাদি। বাম সমর্থিত অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে ফেডারেশন, কংগ্রেস সমর্থিত ই আর এম সি, বিজেপির পি আর পি এস এবং তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত সংগঠনও নিজস্ব প্রতীকে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

## নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল রোশন শংকর ও রাহুল সিং। জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আছে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের চয়নপাড়া এলাকায় দুই ব্যক্তি গাড়ি করে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বিক্রি করতে এসেছে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রথমে দুই যুবককে আটক করে। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। সেই ব্যাগ থেকে কাফসিরাপ উদ্ধার হয়। কোথা থেকে তারা ওই নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ নিয়ে এসেছিল, তদন্ত করছে পুলিশ। ধৃতদের বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

## নির্মীয়মান বিল্ডিংয়ের কাজ বন্ধ করে দিল পৌরসভা কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর ঃ বর্ধমান শহরের জিটি রোডের উপর ঢলদিঘী পেট্রোল পাম্পের সন্নিকটে নির্মীয়মান ৮ তলা বিল্ডিংয়ের কাজ বন্ধ করে দিল পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার বর্ধমান শহরের ঢালদীঘির পাড়ে তৈরি হওয়া একটি নির্মীয়মান বিল্ডিং পরিদর্শনে আসেন পুরসভার কর্মীরা বিল্ডিংটি অনুমোদন অনুযায়ী মাপ যোগ করে দেখেন। বিল্ডিং তৈরিতে বিস্তর অনিয়ম ধরা পড়ায় কাজ বন্ধ রাখার নোটিশ দিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, বর্ধমান পৌরসভার নিয়মের বাইরে গিয়ে বহুতল নির্মাণের কাজ চলছিল। বর্ধমান পৌরসভার অনুমোদন ছাড়াই এই বহু তলটি নির্মাণ করা হয়েছে। মালিক কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে আগে থেকেই পৌরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হলেও তারা যোগাযোগ করেননি। এদিন পুরসভার তরফ থেকে পরিদর্শন করা হয়। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান জানান, মালিক কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ না করায় এদিন বিল্ডিংটি পরিদর্শন করা হয়। জি টি রোডের ওপর এই এলাকায় জি প্লাস থ্রীর বেশি অনুমোদন দেওয়া হয় না বর্তমান পৌরসভার তরফ থেকে। নির্মীয়মান এই বিল্ডিংটি নিয়মের বাইরে গিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে জি প্লাস থ্রির বেশি উচ্চতা করা হয়েছে এই বিল্ডিংটির। এছাড়াও পুরসভার নিয়ম অনুসারে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নিয়ম রয়েছে তার অনেকাংশেই মানা হয়নি বলে ধরা পড়েছে। নিয়ম না মানার কারণে বিল্ডিং এর কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে উপযুক্ত নথি সহ মালিক কর্তৃপক্ষকে পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। পৌরসভার চেয়ারম্যান জানান নিয়ম না মেনে বর্ধমান পুরসভার এলাকায় বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে মোটা অংকের জরিমানা ও আই নানক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বর্ধমান পৌরসভার দেওয়া। পৌরসভার নোটিশে জানানো হয়েছে, এই নোটিশ পাওয়া পর কর্তৃপক্ষকে নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হবে। মালিক কর্তৃপক্ষকে এক সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত নথি সহ পুরসভার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে ফৌজদারি ধারায় মামলা দায়ের করা হবে।

**HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS**
**St. Georges Gate Road, Kolkata-21**
**Telefax no. : 033-2248-6787**

**Abridged N. I.e T. NO.: HRBC/JPM(W)/SR/09/24-25**

Online bids are invited by J.P.M(Works), HRBC for the following work **"Sl-1) Maintenance of Garden & plantation work at the both side of entry point of the ramp No 2, connecting Hastings to Bridge of Vidyasagar Setu, Kolkata for the period of 1 (one) year. Sl-2) Cutting of branches of trees, jungles & hedges of Kolkata interchanges of Vidyasagar Setu & approaches roads & ramps and from HRBC office exit gate to electrical sub-station building and uprooting trees from pier-top of Kolkata viaduct for the year 2024-25."** from bonafied and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Government rules. Starting date of submission of bid **05.12.2024 at 10:00 AM**. Last date submission of bid (online) will be on **12.12.2024 at 10:00 AM**. Other details may be seen from the website **http://etender.wb.nic.in & www.hrbc.in.**

Sd/-
Joint Project Manager (Works)

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

The **Executive Engineer (C) / Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

**(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/68/24-25/R**
Name of work : **Repairing of footpath by laying paver block from Health Centre to D.C. Dey and its surroundings in Ward No. 57;** Estimated Cost : ₹ **2,11,883.42 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,300.00**; Period of completion : **30 days**.

**(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/58/38/24-25/B**
Name of work : **Improvement of bustee sewer line at 66 D.C. Dey Rd. and its surrounding area in Ward No. 58;** Estimated Cost : ₹ **1,83,916.99 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **3,700.00**; Period of completion : **60 days**.

**(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/25/24-25/B**
Name of work : **Improvement of pipe sewer at 6/1, Rameswar Shaw Road in Ward No. 59;** Estimated Cost : ₹ **4,15,615.56 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,400.00**; Period of completion : **30 days**.

**(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/28/24-25/B**
Name of work : **Improvement of pipe sewer at 53/33A, 53/35A, 53/36A, 53/45, 53/44 Tiljala Road in Ward No. 59;** Estimated Cost : ₹ **3,96,811.80 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of completion : **30 days**.

**(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/35/24-25/R**
Name of work : **Washing and painting kerb stone at Russel Street, Outram Street, Sudder Street, Little Russel Street and its surroundings in Ward No. 63;** Estimated Cost : ₹ **2,19,386.75 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,400.00**; Period of completion : **45 days**.

**(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/46/24-25/B**
Name of work : **Construction of pit, Catch pit at different places in Bustee areas in Ward No. 65;** Estimated Cost : ₹ **2,49,826.21 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **90 days**.

**(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/36/24-25/B**
Name of work : **Repairing of passage at Topsia 2nd Lane, G.J. Khan Rd. Bustee and surrounding areas in Ward No. 66;** Estimated Cost : ₹ **2,55,743.18 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,200.00**; Period of completion : **30 days**.

**(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/67/21/24-25/B**
Name of work : **Improvement of bustee passage at Picnic Garden Road near premises No. 211A/10 to 211A/6 and its surrounding area in Ward No. 67;** Estimated Cost : ₹ **2,40,799.07 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **4,900.00**; Period of completion : **45 days**; Last date and time of submission of bid : **14.12.2024 upto 2 pm (For Sl. No. 1 to 8)**; Tender will be opened on : **17.12.2024 at 2 pm (For Sl. No. 1 to 8)**; The bid forms and other details are available on and from **04.12.2024 at (6.55 pm) (For Sl. No. 1 to 8)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
**NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/144/035/24-25/BUSTEE**
Name of work : **Maint. of road by C.C. at slum area of Green Park near Pre. No. 55/4 in Ward No. 144;** Estimated Cost : ₹ **4,73,843.00 (Including GST & CESS);** Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **30 days**; Last date and time of submission of bid : **14.12.2024 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **16.12.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :
**NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/21/2024-2025/D**
Name of work : **Restoration of paver block and IPS on footpath along Sarat Bose Road disturbing for road side Garden and others disturbed by CESC and Natural Wear and Tear in Ward No. 84;** Estimated Cost : ₹ **2,94,988.87 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **21 days**; Last date and time of submission of bid : **16.12.2024 - 12 Noon**; Date of opening of tender : **18.12.2024 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 pm)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/138/048/2024-2025/R**
Name of work : **Repairing and maintenance of concrete passage with allied works at T-119/5 Murray Road, Y-91 Madar Saheb Math Road, Y-106 Maaal Para etc. in Ward No. 138 under Br.-XV;** Estimated Cost : ₹ **2,94,484.37 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 days**.
**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XV/133/049/2024-2025/R**
Name of work : **Improvement of passage by cement concrete with allied works at Akshay Kanan Lane near premises No. J356, J329, J259 etc. in Ward No. 133 under Br.-XV;** Estimated Cost : ₹ **2,42,914.94 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **16.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; Date of opening of tender : **18.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (C) / Br.-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
**(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/045/30/2024-2025**
Name of work : **Repairing of drainage adjuncts at Old China Bazar Street and other places in Ward No. 45 under Br.-V;** Estimated Cost : ₹ **2,99,939.47 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **30 days**.
**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/044/024/2024-2025/R**
Name of work : **Maintenance of bathing platform at Phears Lane, Nilmadhab Sen Lane, Zakaria Street, Sudam Seal Srtee etc. in Ward No. 44;** Estimated Cost : ₹ **2,79,737.61 (Including GST and CESS);** Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **14.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 1), 16.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 2)**; Date and time of opening of tender : **16.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 1), 18.12.2024 - 11 am (For Sl. No. 2)**; The bid forms and other details are available on and from **06.12.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

980/24-25

# আরও নাস্তানাবুদ পিসিবি, বিসিসিআইয়ের দাপটে বিপদ বাড়ল পাকিস্তানের!

**মুম্বই, ৪ ডিসেম্বরঃ** ক্রিকেটের ইতিহাসে দুই বোর্ডের দ্বন্দ্বর কথা উঠলেই সকলের মনে পড়বে বিসিসিআই ও পিসিবিকে। এই দুই ক্রিকেট বোর্ডের তুলনা হওয়ার নয়। তারপরও পঁচিশের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন ঘিরে বিসিসিআই ও পিসিবি বার বার আলোচনায় উঠে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড শুরু থেকেই জানিয়েছিল, পাকিস্তানে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটাররা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাবে না। কারণ হিসেবে নিরাপত্তার কথা তলে ধরা হয়েছিল। মডেলে আয়োজন করতে রাজি। কিন্তু তার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে তাদের শর্ত মানতে হবে। শর্তস্বরূপ পিসিবি জানায়, ভারতের আগামী বছরগুলোতে যে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে, সেখানে অংশ নেবে না পাক ক্রিকেট টিম। বিসিসিআই পিসিবির এই শর্ত মানতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে আরও নাস্তাবাবুদ পিসিবি। একটি সংবাদমাধ্যমকে এক সূত্র জানিয়েছে যে, বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে আইসিসিকে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভারতে কোনও

এরপর আইসিসির তরফ থেকে হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয় পিসিবিকে। পাক ক্রিকেট বোর্ড গোঁ ধরে ছিল, ভারতকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে সে দেশে যেতে হবে। বিসিসিআই কোনওমতেই তাতে রাজি হয়নি। শেষ অবধি আইসিসির সঙ্গে বৈঠকের পর পিসিবি হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে রাজি হয়। কিন্তু দেয় এক শর্তও। তা আবার মানবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই। যে কারণে এ বার বলা হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দাপটে বিপদ বাড়ল পাকিস্তানের। আসলে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হাইব্রিড নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নেই। ফলে পাকিস্তান যে ভারতের মাটিতে টুর্নামেন্ট খেলতে আসবে না, তা বিসিসিআই মেনে নেবে না। ভারতের মাটিতে ২০২৫ সালে আয়োজিত হবে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ। এবং ২০২৬ সালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন করবে টিম ইন্ডিয়া। ২০২৯ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০৩১ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্ব রয়েছে ভারতের হাতে। এই টুর্নামেন্টগুলিতে খেলার জন্য পাকিস্তান ভারতে না আসলে সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডেরই ক্ষতি হবে। এমনটাই আলোচনা হচ্ছে ক্রিকেট মহলে।

# নর্থইস্ট ম্যাচে নেই অলবার্তো!

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ** আর মাত্র দিন দুয়েকের অপেক্ষা। তারপরেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) দশম ম্যাচ খেলতে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই ম্যাচে পাহাড়ি শহরের অন্যতম শক্তিশালী দল নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। শেষ কয়েকটি হোম ম্যাচে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা মোহনবাগান এই ম্যাচেও জয়ের ধারাকে অব্যাহত রাখতে চায়। শেষ ম্যাচে ওয়েন কোয়েলের চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে পূর্ণ তিন পয়েন্ট অর্জন করেছিল মোহনবাগান। সেই ম্যাচে অজি তারকা জেসন কামিন্সের একমাত্র গোলেই জয় নিশ্চিত করেছিল মেরিনার্সরা। ম্যাচ জয়ের পর সাময়িক ছুটি পেলেও ফের মঙ্গলবার থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। প্রস্তুতির সময় দেখা গেছে খেলোয়াড়রা অত্যন্ত চনমনে মেজাজে রয়েছেন। আগামী ৮ই ডিসেম্বর গুয়াহাটির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। এই ম্যাচ জিতে পুরো পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে চান কোচ জোসে মোলিনা। তবে ঘরের মাঠে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের শক্তি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন তিনি। পেদ্রো বেনালির প্রশিক্ষণে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজরকাড়া। তাই বাগান কোচ ম্যাচের আগে দলের ফিজিক্যাল ফিটনেস ও পরিস্থিতি নির্ভর অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মোহনবাগানের রক্ষণভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় স্প্যানিশ ডিফেন্ডার অলবার্তো রদ্রিগেজ আগামী ম্যাচে অনুপস্থিত থাকবেন। এই চলতি সিজনে তাঁর দারুণ পারফরম্যান্স রক্ষণভাগকে মজবুত করেছে এবং দলের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গোলের সুযোগ তৈরি করেছেন। কিন্তু মোট চারটি হলুদ কার্ড দেখার কারণে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি মাঠে নামতে পারবেন না।

## অ্যাডিলেড টেস্টে রাহুলের পজিশন কী?

# জবাব, 'আমি জানি, কিন্তু জানানো যাবে না'

**অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বরঃ** হাতে আর মাত্র একটা দিন। শুক্রবার শুরু হবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বর্ডার গাভাসকর ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচ। দিন-রাতের এই টেস্ট ঘিরে দুই দেশের ক্রিকেট প্রেমীদের উত্তেজনা তুঙ্গে। একে পারথ টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে গিয়েছে ভারত। তার উপর টিমে ফিরেছেন ভারত অধিনায়ক। শুভমন গিলও ফিট হয়ে উঠেছেন। এই পরিস্থিতিতে একটা বিষয় নিয়ে বারবার আলোচনা হচ্ছে, তা হল অ্যাডিলেড টেস্টে কেমন হবে ভারতের একাদশ। রোহিত টিমে ফেরায় লোকেশ রাহুল কি আর সুযোগ পাবেন না একাদশে? ক্রিকেটমহলে ঘুরছে এই প্রশ্নও। এই পরিস্থিতে অ্যাডিলেড টেস্টের আগে রাহুলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কত নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামতে পারেন তিনি। এই প্রশ্নে যা উত্তর দিয়েছেন ভারতীয় তারকা, তাতে সকলকে চুপ করাতে পেরেছেন। টেস্ট ক্রিকেটে সব মিলিয়ে ৪টি পজিশনে

ব্যাটিং করেছেন রাহুল। ওপেনিং ছাড়া ৩, ৪ ও ৬ নম্বরে ব্যাটিংয়ে দেখা গিয়েছে রাহুলকে। অ্যাডিলেডে রোহিত ও যশস্বীকে যদি ওপেনিংয়ে দেখা যায় তা হলে রাহুলকে কত নম্বরে দেখা যেতে পারে? তাঁর সামনে ব্যাটিং পজিশনের প্রশ্ন রাখলে তিনি বলেন, ''আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কত নম্বরে ব্যাটিং করব। কিন্তু বলা হয়েছে তা যেন আজ না জানাই।'' রাহুলের এই উত্তর শুনে প্রেস কনফারেন্স রুমে ওঠে হাসির রোল। এরপরই তিনি বলেন, ''উত্তরটা জানতে আপনাদের আর একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর যখন ক্যাপ্টেন এসে জানাবে একাদশ, পরিষ্কার হয়ে যাবে।'' ৫৪টি টেস্টে ৩ হাজারের বেশি রান করা রাহুল বলেন, ''আমি একাদশে থাকতে চাই। দলের হয়ে যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে চাই। দলের হয়ে রান করতে চাই। অতীতে আমি একাধিক পজিশনে ব্যাটিং করেছি। শুরুর দিকে একটু চ্যালেঞ্জিং লাগত। টেকনিক্যালি নয়, সেটা মানসিকভাবে হত। শুরুর ২০-২৫টা বল কী ভাবে সামলাব সেটা চলত মাথায়। কত তাড়াতাড়ি আক্রমণে যাব। এ সব ঘুরত। কিন্তু এখন আমি নানা জায়গায় টেস্ট ও ওডিআই খেলেছি। তা থেকে আমি একটা আইডিয়া পেয়েছি যে কী ভাবে নিজের ইনিংসকে গোছাতে পারি।'' পারথ টেস্টে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল ওপেনিংয়ে নেমেছিলেন। প্রথম ইনিংসে ৭৪ বলে ২৬ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৬ বলে ৭৭ রান করেন। এ বার দেখার অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টের একাদশে রাহুল সুযোগ পান কিনা।

# ১৩ বছরের বৈভবের ব্যাটে কামাল, আমিরশাহিকে উড়িয়ে সেমিতে উঠল ভারত

**শারজা, ৪ ডিসেম্বরঃ** অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়া। জেড্ডায় হওয়া আইপিএলের মেগা নিলামে ১৩ বছরে কোটিপতি হয়ে শিরোনামে এসেছিলেন বৈভব সূর্যবংশী। সেই তিনিই ভারতকে টুর্নামেন্টের শেষ চারে তুলতে সাহায্য করলেন। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে হারের ধাক্কা আগেই কাটিয়েছে ভারতের ছোটরা। পাকিস্তানের কাছে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম ম্যাচ হেরেছিলেন আমন-আয়ুষরা। দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ায় ভারত। জাপানের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ২১১ রানের বিরাট ব্যবধানে জেতে ভারত। এ বার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে জিতলেন বৈভব-আয়ুষরা। ব্যাট হাতে ৬৭ রানের অপরাজিত ইনিংসের পাশাপাশি ১ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন

আয়ুষ মাহত্রে। শারজায় টস জিতে প্রথমে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় আমিরশাহি। যুধাজিৎ-চেতনদের দাপুটে বোলিংয়ের সুবাদে ৪৪ ওভারে ১৩৭ রানে অল আউট হয় আমিরশাহি। আয়ানদের দলের হয়ে সর্বাধিক স্কোর মহম্মদ রায়ানের (৩৫)। আমনের ভারতকে আমিরশাহি ১৩৮ রানের টার্গেট দিয়েছিল। তা ১৬.১ ওভারেই পূরণ করে ফেলেন বৈভবরা। দুই ওপেনারকে ক্রিজ থেকে টলাতে পারেননি আমিরশাহির বোলাররা। আয়ুষ মাহত্রে ৬৭ অপরাজিত থাকেন। ৫১ বলে এই স্কোরের পথে আয়ুষ মারেন ৪টি চার ও ৪টি ছয়। আর বৈভব ৭৬ রানে নট আউট। ৪৬ বলে ৭৬ রানের ইনিংস খেলার পথে বৈভবের ব্যাটে এসেছে ৬টি ছয় ও ৪টি চার। ভারতের এই দাপুটে পারফরম্যান্সের সুবাদে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল পাকা। এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচ হারার পর একটু পিছিয়ে গেলেও ভারত গত ম্যাচে (জাপানের বিরুদ্ধে) ২১১ রানে জেতায় নেটরানরেটে টিম ইন্ডিয়ার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ৩ ম্যাচে ২টি জয় ও ১টি হারের পর ভারতের পয়েন্ট ৪, নেটরানরেট ২.৫৫৮।

## ১৫ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট জয় বাংলাদেশের, সিরিজ ড্র তাইজুলের দাপটে

**কিংগসটন, ৪ ডিসেম্বরঃ** সাবাইনা পার্কে বাংলাদেশের পেসার তাইজুল ইসলামের দাপট। তাঁর দাপটেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট ১০১ রানে জিতে নিল বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে ১৫ বছর পর ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে টেস্ট জিতল তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য ছিল ২৮৭ রানের। কিন্তু ১৮৫ রানে অলআউট হয়ে গেল তারা। দু'টি সেশন পুরো খেলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তাদের মাটিতে শেষ সাতটি টেস্টেই হেরেছিল বাংলাদেশ। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে অ্যান্টিগুয়াতেও হেরেছিল তারা।

# দিল্লিকে বধ করে লিগ শীর্ষে পৌঁছে গেল রিয়াল কাশ্মীর

**জম্মু, ৪ ডিসেম্বরঃ** ২০২৪-২৫ আই-লিগের এক অতি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে বুধবার, রিয়াল কাশ্মীর এফসি নিজেদের ঘরের মাঠে দিল্লি এফসিকে ২-১ গোলে হারিয়ে মরশুমের দ্বিতীয় জয় পেল। তিনটি গোলই আসে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। রিয়াল কাশ্মীর এফসির হয়ে গোল করেন বুবা আমিনু (৭২ মিনিট) এবং লালরামদিনসাঙ্গা রালতে (৮৪ মিনিট)। অন্যদিকে, দিল্লি এফসির একমাত্র গোলটি করেন স্টেফান সামির বিনং (৮৯ মিনিট), যা খেলার শেষ মুহূর্তে ঘটে। রিয়াল কাশ্মীর এফসির কোচ ইশফাক আহমেদ একেবারে নিখুঁতভাবে দলকে প্রস্তুত করেছেন। তিনটি ম্যাচের মধ্যে দুইটি জয়, যার মধ্যে দুটি ম্যাচই তারা ঘরের মাঠে খেলেছে। এই জয়ে তারা তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট অর্জন করে লিগ শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। অপরদিকে, দিল্লি এফসি টানা দুই ম্যাচে পরাজিত হল। শুধুমাত্র নামধারি এফসির বিরুদ্ধে ড্র করেছে তাঁরা। ম্যাচের প্রথমার্ধে অফ দ্য বল বেশ কিছু উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত ঘটে। দিল্লি এফসির গোলকিপার দেবনাথ মণ্ডল ছিলেন বেশ আলোচনার কেন্দ্রে। এক সময় তিনি তাঁর গোলরক্ষণের সীমা ছেড়ে বিপরীত দিকের রেফারির সঙ্গে ফ্রি কিক নিয়ে বিতর্কে জড়ান এবং এতে হলুদ কার্ড পান। পরবর্তী সময়ে, মণ্ডল আরেকটি বিপদজনক পরিস্থিতি তৈরি করেন যখন তিনি গোলরক্ষণের এলাকা ছেড়ে আক্রমণকারী খেলোয়াড়কে আটকানোর চেষ্টা করেন। সেক্ষত্রে তিনি আটকাতে ব্যর্থ হলে, দিল্লি দলের এক ডিফেন্ডার গোল লাইন ক্লিয়ারেন্স করে বিপদ মুক্ত করেন। তবে মণ্ডল তাঁর গোলকিপিং দক্ষতাও প্রমাণ করেছেন, কিছু দুর্দান্ত শট সামলানোর মাধ্যমে তিনি দিল্লি এফসির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রক্ষা করেন। ৭২ মিনিটে রিয়াল কাশ্মীর এফসি তাদের প্রথম গোলটি পায়। বুবা আমিনু একটি দুর্দান্ত হেডিং গোল করেন। গোলটি একদম কাছ থেকে আসে, যা আদ্যপান্ত বুবা নিজেই শুট করেছিলেন বাম প্রান্ত থেকে। ৮৪ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি আসে। দিল্লি এফসির ডিফেন্ডাররা ভুল করে, আর লালরামদিনসাঙ্গা রালতে একটি সুচিন্তিত থ্রু পাসে খোলামেলা অবস্থায় চলে যান। গোলকিপারকে পরাস্ত করে রালতে সহজেই গোলটি করেন। ৯০ মিনিটে, দিল্লি এফসি কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, যখন তাদের স্যুভেনির সাবস্টিটিউট স্টেফান সামির বিনং এক গোল করে। কিন্তু এই গোলের পরেও দিল্লি স্কোর লাইনে তেমন কোন বড় পরিবর্তন করতে পারেনি। অন্যদিকে, রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে একটি পেনাল্টি পায়, তবে সেই পেনাল্টি মিস করেন সেনেগালী ফুটবলার আবদৌ করিম সাম্ব।

# ১১ কোটিতে নিয়েছে আরসিবি, কতটা চাপে জীতেশ শর্মা!

**নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ** আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএল থেকেও অবসর নিয়েছেন দীনেশ কার্তিক। বিদেশের লিগে খেলবেন। আরও ভালো করে বললে দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি লিগে খেলবেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গত মরসুমেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সদ্য প্রাক্তন। আরসিবির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ব্যাটিং মেন্টর হিসেবে। কার্তিকের পরিবর্তে একজন ভারতীয় কিপার ব্যাটার খুঁজছিল আরসিবি। সে কারণেই জীতেশ শর্মার জন্য লড়াই করে আরসিবি। মেগা অকশনে শেষ অবধি ১১ কোটিতে তাঁকে নিয়েছে আরসিবি। ১১ কোটি। একজন তরুণ ক্রিকেটারের কাছে চাপটাও অনেক পারে। কী বলছেন জীতেশ? এক সাক্ষাকারে জীতেশ বলেন, ''আমাকে কত টাকায় নেওয়া হয়েছে, সেটা নিয়ে ভাবছি না। ক্রিকেটটা খেলতে চাই। টাকার জন্য বাড়তি কোনও চাপ নেই। বরং এটা আমার কাছে আরও ভালো পারফর্ম করার চ্যালেঞ্জ। চাপের চেয়েও আমাকে এই প্রাইস ট্যাগ আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। নিজেকে বলতে পারি, আমার মূল্য অন্তত ১১ কোটি। আরসিবি আমার উপর ভরসা দেখিয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী এবং খেলার জন্য উত্তেজনায় ফুটছি।'' ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে গত মরসুমে পঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছে। সেখানেই তাঁর উত্থান। এরপর জাতীয় দলে ডাকও আসে। যদিও সীমিত সুযোগ মিলেছে। আইপিএলে পঞ্জাব টিমে তাঁকে ভাইস ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল। তাঁকে রাখতেও মরিয়া ছিল পঞ্জাব। আরটিএম ব্যবহারের চেষ্টা করেছিল ৭ কোটিতে। যদিও আরসিবি ১১ কোটি দর দেওয়ায় পিছিয়ে যায় পঞ্জাব। জীতেশের নতুন ঠিকানা বিরাট কোহলির আরসিবি। সমর্থকদের ভালোবাসা তাঁর জানা। আরসিবি সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোই লক্ষ্য, পরিষ্কার করে দিয়েছেন জীতেশ।

# গাছে উঠে সীমানা পার, ট্রেনিংয়ে নো এন্ট্রি বিরাট-রোহিত সমর্থকদের

**অ্যাডিলেড, ৪ ডিসেম্বরঃ** অ্যাডিলেড টেস্ট শুরু হবে ৬ ডিসেম্বর। তার আগে টিম ইন্ডিয়া নিয়েছে বড় সিদ্ধান্ত। এ বার থেকে অস্ট্রেলিয়ার থাকা বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ভক্তরা তাঁদের ম্যাচে ছাড়া দেখতে পারবেন না। নেপথ্যে কারণ? আসলে এক খানা বড় সমস্যায় পড়ে এমন 'নির্মম' সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ভারতীয় শিবিরকে। কী সেই সমস্যা? দেশে তো বটেই বিদেশেও কোহলি-রোহিতদের ভক্তর তালিকা বিরাট লম্বা। তাঁদের এক ঝলক কাছ থেকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন ভক্তরা। সেই তাঁরাই কিনা আর অজি-ভূমে ম্যাচ ছাড়া দর্শন পাবেন না ভারতীয় তারকাদের, যা নিয়ে আলোচনা চলছে ক্রিকেট মহলে। আসলে অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য ভারতীয় ক্রিকেটাররা যেখানে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, সেখানে জড়ো হচ্ছেন প্রচুর দর্শক। তাতেই মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটছে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের। এর আগে গাছে মই বেয়ে উঠে বিরাটদের ট্রেনিং দেখেছেন তাঁদের অনুরাগীরা। এ বার নেটের খুব কাছে চলে আসায় কড়া হতে হল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। ৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ভারতের নেট সেশন দেখতে প্রচুর ক্রিকেট প্রেমী জড়ো হয়েছিল। সেখানে থাকা দর্শকরা ভারতীয় প্লেয়ারদের কাছে আবদার করতে থাকেন বাউন্ডারি মারার, ছয় নেওয়ার। সেখানে হঠাৎ করে দর্শকদের প্রত্যাশা মেটানোর মন দিতে গেলে সমস্যায় পড়ছেন ক্রিকেটাররা। তাই শুধু যেন মন দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা অনুশীলন

মারার। ক্রিকেটাররা যেখানে নেটে অনুশীলন করেন, সেই জায়গার এত কাছে দর্শকদের প্রবেশ কাম্য নয়। টিম ম্যানেজমেন্টের ঘণিষ্ঠ একজন বলেছেন, ''নেটের খুবই কাছে পৌঁছে গিয়েছিল দর্শকরা। বিষয়টা অন্যভাবে ট্রিট করাই যেত। নেটে অনুশীলনের সময়ও যদি সেলফির আবদার আসে, চার মারো, ছয় মারো বলে শুনতে হয় প্লেয়ারদের, সেটা চাপেরই হয়।'' অনুশীলনের সময় এমনিতেই ক্রিকেটাররা চেষ্টা করেন নিজেদের ভুলভ্রান্তি শুধরে করতে পারেন, তাই এ বার থেকে আর অস্ট্রেলিয়ায় থাকা ক্রিকেট প্রেমীরা টিম ইন্ডিয়ার প্র্যাক্টিস সেশন দেখতে পারবেন না। জানা গিয়েছে, বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির বাকি ম্যাচগুলোর আগেও এটাই মেনে চলা হবে। দ্য এজ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩ ডিসেম্বর ভারতের নেট সেশন দেখতে হাজির হয়েছিলেন প্রায় ৫ হাজার দর্শক। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে অজি সফরের বাকি সময়টায় রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

# মালোর্কাকে উড়িয়ে জয়ে ফিরল বার্সেলোনা

**টানা তিন ম্যাচে পয়েন্ট হারানোর পর জয়ে ফিরতে মরিয়া ছিল বার্সেলোনা। রিয়াল মালোর্কার বিপক্ষে অনেকগুলো সুযোগ হারানোর পর দ্বিতীয়ার্ধে জ্বলে উঠল তারা। শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে জিতে আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান সংহত করল হান্সি ফ্লিকের দল।**

**পালমা দে মালোর্কা, ৪ ডিসেম্বরঃ** প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। চারটি গোল করেছে তারা দ্বিতীয়ার্ধে। শুরুতে ফেররান টরেস সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর প্রথমার্ধেই সমতা ফেরান মারিকি। দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টি থেকে দলকে ফের এগিয়ে নেওয়ার পর নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। বদলি নেমে পরের দুটি গোল করেন ফ্রেংকি ডি ইয়ং ও পাউ ভিক্তর। লিগে গত তিন রাউন্ডে রিয়াল সোসিয়েদাদের মাঠে ১-০ গোলে হারের পর সেল্তা ভিগোর সঙ্গে ২-২ ড্র এবং এরপর লাস পালমাসের বিপক্ষে ২-১ গোলে হেরেছিল বার্সেলোনা। জয়ে ফেরার লক্ষ্যে দ্বাদশ মিনিটে এগিয়ে যায় কাতালান দলটি। দানি ওলমোর পায়ে লেগে যাওয়া বল বক্সের ভেতর ক্লিয়ারের চেষ্টায় সতীর্থের পায়ে মারেন মালোর্কার এক ডিফেন্ডার। আলগা বলে শট নেন ফেররান, গোলরক্ষকের পায়ে লেগে জালে জড়ায় বল। ১৯তম মিনিটে আলেহান্দ্রো বাল্দের পাসে বক্সে ফেররানের ভলি ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। দুই মিনিট পর রাফিনিয়ার পাস

বক্সে ভালো পজিশনে পেয়ে বাইরে মারেন শুরুর একাদশে ফেরা লামিনে ইয়ামাল। ৪৩তম মিনিটে সমতা ফেরায় মালোর্কা। অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে বল ধরে বক্সে ঢুকে অন্য পাশে পাস দেন পাবলো মাফিও, ফাঁকা জালে বল পাঠান মারিকি। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফের এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি রাফিনিয়া। ওয়ান-অন-ওয়ানে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের প্রচেষ্টা পা দিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক। পরক্ষণে কোনাকুনি শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ইয়ামাল। ৫৩তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রাফিনিয়ার ফ্রি-কিক ঝাঁপিয়ে ব্যর্থ করে দেন গোলরক্ষক। তিন মিনিট পরই সফল স্পট-কিকে দলকে আবার এগিয়ে নেন রাফিনিয়া। ইয়ামালকে বক্সে মালোর্কার এক ডিফেন্ডার ফেলে দিলে পেনাল্টি দিয়েছিলেন রেফারি। ৭৪তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান রাফিনিয়া। ডান দিক থেকে ইয়ামালের চমৎকার পাস পেয়ে ছয় গজ বক্সের মুখে পায়ের টোকায় বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান তারকা। এবারের লা লিগায় ১৬ ম্যাচে রাফিনিয়ার গোল হলো ১১টি। ১৫ গোল নিয়ে চূড়ায় আছেন তার সতীর্থ রবের্ত লেভানডফস্কি, যাকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেন কোচ। এই মরসুমে ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২১ ম্যাচে রাফিনিয়ার গোল এখন ১৬টি। ৭২তম মিনিটে ওলমোর বদলি নামার দুই মিনিট পরই জালের দেখা পান ডি ইয়ং। বক্সে মায়োর্কার এক ডিফেন্ডার বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ছুটে গিয়ে জালে পাঠান ডাচ মিডফিল্ডার। ৮৪তম মিনিটে দলের পরের গোলেও অবদান রাখেন তিনি। তার কাট-ব্যাক পেয়ে কাছ থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন ৭৩তম মিনিটে ফেররানের বদলি নামা ভিক্তর। ১৬ ম্যাচে ১২ জয় ও এক ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ৩৭। দুই ম্যাচ কম খেলে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার সমান ১৬ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ছয় নম্বরে আছে মালোর্কা।

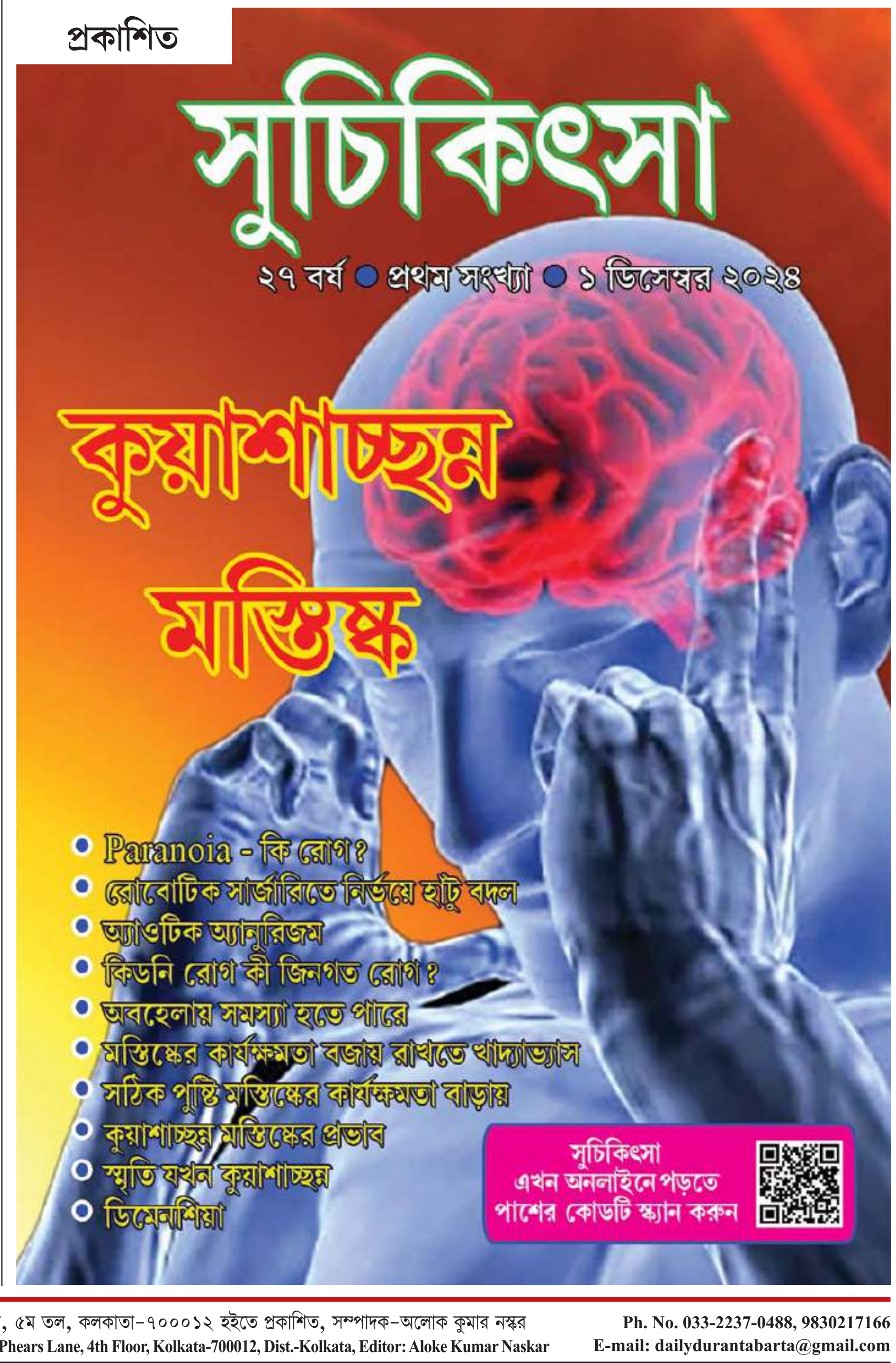


দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com